আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩৫ || সোমবার || জৈষ্ঠ্য ১৬ || ১৪২৯ || শাওয়াল ২৯ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 35 || 30 May || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

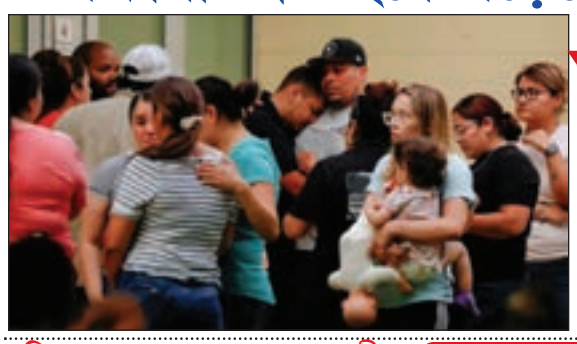
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

এবার হজযাত্রীরা ১২০০ ডলার সঙ্গে নিতে পারবেন

ঢাকা ডেস্ক: হজের সার্বিক খরচ ব্যতীত প্রত্যেক হজযাত্রী ১ হাজার ২০০ ডলার বা এর সমপরিমাণ অন্যান্য **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র : ওবামা ॥ একের পর এক বন্দুক হামলার ঘটনায়

আমেরিকা জুড়ে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা



পুলিশের বিরুদ্ধে 'ভুল সিদ্ধান্ত' নেওয়ার অভিযোগ : চলতি বছর স্কুলগুলোতে ১৩৭টি গুলির ঘটনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক বন্দুক হামলার ঘটনায় পুরো আমেরিকা জুড়ে জনমনে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। অভিভাবকমহলে জোর দাবী উঠছে 'গান কন্টোল' আইন কঠিন করার। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সাউথ টেক্সাসের উভালদে শহরের যে স্কুলে হামলার ঘটনায় ২১জন নিহত হয়েছে। যে স্কুলে চালানো হয়েছে, সেটির নাম রব এলিমেন্টারি স্কুল। এর আগে টেক্সাস রাজ্যের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট জানিয়েছিলেন, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

পিকে হালদারের প্রধান সহযোগী

'অনঙ্গ রায়' এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের বহুল আলোচিত অর্থ পাচারের নায়ক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার ও তার প্রায় সব সহযোগীদের বাড়ি পিরোজপুরের নাজিরপুরে। সহযোগীদের অন্যতমরা প্রায় সবাই গ্রেফতার হলেও এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন তার প্রধান সহযোগী অনঙ্গ মোহন রায়। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

জট কাটাতে বাইডেন প্রশাসনের নতুন ইমিগ্র্যাশন নীতির বাস্তবায়ন শুরু

বংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ- যুক্তরাষ্ট্র ইমিগ্র্যাশন কর্তৃপক্ষ আগামী সপ্তাহ থেকে বাইডেন প্রশাসনের নতুন নীতির অধীনে ইমিগ্র্যাশনের জট কাটাতে নতুন কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমে প্রথমমেই হাতে নেয়া হয়েছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদেও আবেদনকে ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ। তবে পুরনো নয় নতুনভাবে যারা আবেদন করছেন তারাই বর্তমান সুবিধায় তাড়াতাড়ি তাদের আবেদন শুনানীর সুযোগ পাবেন। নতুন কর্মসূচীর আওয়তায় টেক্সাসের দুটি ডিটেনশন সেন্টারে আশ্রয়-প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করা হবে। যার লক্ষ্য দক্ষিণ সীমান্তে মানবিকতা সুরক্ষিত করতে অভিবাসীদের আবেদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। মেমোরিয়াল **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

'রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সবার সহযোগিতা চাই' প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যে কোনো সংকট আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

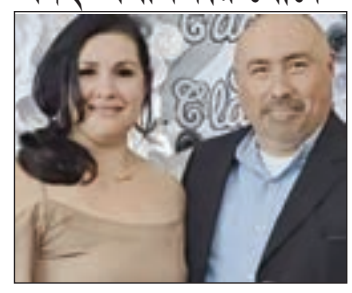
'গণহত্যার নীতি' অবলম্বন করছে রাশিয়া: জেলেন্সকি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার প্রাত্যহিক বক্তব্যে বলেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়া "নিশ্চিতভাবেই গণহত্যার নীতি" অবলম্বন করছে, তবে ইউক্রেনের এই "বিপর্যয়কর পরিস্থিতি" এড়ানো যেত "যদি বিশ্বের শক্তিধরেরা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



টেক্সাসের স্কুলে গুলিতে নিহত শিক্ষিকার শোকে মারা গেলেন স্বামীও!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিজের ছাত্রদের বন্দুক হামলা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন স্ত্রী। আর সেই শোকে মারা গেলেন তার স্বামী। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



বেগম জিয়াকে কারাগারে পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে : তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়াকে মায়া দেখিয়ে কারাগার থেকে বাহিরে রেখেছেন উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কারাগার থেকে বাড়িতে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

RAJU MULTI MEDIA INC.
রাজু মাল্টিমিডিয়া ইন্‌ক

Raju Multimedia Inc.

Contact for Ticket
Raju
347-384-0315
$30, $50, $100

Inauguration Ceremony
অভিষেক-২০২২



কাজল মাহমুদ
মঞ্চ তত্ত্বাবধানেঃ



শারমিনা সিরাজ সোনিয়া
উপস্থাপিকা



শাহ্ নেওয়াজ
ডাইমন্ড স্পন্সর



আসিফ বারী টুটুল
গোল্ড স্পন্সর



মঈনুল ইসলাম
টাইটেল স্পন্সর



দুলাল বেহেরু
প্লাটি স্পন্সর



এটর্নী মঈন চৌধুরী
কো-প্লাটি স্পন্সর



হাজী আবদুর রহমান
কো-টাইটেল স্পন্সর



শাহ্ জে চৌধুরী
কো-টাইটেল স্পন্সর



তাহ চৌধুরী এস হাসান
কো-স্পন্সর



আবু সাকিব আহমেদ
কো-স্পন্সর



মোঃ মফিজুর রহমান
কো-স্পন্সর



হাফাত আলী ইমরান
কো-স্পন্সর



নূর আলম
কো-স্পন্সর



নূর আলম
কো-স্পন্সর

EVENT COMMITEE ADVISOR



Kazi Zaman Uddin



Dr. Towhid Hossain Shiblee



Harun Bhuiyan



Tareq Hasan Khan



Fahad Solaiman



Zia Haq



M A Batin



Babu Khan



Sarwar Khan Babu



Nurul Amin Babu



Z H Chowdhury Litu



Khairul Islam

JUNE 5, 2022, Sunday
Time : 6:00 PM

QUEENS PALACE
37-11 57th Street, Woodside, NY 11477



Music Bangla Band

SOUND GEAR
LIVE SOUND LIGHTING STAGE LED SCREEN
347-731-7153



গিয়াস আহমেদ
চেয়ারম্যান



কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজন
কো-চেয়ারম্যান



ফিরোজ আহমেদ
কো-চেয়ারম্যান



মাকসুদুল হক চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়ক



আহসান হাবিব
আহবায়ক



সিরাজুল ইসলাম খান
যুগ্ম আহবায়ক



ইঞ্জিঃ সায়েম রহমান
যুগ্ম সদস্য সচিব



জে এ জয়
যুগ্ম সদস্য সচিব



নুরুল আজিম
সদস্য সচিব

পোস্ট রিসিভড



মোঃ রবীন উদ্দিন



জাকির আহমেদ

পৃষ্ঠপোষক ঃ মাহফুজুর আওয়াল নান্নু, আনোয়ার হোসেন, মোঃ আবু তাহের, আবুল বাশার মিলন, আজমাত আহমেদ, আহাসির সরওয়ার্দী, খলকুর রহমান খলকু, আব্দুর রশিদ বাবু, গোলাম এন হায়দার মুকুট, মান্নি উদ্দিন।
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মনজুর মোরশেদ, মোঃ আবু বক্কর, সেলিম আহমেদ, সৈয়দ মিজান আকাশ, রিপন আহম্মেদ, নাজমুল ইসলাম নাইম।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ শাহাদাত হোসেন টিপু, মোঃ সুজন মিয়া, শামীম আহমেদ।
বিশেষ সহযোগিতায় ঃ মাজহারুল ইসলাম জনি, নাসির আকন্দার।

টিকেট এর জন্য যোগাযোগঃ
Contact : 347-384-0315, 646-331-3892, 917-854-4144
516-451-3748, 917-495-7498 ($30, $50, $100)

Musical program by Raju Multimedia Inc. with grand opening Night & Dinner Party.

PRESIDENT
Raju
Multimedia Inc.
347-384-0315
Event partner: Showtime Music
646-546-6036

বিসমিল্লাহ্হির রাহমানির রাহিম

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচন ২০২২-২০২৪

জালালাবাদবাসীর প্রত্যাশাকে প্রাপ্তিতে পরিণত করতে

বদরুল-মঈনুল পরিষদ

আপনার মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রত্যাশী

SUNDAY JUN 5, 2022



বদরুল খান
সভাপতি প্রার্থী



মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী



মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু)
সহ-সভাপতি (সিলেট)



মোহাম্মদ আলিম
কোষাধ্যক্ষ



ইফজাল চৌধুরী
সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক

মেশিনের প্রথম সারিতে (A1 থেকে A5) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



মোহাম্মদ শাহীন কায়সী
সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ)



মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার
সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)



বশির খান
সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)



রোকন হাকিম
সহ-সাধারণ সম্পাদক



হোসেন আহমদ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক



ফয়ছল আলম
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক



মান্না মুনতাসির
ক্রীড়া সম্পাদক



বুরহান উদ্দিন
আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক



জাহিদ আহমেদ খান
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক



সুতিপা চৌধুরী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক



হেলিম উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)



শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)



দেলোয়ার হোসেন মানিক
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)

আমাদের প্রধান এবং অন্যতম অঙ্গীকার নির্বাচিত হলে প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই জালালাবাদ বাসীর প্রাণের দাবি নিউইয়র্ক সিটিতে জালালাবাদ এসোসিয়েশননের নিজস্ব ভবন ক্রয় করবো ইনশাআল্লাহ

বদরুল-মঈনুল পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)

PLEASE VOTE FOR BADRUL-MOINUL PANEL

প্রচারে: নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, বদরুল-মঈনুল পরিষদ

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 30 // 2022

নিউইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলীতে 'কমিউনিটি লিয়াজন' পদে নিয়োগ পেলেন

রহিম হাওলাদার ও এস এম সোলায়মান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলীতে 'কমিউনিটি লিয়াজন' পদে নিয়োগ পেলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আবদুর রহিম হাওলাদার এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান। বেতনভুক্ত এ পদে এপ্রিল মাস থেকে দু'জনের নিয়োগ কার্যকর হয়েছে। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত দুই 'কমিউনিটি লিয়াজন' নিউইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০ এর এসেম্বলীম্যান ব্রায়ান বার্নওয়েলে পক্ষে বাংলাদেশী বাংলাদেশী অধ্যুষিত উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া ও ম্যাসপাথ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় (বাকি অংশ ৯ পাতায়)





আব্দুর রহিম হাওলাদার ও এস এম সোলায়মান

'কুইন বীস'র ঈদ রিউনিয়ন অনুষ্ঠিত





আশরাফুল হাবিব মিহির: নিউইর্য়কের কুইন্সের তাজমহল রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হলে স্যোশাল মিডিয়া- ফেসবুকের 'কুইন বীস' নামক গ্রুপের সদস্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ঈদ রিউনিয়ন পার্টি। গত ২১ মে শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউইর্য়ক ছাড়াও আশেপাশের ষ্টেট থেকে আগত সব সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়। গ্রুপ এডমিনরা বলেন- গ্রুপের সদস্যদের একত্রিত করে সুন্দর সময় কাটানোই ছিলো এই আয়োজনের উদ্দেশ্য। ঈদ রিউনিয়নের শুভ সূচনা করা হয় গ্রুপ সদস্যদের অংশগ্রহনে মনোমুগ্ধকর র‍্যাম্প শো'র মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মির্জা ও তানজীম আহমেদ সজীব। ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করে মাজেদ ডিজেয়ারের মাজেদ লোদী ও তার গ্রুপ। নৃত্য পরিবেশন করে দিনা ও নিমা, গেইম শো তে অংশগ্রহণ করে গ্রুপ সদস্যরা। অনুষ্ঠানে ঈদ ফটো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন মারিয়া নিপা ও সায়েদা আতিকুয়া বাতুল এবং টিকটক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন মোহনা সায়েদ, সায়মা রহমান ও ফারিয়া চৌধুরী। 'কুইন বীস' এর এডমিন- আনিকা তাসনিম, রুমা আহমেদ, তানসুরা হাসি ও নীহা বেবু সকলের সাথে পরিচিত হন। তারা একে একে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেন, আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গ্রুপের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে ও কথা বলেন। গ্রুপ সদস্যদের সবাইকে নিয়ে কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে আগত সদস্যরা নিজেদের অনুভুতির কথা শেয়ার করেন এবং গ্রুপের কার্যক্রমকে আরো কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই ব্যাপারে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন।

ঈদ রিউনিয়ন পার্টির গ্রান্ড স্পন্সর ছিলো আনিকা তাসনিম-ধামাকা ইভেন্টস এনওয়াইসি ও সুমনা রিমি-স্টাইল উইথ মি ইউএসএ। এই আয়োজনের আরো যারা স্পন্সর ছিলেন: তারা হচ্ছেন- রূপন্তী রূপ (প্রীত এ্যাম্পায়ার ইউএসএ), আরিফা প্রধান (মাই সপ ইউএসএ), দীপক ভার্মা (আম্বা জুয়েলার্স), গিয়াস আহমেদ (ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার), লিপি নাসরিন (লিপি'স ফ্যাশন ইউএসএ), জী তানিয়া (জানাস কসমেটিক), জলি (আরজে দেশী কালেকশনস), রুকসার জামান (উমা বুটিক ইনক), নীলুফার ইয়াসমিন (অনলাইন দেশী ক্লথস বাই পপি), নিলু চৌধুরী (এলাগ ফ্যাশন), মাহফুজা আক্তার (রীনা'স ডিজাইনার কালেকশনস), তাজনীন সুলতানা মুন (মুন'স হেয়ার এন্ড বিউটি), নীহা বেবু (এলিগেন্ট মেকওভার বাই নীহা ইউএসএ), সাবরিনা খন্দকার রিয়া (টিএসফরইউ এনওয়াই ইনক), শাহ নেওয়াজ (গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার ইনক) এবং সাদিয়া আফরিন আজম (এক্সপার্ট গ্রুপ ইনক)।

অনুষ্ঠানে ডিজে রায়হানের একের পর এক চমৎকার পরিবেশনায় অনুষ্ঠানকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে, সবাই আসন ছেড়ে নাচতে শুরু করেন। সেই সাথে অনুষ্ঠানকে রঙ্গীন করে তোলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ধামাকা ইভেন্টস এনওয়াইসির সুন্দর সাজ-সজ্জা। স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার জন্য ক্লীক ক্লীকের মাধমে ব্যস্ত ছিলেন ফটোগ্রাফার নূরুল ইসলাম রাসেল। সন্ধ্যে ৬টা থেকে শুরু হওয়া মধ্যরাত পর্যন্ত চলা অনুষ্ঠানটিতে সবাই তৃপ্ত মনে ঘরে ফিরেন।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১৯ সালের ৮ নভেম্বর এই পেইজ স্যোশাল মিডিয়ার ফেসবুকে আত্মপ্রকাশ করে।

৪০ হাজার টাকার প্লাস্টিক বালতি!

ঢাকা, ২৯ মে : অনলাইনের যুগে কেনাকাটা এখন অনেকটাই সহজ। করোনা মহামারীর মধ্যে অনলাইন কেনাকাটায় মানুষের ঝোঁক বেড়েছে আরো বেশি। এর ফলে প্রায়ই দেখা যায়, ঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহে হিমশিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা। চাহিদা বাড়ার আরেকটি সমস্যা হলো, পণ্যের মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে যায়। তখন বাড়তে থাকে দামও।

তবে চাহিদা যতই বাড়ুক, সাধারণ একটি প্লাস্টিক বালতির দাম ৪০ হাজার টাকা হবে, তা নিশ্চয় কল্পনাতীত। অথচ এমনটিই দেখা গেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের ভারতীয় শাখার ওয়েবসাইটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজের খবর অনুসারে, অ্যামাজন ইন্ডিয়ায় সম্প্রতি একটি প্লাস্টিকের বালতির বিক্রয়মূল্য লেখা দেখা গেছে ২৫ হাজার ৯০০ রুপি (২৯ হাজার ৪৭৯ টাকা প্রায়)। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, লাল রঙের ওই বালতির আসল দাম ছিল নাকি ৩৫ হাজার ৯০০ রুপি, বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ৪০ হাজার ৭০৫ টাকা প্রায়। এর ওপর ২৮ শতাংশ ছাড় দেয়ায় বিক্রয়মূল্য ২৫ হাজার ৯০০ রুপিতে দাঁড়ায়।

দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় ক্রেতারা যেন সমস্যায় না পড়েন, সে জন্য মাসিক কিস্তিতে বালতি কেনার সুযোগও রেখেছিল অ্যামাজন ইন্ডিয়া! তবে আগ্রহীদের জন্য চিন্তার বিষয় হলো, ওই বালতি মাত্র এক পিসই ছিল স্টকে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এসবের স্ক্রিনশট। অনেকেই বলেছেন, হয়তো কারিগরি ত্রুটির কারণে এমন উদ্ভট মূল্য দেখা গেছে। কেউ কেউ মজা করে বলেছেন, অন্তত কিস্তিতে কেনার সুযোগ রেখেছে অ্যামাজন, তাতেই তারা খুশি। পরে অবশ্য অ্যামাজন ইন্ডিয়ার সাইটে লাল রঙের ওই প্লাস্টিক বালতির দাম মুছে ফেলা হয়েছে।





বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা তহবিল

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসুক

রোহিঙ্গা সংকট বৈশ্বিক সংকট হলেও বাংলাদেশ যেভাবে মোকাবিলা করে আসছে সেভাবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন আমরা দেখছি না বললেই চলে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সমকালে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডির আশঙ্কা উদ্দত করে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের সংগতই উদ্বিগ্ন করে। বুধবার ঢাকার একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের ঘটনায় রোহিঙ্গা তহবিলে সংকট হতে পারে। তিনি যথার্থই বলেছেন, অন্য কয়েকটি দেশে কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা আশ্রয় নিলেও বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো দেশেরই তুলনা করা যায় না। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে তাতে কার্যত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরা মনে করি, গত পাঁচ বছর ধরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ যে সংকট মোকাবিলা করছে, এর নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল বাংলাদেশ। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের মানবিকতার তাগিদে বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছিল, তা বিশ্বে প্রশংসনীয় হয়। বাংলাদেশে এখন সব মিলিয়ে ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার আশ্রয়। অস্বীকার করার উপায় নেই, কক্সবাজারের বিভিন্ন শিবির ও নোয়াখালীর ভাসানচরে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কারণে নানামুখী চাপে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের কিছুদিন পরই বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে প্রত্যাবাসন চুক্তি হওয়ার পর মনে হয়েছিল, দুই দেশের সমঝোতার মাধ্যমে কোনো ধরনের সংকট ছাড়াই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা নিজ ভূমে ফিরে যাবে এবং সমস্যাটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বস্তুত তা তো হয়ইনি, উপরন্তু দফায় দফায় আরও সমঝোতার পরও মিয়ানমারের বৈরী অবস্থান বাংলাদেশের জন্য যে সংকট গভীর করে তুলেছে, বিশ্ব সম্প্রদায় এর দায় এড়াতে পারে না।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, পরিবেশ, অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সৃষ্ট সংকট বাংলাদেশ দফায় দফায় আন্তর্জাতিক মহলে উপস্থাপন করলেও তাদের নিষ্ক্রিয়তা বিস্ময়কর। রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে আর্থসামাজিক এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে বৈষয়িক টানাপোড়েন ও মানসিক ক্ষেত্রে আরও বড় সংকট সৃষ্টি করেছে। রোহিঙ্গা মাত্রেই বাংলাদেশি- মিয়ানমারের এই অভাবনীয় নৃতাত্ত্বিক চিন্তা নিঃসন্দেহে রহস্যাবৃত। দীর্ঘ অগণতান্ত্রিক শাসনে পর্যুদস্ত মিয়ানমারের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ বঞ্চিত ও নিপীড়িত জাতিগত সংখ্যালঘুদের জাতীয় জীবন ও প্রশাসনের মূলধারায় শামিল করা। রোহিঙ্গাদের বাদ দিয়ে যে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে না, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি, রোহিঙ্গা সংকটটি জটিল ও বহুমাত্রিক। এ সংকট মূলত রোহিঙ্গাদের ও মিয়ানমারের। আমরা মনে করি, যেহেতু এর সূত্রপাত মিয়ানমারে, সেহেতু এর সমাধানও তাদের হাতেই। বাংলাদেশ কূটনীতিতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান বিশ্বে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরসহ গোটা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে রোহিঙ্গারা একটি মানবিক সংকট ও নৈতিকতার প্রশ্নে আবির্ভূত হয়েছে। এই পরিস্থিতি কারোর অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

আমরা মনে করি, কফি আনান কমিশনসহ আন্তর্জাতিক মানবতাবাধিকার সংগঠনগুলোর পরামর্শ মিয়ানমার আমলে না নিয়ে মানবতার প্রতি আরেক দফা চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আমরা জানি, মালয়েশিয়ার আহ্বানে ৫৭টি মুসলিম দেশের জোট ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকেও মিয়ানমারের রাখাইনে গণহত্যার বিষয়টি উঠে এসেছিল। বস্তুত বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আসা সত্তরের দশক থেকে শুরু হলেও ২০১০, ২০১২ ও ২০১৭ সালে বড় ঢেউ আসে। অতীতে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে দেশটির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বারবার তিনি এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন। আমরা মনে করি, বিলম্বে হলেও রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হবে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের যে চুক্তি হয়েছিল, কেন এর ব্যত্যয় ঘটছে এ ব্যাপারেও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সোচ্চার ভূমিকা প্রত্যাশিত।

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে যেভাবে গুলিতে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, এটি যেন সাধারণ ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা আমাদের খুব পরিচিত বটে, কিন্তু প্রতিটি ঘটনাই নারকীয় ভয়াবহতার জন্ম দেয়। এ ঘটনা ৫৬ বছর আগের টেক্সাস টাওয়ারে গুলি করে হত্যার ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। ওই ঘটনায় বন্দুকধারীর গুলিতে ১৮ জন প্রাণ হারায়। আর মঙ্গলবার (২৪ মে) টেক্সাসের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুলিতে ১৯ শিক্ষার্থীসহ ২১ জন প্রাণ হারায়। ২০১৯ সালে টেক্সাসে এল পাসোতে ওয়ালমার্ট শপিংমলের কাছে হিস্পানিকদের লক্ষ্য করে গুলিতে ২৩ জন নিহত হয়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রে গুলি করে হত্যার ঘটনার পরিসংখ্যান অনেক বড়। ২০১৮ সালে টেক্সাসেই একটি চার্চে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত হয় ২৬ জন। ১৯৯১ সালে রেস্টুরেন্টে হামলায় প্রাণ হারায় ২৪ জন। সেনা ঘাঁটিতে ২০০৯ ও ২০১৪ সালে দুই দফা হামলায় যথাক্রমে ১৩ ও ৪ জনের প্রাণ হরণ করে ঘাতক। ২০১৮ সালে হাই স্কুলে বন্দুকধারী ১০ জনের প্রাণ হরণ করে। ২০১৯ সালে ওডেসা-মিডল্যান্ড সড়কে পুলিশকে লক্ষ্য করে চালকের গুলিতে নিহত হয় সাতজন। ২০১৬ সালে ডালাসে সড়কে গুলিতে পাঁচজন প্রাণ হারায়।

মঙ্গলবার গুলির ঘটনায় নিহত অধিকাংশের নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের মাত্র দুদিন পরই স্কুলের এ বছরের সেশন শেষ হতো। আমরা জানি, কভিড-১৯ এর সময় এসব শিশু আইসোলেশনে থেকে বাড়িতে বসেই লেখাপড়া করেছে। টেক্সাসে উভালদের যে ক্যাম্পাসে এই গুলির ঘটনা ঘটে, সেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীই হিস্পানিক। সেখানকার ৫ ভাগের ৪ ভাগ শিক্ষার্থীই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া। তারা নিশ্চয় দিনটিতে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীর মতো হেসেখেলে কাটাচ্ছিল। তাদের জন্য কী বিপদই না অপেক্ষা করছিল!

এতটি নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু আমাদের বেদনার আকাশে আরেকটি কালো দাগ ফেলেছে। এর পরও দেখা গেল রুটিন শোক, ক্ষোভের প্রকাশ ও শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তা। গুলি করা সম্পন্ন হওয়ার পর পরিচিত সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখলাম। সংবাদ সম্মেলনে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বন্দুকধারীর তথ্য জানান। একই সঙ্গে এই হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে যেসব পরিবার, তাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন, 'যখন কোনো অভিভাবক তাঁর সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দেন, তখনই তাঁরা প্রত্যাশা করেন- স্কুল শেষ হওয়ার পর সন্তানদের আবার ফিরিয়ে নিতে পারবেন।' অ্যাবট আরও বলেন, 'কেবল সন্তান হারানো পরিবারই এখন শোক করছে তা নয়, তাদের শোকে পুরো টেক্সাস রাজ্য শোকাহত।'

ইতিহাস যদি সত্য হয়ে থাকে, আগামী কিছুদিন হয়তো আমরা বিভাজনের কাদা ছোড়াছুড়ি দেখব। মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসক এই বলে সতর্ক করেন, টেক্সাসের মানুষের উচিত স্কুলগুলোকে শিশুদের জন্য নিরাপদ ভাবা। কিন্তু এখনকার বাস্তবতায় তারা বলছে, সমাজে আমাদের কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি, যাতে এ ধরনের বর্বরতা আর কখনও না ঘটে। কিন্তু এরই মধ্যে দলীয় বিভাজনের প্রকাশ ঘটেছে। গুলি করে হত্যার এ ঘটনার পর তার প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখেছি। টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে ফোনে সান্ত্বনা দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনিও ডেমোক্র্যাটদের সম্মিলিত দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন- বন্দুকের এই বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায় আমাদের কিছু করতেই হবে। তিনি বলেছেন, টেক্সাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবার গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। কী সুন্দর বাচ্চাগুলো, যারা দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত! নিষ্পাপ এই বাচ্চাদের প্রাণ হরণ করা

শঙ্কার আমেরিকায় বন্দুকের বাড়াবাড়ি

ম্যাথু ওয়াটকিনস

হলো! জাতি হিসেবে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে- ঈশ্বরের নামে আমরা কখন এই 'গান লবির বিরুদ্ধে দাঁড়াব? বলার অপেক্ষা রাখে না, জো বাইডেন বন্দুকের নতুন আইনের পক্ষে।

যদিও এটি অনিঃশেষ যুদ্ধের আরেক হাতিয়ার। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক যে মতদ্বৈধতা, সেটিই টিকে রইল। অনেকে বলেছেন, এই ভয়ানক ভালোমানুষদের থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া মানে তাঁদের অধিকার হরণ করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর টেড ক্রাজ বন্দুক হামলার পর কয়েক ঘণ্টার পদক্ষেপ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, 'আমরা দেখছি, এ ধরনের হত্যাকান্ডের পর রাজনীতিবিদরা ঘটনাটি রাজনীতিকীকরণ করার চেষ্টা করেন। আপনি ডেমোক্র্যাটদের এবং



ট্র্যাজেডি অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় আমেরিকায় বেশি ঘটছে। আমেরিকায় বন্দুকের অবাধ স্বাধীনতার কারণে এটা ঘটছে। তা ছাড়া আমেরিকার অন্য কিছু জায়গার চেয়ে টেক্সাসে বন্দুক সহজে পাওয়া যায়। টেক্সাসে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বন্দুক কিনে রাস্তায় কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই তা বহন করা যায়। প্রশিক্ষণ তো আরও দূরের বিষয়।

অন্যদিকে এ ধারণা বদ্ধমূল- এখানে অনেক দুষ্ট লোক রয়েছে, যারা যে কোনো সময় খারাপ কিছু ঘটাতে পারে এবং সরকারের কোনো পদক্ষেপেই তাদের থামানো সম্ভব নয়। কেবল বন্দুকই তাদের থামাতে পারে। ফলে সংবাদমাধ্যমে কিছু মানুষকে দেখবেন, এ সমস্যার সমাধানে অনেকে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার সীমিত করে ফেলতে চায়। কিন্তু তা কাজের নয়।'

যা হোক, উভালদে স্কুলের বন্দুকধারী সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার বিষয় রয়েছে। তার মতলব কী ছিল এবং তাকে এ কাজ থেকে ফেরাতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেত। এখনও অনেক কিছু দেখার আছে। শোক মাত্র শুরু। কিছু অভিভাবক হয়তো বিষাদে পিছু হটবেন। অন্যরা পরিবর্তনের জন্য জোরাজুরি করবেন, যেন ভবিষ্যতে কাউকেই এই ভয়ানক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে না হয়।

ফ্লোরিডার মার্জরি স্টোনমেন ডগলাস হাই স্কুলে এমন বন্দুকধারীর হামলার ঘটনায় কানেক্টিকাট নিউটনের কিছু শিক্ষার্থীর অভিভাবক তা-ই করেছিলেন।

২০১৯ সালে টেক্সাসের এল পাসোর বর্ণবাদী হামলার পর গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ওই ঘটনায় স্বজন হারানো পরিবার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গোলটেবিল আলোচনায় বলেছিলেন, 'এ ধরনের অপরাধ যেন আর না ঘটে, সে জন্য আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।' ওই সময় বন্দুক সীমিতকরণেরও কিছু বিষয় আলোচিত হয়।

ওই আলোচনার শেষ মুহূর্তে এল পাসোর ডিস্ট্রিক্ট প্রতিনিধি জো মুডি আইনপ্রণেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমি অনেক প্রতিশ্রুতি শুনেছি। শেষ পর্যন্ত বন্দুক আইন শিথিলকরণের বিষয়টিই টিকে রইল। তাঁর ভাষায়, 'এখন আমাদের অন্ধ চোখ খোলার সময়। নতুবা মানুষ তাদের চোখ খুললে সেটা হবে দুঃখজনক।' আর মুডি মঙ্গলবার বলেছিলেন, 'আজ উভালদেতে বন্দুক দিয়ে যে বর্বরতা সংঘটিত হয়েছে, আগামীকাল তা অন্য জায়গায় হবে। তিন বছর আগে যেমনটি এল পাসোতে হয়েছে।'

লেখক: টেক্সাস ট্রিবিউনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। সংবাদমাধ্যমটির ওয়েবসাইট থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত, ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

নামাজের সময়-সূচী

মে/জুন	৩০	৩১	১	২	৩	৪	৫
ফজর	৩.৫১	৩.৫১	৩.৪৮	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৪৬
সূর্যোদয়	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৪
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৬.০৪	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭
মাগরিব	৮.২০	৮.২১	৮.২২	৮.২৩	৮.২৩	৮.২৪	৮.২৫
এশা	৯.৫৫	৯.৫৬	৯.৫৮	৯.৫৯	১০.০০	১০.০১	১০.০২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের উপায়

ড. আবদুস সাত্তার মোল্লা

গত ১৭ এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশিত 'শিক্ষাক্রম রূপরেখার আরও কিছু সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (জাশিপাবো) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবজনিত সমস্যা এবং তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

এখন বুঝতে পারছি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের অভাব জাশিপাবোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মূল সমস্যা খোদ মন্ত্রণালয়ের গঠন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমের নেতৃত্বে একটির পরিবর্তে কয়েকটি সমন্বয় পরিষদের অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত।

এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় দুটি : ১. স্কুল শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়) স্তরের একক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ; ২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও অনুমোদনের দায়িত্বে থাকতে হবে একক 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় পরিষদ'।

স্কুল শিক্ষা একক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ

বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে যেদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিধাবিভক্ত করে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষার' জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়, সেদিন থেকেই এ সমস্যার উদ্ভব। এখানেই শেষ নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেঙে দুটি করা হলো : একটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অপরটি দায়িত্ব পালন করছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার।

কিন্তু দ্বিতীয়টির নাম থেকে গেল পূর্ণ 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়'। এতে নবসৃষ্ট 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়' শুরু থেকেই কম গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অধিকাংশ সময় এটি চালানো হয়েছে প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী দিয়ে; আর অন্যটি নামে পূর্ণ 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়', কিন্তু আসলে 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়', যেটি চালান একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, অধিকাংশ সময় তাকে সহযোগিতা করেন আরেকজন প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী।

এমন একটা ভাব যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এখনো একটি 'অধিদপ্তর'ই রয়ে গেছে, পূর্ণ মন্ত্রণালয় হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীকে 'শিক্ষামন্ত্রী'র কাছ থেকে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত জেনে স্রেফ একজন সচিবের মতো শুধু বাস্তবায়ন করতে হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম তৈরি ও পরিমার্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত জাশিপাবোকে দুই মন্ত্রণালয়ের অধীনে দ্বৈতশাসনের আওতায় কাজ করতে হয়। এর যে কী জ্বালা তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন! এই জ্বালা যে শুধু জাশিপাবোর তাও নয়; বহু বিদ্যালয় আছে যেগুলোতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, এমনকি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষকে কোনো সময় একই দিনে দুই মন্ত্রণালয়ে দৌড়াতে হয়। এভাবে কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানো যায়? জাশিপাবোর ভেতরে ২০০৩ সালে সৃষ্ট প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং-প্রধান মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইং-প্রধানের সমান গুরুত্ব পান না; কারণ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং সৃষ্টির প্রায় বিশ বছর পর এখনো মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইং-প্রধানকেই 'সদস্য (শিক্ষাক্রম)' বলা হয়, 'সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম)' যেন আসল সদস্যের (শিক্ষাক্রম) 'সহকারী' মাত্র!

শিক্ষা জাতি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশ এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেঙে দুটো মন্ত্রণালয় বানিয়েছে। কিন্তু যেসব দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেঙেছে, সেগুলো স্কুল পর্যায়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব এক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেখে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার দায়িত্ব দিয়েছে অপর মন্ত্রণালয়কে।

মন্ত্রণালয়ের এরূপ বিভাজন যে শুধু ফ্রান্স, রাশিয়া, পর্তুগাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মিসর, ইরাক, ইরান, ওমান, আরব আমিরাত, সিরিয়া, মাদাগাস্কার, শ্রীলংকার মতো অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশে করা হয়েছে তাই না; আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, তিউনিশিয়া, জিম্বাবুয়ে, আইভরি কোস্ট, লেবানন, পূর্ব তিমুর ও পোল্যান্ডের মতো উন্নয়নশীল, এমনকি অনুন্নত দেশেও করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষত গবেষণাকে এমন গুরুত্ব যদি অন্ধকার মহাদেশ (ডার্ক কন্টিনেন্ট) খ্যাত আফ্রিকার দেশগুলোও দিতে পারে, তাহলে আমরা কেন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কম গুরুত্বের করে রাখব?

যা হোক, এখানে মূল প্রতিপাদ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করা। আর এর জন্য জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, তথা স্কুল শিক্ষাকে একই মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসা; অর্থাৎ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল অংশ প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা অংশ পুনরায় একত্র করে একক মন্ত্রণালয় গঠন করা।

এতে শিক্ষার উচ্চ স্তর বা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার দেখভাল করার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় লাগবে। বাস্তবে কোনো মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করার দরকার হবে না; শুধু দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করলেই চলবে। কীভাবে?

সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের মতো শুধু 'উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা' নামে একটি নতুন অধিদপ্তর সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং এর নামও হবে 'মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' (Directorate of Secondary Education-DSE)। বর্তমান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম হবে : 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়' (Ministry of Primary and Secondary Education-MPSE) এবং বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও নতুন নামের 'মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' উভয়ই এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে আসবে।

নবসৃষ্ট 'উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা' অধিদপ্তর (Directorate of Higher Education and Research-DHER) বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে। এই মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম হবে : 'উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা মন্ত্রণালয়' (Ministry of Higher Education and Research-MHER)। 'গণশিক্ষা' প্রধানত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলে এটি 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে'র অধীনেই থাকতে পারে; এর জন্য একটি ক্ষুদ্র অধিদপ্তর সৃষ্টি করে নিলে ভালো হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের জন্য একক 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় পরিষদ' গঠন

বর্তমানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি এবং মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্য মোট তিনটি, একুনে চারটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় পরিষদ' (National Curriculum Co-ordination Committee-NCCC) গঠন করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা পৃথক ধারার শিক্ষা বলে প্রতিটি ধারার জন্য পৃথক শিক্ষাক্রম সমন্বয় পরিষদ অবশ্যই গঠিত হতে পারে। কিন্তু শিক্ষার মূলধারা সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের জন্য একক 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় পরিষদ' গঠন করা অত্যাবশ্যক।

প্রথম ও ব্যবহারিক ভুলটি হচ্ছে, পরীক্ষা বোর্ডকে 'শিক্ষা বোর্ড' নাম দিয়ে সংশিষ্ট সবার কাছে ভুল বার্তা দেওয়া যে, শিক্ষা বলতে আমরা প্রধানত পরীক্ষাই বুঝি! আর দ্বিতীয় কম গুরুত্বের ভুলটি হচ্ছে : ৬০ বছর আগে ১৯৬৩ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাস্তর উঠে গেছে; একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সেই শিক্ষা 'উচ্চমাধ্যমিক' উপস্তর নামে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অংশ হয়েছে।

এবার দেখা গেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ ধারার জন্য পৃথক 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় পরিষদ' গঠিত হওয়ায় দুই মন্ত্রণালয়ের দুই সমন্বয় পরিষদ বেশকিছু সময়ের ব্যবধানে দুই ধরনের শিক্ষাক্রম অনুমোদন করে বসে আছে! একই ধারার ধারাবাহিক দুই স্তরের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের ওপর এমন ভিন্ন প্রকারের শিক্ষাক্রমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করা জরুরি।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের উত্তম সমন্বয়ের জন্য আরও অন্তত দুটি কাজ করতে হবে : ১. জাশিপাবোর মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইংকে সুনির্দিষ্টভাবে 'মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইং' বলতে হবে এবং এর দায়িত্বে নিয়োজিত বোর্ড সদস্যের পদবিও হবে 'সদস্য (মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম)'। এতে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং-প্রধান অর্থাৎ 'সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম)'-এর ওপর মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইং-প্রধানের অযাচিত প্রাধান্য (যাকে সে ফ 'মাতব্বরি' বলা চলে) লোপ পাবে এবং দুই স্তরের শিক্ষাক্রমের দায়িত্বশীল দুই বোর্ড সদস্য পরস্পরকে সমান মর্যাদার ভাবতে ও সম্মান করতে বাধ্য হবে।

২. পুনর্গঠিত 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়'কে কেন্দ্রীয় একক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বিভাগীয় পরীক্ষা বোর্ডের মধ্যে পার্থক্য ভালোমতো বুঝে কাজ করতে হবে।

স্মর্তব্য, জাশিপাবো দেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম তৈরি এবং উন্নয়নের জন্য পরিমার্জনের মূল দায়িত্ব পালনকারী অ্যাপেক্স প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য (বর্তমানে যাকে 'যোগ্যতা' বলা হচ্ছে), সে উদ্দেশ্য/যোগ্যতা অর্জনের জন্য কী পড়তে হবে, কীসের অনুশীলন করতে হবে (ঈড়হঃবহঃং/খবধৎহরহম ঊী-ঢ়বৎরবহপবং), শিখন-শেখানো কার্যক্রম/প্রক্রিয়া (Teaching-Learning Process) কেমন হবে এবং শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত উদ্দেশ্য/যোগ্যতার কতটা অর্জন করেছে, তা কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে-সবই পরিকল্পনা করা হয়।

এই গুরুদায়িত্ব পালন করে জাশিপাবো। আর দ্বিত্ব ভুল (Doubly Erroneous) নামকরণে 'শিক্ষা বোর্ড' সত্যিকার অর্থে 'পরীক্ষা বোর্ডে'র দায়িত্ব পালন করে-শিক্ষাক্রমে বিধৃত উপায়ে শুধু প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান করে।

দ্বিত্ব ভুল নামকরণে বিভাগীয় 'শিক্ষা বোর্ড' নিয়েও কিছু বলা দরকার। সারা বিশ্বে পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদানকারী সংস্থার নাম Examination Board, Examination and Assessment Board, Examinations Council বা Educational Testing Service। এই বিষয়টি নিয়ে যুগান্তরে ১৩.০২.২০২০ তারিখে 'শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম হোক অর্থপূর্ণ' শিরোনামে আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল (https://www.jugantor.com/todays-paper/window/277714/)।

প্রথম ও ব্যবহারিক ভুলটি হচ্ছে, পরীক্ষা বোর্ডকে 'শিক্ষা বোর্ড' নাম দিয়ে সংশিষ্ট সবার কাছে ভুল বার্তা দেওয়া যে, শিক্ষা বলতে আমরা প্রধানত পরীক্ষাই বুঝি! আর দ্বিতীয় কম গুরুত্বের ভুলটি হচ্ছে : ৬০ বছর আগে ১৯৬৩ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাস্তর উঠে গেছে; একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সেই শিক্ষা 'উচ্চমাধ্যমিক' উপস্তর নামে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অংশ হয়েছে। আমরা কোন আক্কেলে এখনো শিক্ষা (আসলে শুধু পরীক্ষা) বোর্ডের নামের শুরুতেই ইন্টারমিডিয়েট শব্দ বহাল রেখে বলছি : Board of Intermediate and Secondary Education (BISE)?

প্রশ্ন প্রণয়নসহ পরীক্ষা গ্রহণের যে কোনো পরিবর্তনের মূল অধিকার ও দায়িত্ব জাশিপাবোর, কোনো পরীক্ষা বোর্ডের নয়। পরীক্ষা বোর্ড শুধু বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে, পরিকল্পনার নয়। এই প্রসঙ্গটি জোরের সঙ্গে উত্থাপন করছি এ কারণে যে, আমি কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ২০১৮ সালে তৃতীয় বারের মতো জাশিপাবোতে এসে অল্পদিনের মধ্যেই জানলাম, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজির প্রতিটিতে ২০০ নম্বরের পরিবর্তে ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

'সিদ্ধান্তটি' মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকা বোর্ড হয়ে জাশিপাবোতে এসেছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা সবাই জাশিপাবোর বিশেষজ্ঞ। তারা এটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা প্রকাশ করছেন। সদস্য (মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম) বললেন, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে; এখন আপনাদের কাজ শুধু সিলেবাস কমিয়ে কম নম্বরের প্রশ্ন-কাঠামো তৈরি করে দেওয়া।'

কী বুঝলেন পাঠকরা? কার অধিকার, সিদ্ধান্ত নেয় কে, মাধ্যম বানানো হয় কাকে? তাই বলছি : পরীক্ষা পদ্ধতির যে কোনো পরিবর্তন-চিন্তা মন্ত্রণালয় যেন প্রথমেই জাশিপাবোতে পাঠায়। জাশিপাবো যৌক্তিক পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করবে; প্রয়োজনে পরীক্ষা বোর্ডকে এ কাজে যুক্ত করবে। পরীক্ষা বোর্ড যেন পরিবর্তন করে জাশিপাবোকে দিয়ে শুধু স্বাক্ষর করাতে না আসে। এমন কাজ তরুণ ছোকড়ার মা-বাবাকে ধমক দেওয়ার শামিল।

লেখক: শিক্ষাক্রম গবেষক এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

জিয়াউর রহমানের যে পাঁচটি বিষয় তাকে আলোচিত-সমালোচিত-বিতর্কিত করেছিল

আকবর হোসেন

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের ৪১ বছর হয়েছে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে হত্যার পর বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনীতি ও সেনাবাহিনীতে নানা অঘটন এবং চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসেন জিয়াউর রহমান। ক্ষমতায় থাকাকালীন জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কূটনীতিতে মৌলিক বাঁক বদল ঘটেছে। এসব ঘটনা অনেকের দৃষ্টিতে ইতিবাচক আবার অনেকের দৃষ্টিকে নেতিবাচক।

জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেগুলো নিয়ে নানা আলোচনা, সমালোচনা এবং বিতর্ক রয়েছে।

বহুদলীয় রাজনীতির প্রবর্তন

জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হবার পরে বাংলাদেশ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় রাজনীতিতে ফেরে। বহুদলীয় রাজনীতির পুনপ্রবর্তনের ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে একটি মৌলিক পরিবর্তন আসে। এর ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ উন্মুক্ত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে ১৯৭২ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় রাজনীতিতে ফিরে আসার নীতি কারণে ধর্মভিত্তিক দলগুলো সুযোগ পায়। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী জামায়াতে ইসলামীও রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়।

বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে অনেকের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করে, এর মাধ্যমে তিনি জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করেছেন।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল বাঙালী। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হবার পরে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে নতুন ধারা চালু করেন এবং সংবিধানে সেটি অন্তর্ভুক্ত করেন।

বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং বিএনপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ। জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বাংলাপিডিয়ায় লিখেছেন, 'বাংলাদেশে বহুসংখ্যক বিভিন্ন মতের ও ধর্মের জাতিগোষ্ঠী বাস করে। তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মাত্রা ও ধরণ বিভিন্ন। তাই জিয়া মনে করেন যে, শুধুমাত্র ভাষা বা সংস্কৃতির ভিত্তিতে নয়, বরং ভূখন্ডের ভিত্তিতেই জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা উচিত।' তবে জাতীয়তাবাদের এই বিতর্ক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেও চলমান।



রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমসের অধ্যাপক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, 'বাঙালী' এবং 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক একটি বিভাজিত সমাজ তৈরি করেছে।

অধ্যাপক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, এই বিভাজন থেকে বাংলাদেশ এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাঁর মতে বাংলাদেশের রাজনীতি সবচেয়ে বড় ইমপ্যাক্ট বা প্রভাব ফেলেছিল জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা।

জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি

পর্যবেক্ষকদের অনেক মনে করেন, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বলয় থেকে বেরিয়ে আমেরিকা এবং চীনের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

আমেরিকার পাবলিক ইউনির্ভাসিটি সিস্টেমসের অধ্যাপক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ বলেন, জিয়াউর রহমান ভারত-বিরোধী ভূমিকায় যাননি। তবে তিনি চীন, আমেরিকা এবং সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ তিনটি দেশের সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, জিয়াউর রহমানের সময় মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

অধ্যাপক আহমদ লিখেছেন. মুসলিম দেশগুলোর সাথে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করেন জিয়াউর রহমান।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জোট সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়।

স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে আপোষ

জিয়াউর রহমানের শাসনামল নিয়ে যে অভিযোগটি সবচেয়ে বেশি সেটি হচ্ছে, যেসব ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক বিরোধিতা করেছিল কিংবা পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগত ছিল তাদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- শাহ আজিজুর রহমান। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদ নেতা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক সরকার জাতিসংঘে যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল সেটির অন্যতম সদস্য ছিলে শাহ আজিজ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর দালাল আইনে গ্রেফতার করা হয় শাহ আজিজুর রহমানকে। পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে ১৯৭৩ সালে মুক্তি লাভ করেন শাহ আজিজুর রহমান।

পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করেন, স্বাধীনতা বিরোধীদের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করেছেন। তবে অনেকের ধারণা, জিয়াউর রহমান সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনীতি ও সরকার পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।

অধ্যাপক সাঈদ ইফতেখার বলেন, 'এটা ছিল জিয়াউর রহমানের কৌশলগত রাজনীতি। স্বাধীনতা বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত করা তার যতটা না আদর্শ ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক কৌশল।'

১৯ দফা কর্মসূচী

জিয়াউর রহমানের শাসনামলের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ১৯ দফা কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত ছিল। জিয়াউর রহমানের সমর্থকদের মতে এই কর্মসূচী ছিল 'উন্নয়নমুখী রাজনীতির' অংশ।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের বর্ণনা মতে ১৯ দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল- কৃষি উৎপাদন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যক্তি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ। এই কর্মসূচীর মধ্যে একটি আলোচিত বিষয় ছিল খাল খনন কর্মসূচী এবং গ্রাম সরকার ব্যবস্থা চালু করা।

অধ্যাপক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ বলেন, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমানের এসব কর্মসূচী গ্রামীণ রাজনীতিতে সাড়া ফেলেছিল। তবে জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত গ্রাম সরকার পদ্ধতি মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি।

বাংলাপিডিয়ায় অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, 'গ্রাম সরকার' পদ্ধতি জিয়াউর রহমানের জন্য একটা সস্তা রাজনৈতিক ধারণাতে পরিণত হয়েছিল।

লেখক: সাংবাদিক, বিবিসি বাংলা, ঢাকা

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রহিম হাওলাদার ও এস এম সোলায়মান

(৪ পাতার পর)

নিয়োজিত থাকবেন। দুই বাংলাদেশীর অফিসিয়াল নিয়োগের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে কমিউনিটি অগ্রগতিতে আরো একধাপ এগিয়ে গেলো।

মূলধারার সাথে বাংলাদেশীদের অধিকার সমন্বিত রাখতে কমিউনিটির স্বার্থরক্ষায় কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন নব নিযুক্ত দুই 'কমিউনিটি লিয়াজন' আবদুর রহিম হাওলাদার এবং এস এম সোলায়মান। কমিউনিটির সেবায় নিজেদের আরো সম্পৃক্ত রাখার সুযোগ হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মহান আল্লাহর প্রতি। ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশী কমিউনিটি বান্ধব নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলীম্যান ব্রায়ান বার্নওয়েলকে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের মূলধারার তরুন নেতা এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট জয় চৌধুরীকে। যুক্তরাষ্ট্রে সর্ববৃহৎ ইয়াং ডেমোক্রেট শাখা'র সাবেক ট্রেজারার এবং নিউইয়র্ক লাগোর্ডিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের দুই বারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জয় চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটিকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কাজ করছেন। নিউইয়র্কে কমিউনিটি বোর্ড, হসপিটাল বোর্ডসহ মূলধারার বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সংযোগের নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় এবার দুই বাংলাদেশী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবদুর রহিম হাওলাদার ও সাংবাদিক এস এম সোলায়মান নিউইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলী অফিসে সম্পৃক্ত হয়েছে।

নিয়োগপ্রাপ্ত দুই কমিউনিটি লিয়াজন'র মধ্যে মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের সন্তান আবদুর রহিম হাওলাদার গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায় কাজ করছেন। তিনি নিউইয়র্ক কমিউনিটি বোর্ড'র দুইবারের মনোনিত বোর্ড মেম্বার এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির দুইবারের নির্বাচিত সেক্রেটারি ও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। এছাড়া নিউয়র্কের অন্যতম সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। কভিড ভয়াবহতায় ঝুকি নিয়ে কমিউনিটির ঔষধ পথ্য সরবরাহ ও মৃতদের দাফনসহ সার্বিক কাজে ফ্রন্টলাইনার হিরো হিসেবে কাজ করেছেন আবদুর রহিম হাওলাদার।

আরেক নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি লিয়াজন' কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডা গ্রামের সন্তান সাংবাদিক এসএম সোলায়মান বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি। তিনি নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক। এছাড়া সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভোটার এসোসিয়েশন কমিউনিকেশন ডাইরেক্টর, নিউইয়র্কের স্থানীয় অন্যতম সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন সেক্রেটারি। তিনি নিউইয়র্কে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ও কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক কুমিল্লা'র নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। তিনি চৌদ্দগ্রাম প্রেসক্লাবের সাবেক সহ সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





ছবি প্রতীকী

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ভিসা বুলেটিন জুন ২০২২

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুন মানের ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। জুন ২০২২ এর পারিবারিক ভিত্তিতে আবেদনের ভিসার প্রাপ্যতা নিচে দেয়া হলোঃ

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ০১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং অনুর্ধ ২১ বছর বয়সের সন্তানেরাঃ চলতি।

বি. (এফ-২ বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা তধুর্ধঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) পূর্ণ বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

জুন মাসের পারিবারিক ক্যাটাগরির কোন পরিবর্তন নেই। গত মাসের মতই তারিখের অগ্রাধিকর আছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানুন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে।

নন- ইমিগ্রান্ট ভিসা ফর্ম ডিএস - ১৬০।

কুইন্স থেকে হেলাল খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসাবে এদেশে এসেছি। এখানে আমি একটি হাসপাতালে ফুলটাইম কর্মরত। আমার মা-বাবা বাংলাদেশী নাগরিক। তারা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের একটি গ্রামে থাকেন। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে চাকরির কারণে আমি বাংলাদেশে গিয়ে তাদের সাথে অবস্থান করতে পারিনা। আমাকে ছাড়া তারা খুব মনোকষ্ঠে দিন যাপন করেন। যতটা পারা যায় টেলিফোনে এখান থেকে তাদের সঙ্গ দেবার চেষ্টা করি।

যা হোক আমি ঢাকায় ইউএস অ্যাম্বেসীতে কল করে আমার মা-বাবার ইউএসএ আসার ভিসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। যাতে তারা এখানে এসে আমার সাথে থাকতে পারেন। ঢাকার ডিএস অ্যাম্বেসী আমাকের বলেছে যে, ভিসার জন্যে আমার মা-বাবাকে অবশ্যই ডিএস-১৩০ ফর্ম পূরণ করতে হবে।

এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ কামনা করছি। আমার মা-বাবাকে এখানে আনার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

হেলাল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মা-বাবাকে এখানে আনার ব্যাপারে জানরতে চেয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসাবে আপনি আপনার মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন না। কেবল ইউএস সিটিজেনরাই তাদের পিতা-মাতার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে তারা কয়েক মাসের জন্য ভিজিট ভিসাতে এখানে এসে আপনার সঙ্গে থাকতে পাারেন।

একজন বিদেশী নাগরিক যারা এখানে ইউএসএতে ট্রাভেল করতে চায় তাদের অবশ্যই ডিএস-১৬০ ফর্ম পূরণ করতে হবে অন লাইনে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনের সঙ্গে। কনসুলার অফিসারগণ ডিএস-১৬০ ফর্মে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করে দেখেন আবেদনকারী নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পাওয়ার যোগ্য কিনা। ডিএস -১৬০ ফর্ম সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকঃ

আমি কি অন লাইনে এবং একাধিক সেশনে এই ফর্ম পূরণ করতে পারি?

আপনি একের অধিক সেশনে অন লাইনে ডিএস-১৬০ ফর্ম পূরণ করতে পারেন, তবে তা ৩০ দিনের মধ্যে হতে হবে। ফর্ম টাইপ শুরু করলে অবশ্যই আপনার ফর্ম এবং আপনার ফর্ম আইডি সেভ করে রাখবেন। কেননা, আপনি আপনার আবেদনে ঢুকতে চাইলে আপনার ফর্ম আইডি লাগবে। আবেদন



দাখিল করার পর আপনি তথ্য পারিবর্তন করতে পারবেন। এটা করতে আপনাকে পুনরায় সাবমিট প্রেস করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপঃ আপনি ডিএস-১৬০ ফর্ম পূরণ করে সাবমিট প্রেস করে দিয়েছেন। দুই সপ্তাহ পর আপনার মা-বাবাকে ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। আপনি ৩০ দিনের মধ্যে ডিএস-১৬০ ফর্ম অন লাইনে থেকে বের করে তাদের পরিবর্তন ঠিকানা সংযোজন করতে পারবেন।

আপনি যখনই আবেদন বের করতে চাইবেন, তখনই নিশ্চিতভাবে আপনাকে 'সাবমিট'-এ প্রেস করতে হবে।

আমি ভালো কম্পিউটার জানিনা, ইমিগ্রেশন আইনও জানা নেই। এক্ষেত্রে আমি কি কোন পেশাদার এটর্নী কিংবা কোন বন্ধুর সাহায্য নিতে পারি?

হ্যাঁ, আপনি একজন এটর্নী নিতে পারেন। আপনি আপনার কোন বন্ধুরও সাহায্য নিতে পারেন ফর্ম পূরণ করার জন্য। তবে ফর্ম পুরনে সাহায্যকারী নাম উল্লেখ করার জায়গায় অবশ্যই আপনার বন্ধুর নাম লিখতে হবে। ফর্মটি পূরণ করা খুব সহজ। কেননা প্রশ্নগুলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে। তবে ভালো কম্পিউটার জানা না থাকলে একজন পেশাদার মানুষের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। আপনি যদি ভুল তথ্য সংযোজন করে থাকেন তবে পরিবর্তন সময়ে যখন আপনার মা-বাবার ভিসার জন্য আবেদন করবেন তখন তাদের জন্য সমস্যা হতে পারে। এটর্নী নিয়োগ করার সামর্থ এবং প্রয়োজন থাকলে একজন এটর্নী নিয়োগ করুন নাহলে, তাদের পরারমর্শ নিন।

আমাকে কি দুটি ফর্ম পূরণ করতে হবে, নাকি একটাই যথেষ্ট?

পরিবারের অথবা গ্রুপ সদস্য হিসেবে ভিসা আবেদনকারী ভ্রমণ করতে চাইলে কি পরিবার বা গ্রুপ আবেদন ক্রিয়েট করতে হবে? তারা একসঙ্গে আবেদন করতে পারেন এবং আবেদন এর সঙ্গে লিংক করে দিতে পারেন। তবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যারা ইউএস ভ্রমণ করতে চান তাদের অবশ্যই পৃথকভাবে ডিএস-১৬০ আবেদনের জন্য পৃথক লিংক তৈরি করতে হবে।

কীভাবে আবেদনে লিংক করা যাবে?

প্রথমে প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীকে ডিএস-১৬০ আবেদন করতে হবে এবং কনফারমেশন পেজে গিয়ে 'ইমেইল কনফারমেশন' অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীকে প্রত্যুত্তরে 'থ্যাংক ইউ' জানানো হবে। এই পেজে পারিবারিক আবেদনের লিংক তৈরির অপশনও থাকবে। এই অপশন সিলেক্ট করে প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীর ফর্মে কিছু তথ্য সংযোজন করতে হবে। যেমনঃ বাড়ির ঠিকানা বা ডেসডিনেশন যা স্বাভাবিকভাবেই নতুন আবেদনে দেখা যাবে।

সাক্ষাতকারের সময় আপনার পিতা-মাতাকে যা সঙ্গে নিতে হবেঃ

*ডিএস-১৬০ ফর্মের কনফারমেশন পেজ,

*বৈধ পাসপোর্ট এবং টিকেট- যদি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়ে থাকে, নিশ্চিত করতে হবে যে, টিকেট যেন ওয়ান ওয়ে না হয়ে রিটার্ন টিকেট হয়।

*সকল এটাচমেন্টের সঙ্গে এফিডেভিড অব সাপোর্ট ফর্ম,

* এখান থকে আপনার একটি আমন্ত্রন পত্র বা স্টেটমেন্ট,

* বাংলাদেশ থেকে আপনার মা-বাবার ব্যাংকের চিঠি এবং সম্পদের মালিকানার প্রমাণ।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নিউইয়র্কে আব্দুল গাফফার চৌধুরী

মাহবুবুর রহমান



হাসি কি যাদু জানেন? মজাদার সব খাবার। ডজন আইটেম। ভাবলাম, প্রশংসা যদি হয়, হবে এ রান্নারই। হয়তো হয়েছে, অথবা হয়নি। হাসির মনে গেঁথে আছে গাফফার ভাইর অন্যকথা। কি সেই কথা?

গাফফার ভাইর সর্বশেষ নিউইয়র্ক সফর ছিল চ্যালেঞ্জিং। সম্ভবতঃ ২০১৫ সাল। এক সাংবাদিক তাঁর কোন এক বক্তব্য টুইস্ট করে যে রিপোর্ট করেন তাতে গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাঁর বিরোধীরা ঘোষণা দেন, গাফফার চৌধুরীকে নিউইয়র্কে সভা করতে দেয়া হবে না। সিটির যেখানেই হোক না কেন তারা বিক্ষোভ করবেন। জ্যাকসন হাইটসের জুইশ কমিউনিটি সেন্টারের সভা বাতিল করা হলো।

আমি তখন অবসরে। সাংবাদিকতায় সক্রিয় নই। বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের ফোনে জানালো, গাফফার ভাইর বক্তব্য লাইভ প্রচার হচ্ছে। আশা করা যায়, উত্তেজনা কমে আসবে।

এর মধ্যে গাফফার ভাইর শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থকরা ঠিক করলেন, যে কোন মূল্যে তারা একটা সভা করবেনই। বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড় দেয়া যায় না। জায়গা ঠিক হলো জেএফকে বিমানবন্দরের পাশের পাঁচ তারকা হোটেল। গোপনীয়তা রক্ষা হলো শতভাগ। মিডিয়াকে বলা হয়নি। সকাল দশটার দিকে বিশ্বাসদা (লেখক সুব্রত বিশ্বাস) আমাকে ফোন করে বললেন, এখনই যেন গন্তব্যে পৌঁছে যাই। কাউকে যেন না বলি। সভা শেষে বাইরে এসে দেখি, দলে দলে মিডিয়ার লোকজন আসছেন। আমাদের কেউ কেউ ক্যামেরার মুখোমুখি হলেন, এতক্ষণ এখানে কি কি ঘটলো, সব জানানোর অনুরোধ।

আবু তাহের ও নিয়াজ মাখদুমকে নিয়ে বাংলা পত্রিকা বের করার পর গাফফার ভাইর সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হলো। বাংলা পত্রিকা অফিসে তাঁকে নিয়ে আড্ডা হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা। নিয়াজের ঘরে রান্না করা বড় কই মাছ গাফফার ভাইর খুব পছন্দ হয়েছিল। বাংলা পত্রিকা'র বর্ষপূর্তি সংখ্যায় সে কথা উল্লেখও করেছিলেন। ওই সংখ্যায় আরো লিখেছিলেন লন্ডনে কি ভাবে আমার সাথে প্রথম দেখা হলো নাটকীয়ভাবে।

গাফফার ভাই জানিয়েছিলেন, তাঁর লেখা প্রথম ছাপা হয়েছিল প্রাচীনতম সংবাদপত্র সিলেটের যুগভেরীতে। ১৯৯৯ সালে সপরিবারে লন্ডন সফরকালে সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা ও অন্যরা আমাকে নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। ওখানে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন গাফফার ভাই।

নিউইয়র্ক এলে সাধারণত প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর এস্টোরিয়ার বাসায় উঠতেন। ওখানে সাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। আমি একাধিকবার ওখান থেকে তাঁকে আনা-নেয়া করেছি।

বাংলা পত্রিকা প্রকাশের পর সিদ্ধান্ত হয়, পত্রিকায় প্রতিথযশা কলামিস্টদের লেখা আমরা পরিবেশন করবো এবং সেগুলো 'কাট এন্ড পেস্ট' নয়, পুরোপুরি টাটকা। নতুন। সে অনুযায়ী আলাপ হলো গাফফার ভাইর সাথে। সিদ্ধান্ত হলো, সোমবার তাঁর যে লেখাটি ঢাকার ভোরের কাগজে ছাপা হবে, সে লেখাটি একই সঙ্গে বাংলা পত্রিকায়ও ছাপা হবে। বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ হয় প্রতি সোমবার। লেখা প্রতি গাফফার ভাইকে দিতে হবে পঁচিশ ডলার।

প্রায় একই ব্যবস্থায় আমরা সম্মত হই শফিক রেহমানের যায় যায় দিনের সাথে। ঢাকায় প্রকাশিত হয় মঙ্গলবার, নিউইয়র্কে সোমবার। অর্থাৎ ঢাকার কয়েক ঘন্টা আগে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয় লেখাটি।

পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করলেও বেশীদিন তা ধরে রাখতে পারিনি আমরা। লন্ডন থেকে ফ্যাক্সে আসতো লেখা। ফ্যাক্স বিভ্রাট বা যান্ত্রিক ত্রুটি হলে সে লেখাটি আর আমাদের একান্ত থাকতো না। সকলের হয়ে যেতো। যায় যায় দিনের লেখা কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকতো না। ঢাকায় বেরুনোর আগে যদি জানাজানি হয়ে যায়, এ সংখ্যায় এই এই আছে তা হলে কর্তৃপক্ষের সুবিধা হবে এটা আটকানো। লেখক চান না, ঢাকায় বেরুনোর আগে তার লেখাটি আটকে যাক।

এখন নিউইয়র্কের জ্যামাইকাতে বসবাস করি। পাঁচ বছর আগে ছিলাম ইস্ট এলমহার্স্টে। ডুপ্লেক্স বাড়ী। সুন্দর গোছানো। এর বেইসমেন্টের কাঠের কাজ কবি হেলাল হাফিজের খুব পছন্দ হয়েছিল। বলেছিলেন, মাহবুব ভাই, এ ঘরে থাকতে দিলে, ঢাকায় আর ফিরে যাবো না। বললাম, এখনই দিলাম। উত্তরে শুধু হাসলেন। উনিশ বছর পর সে বাড়ীটি বিক্রি করে জ্যামাইকায় চলে আসি ২০১৭ সালে।

ইস্ট এলমহার্স্টের এ বাড়ীতে গাফফার ভাইকে নিয়ে এক মনোরম সন্ধ্যা কাটানোর স্মৃতি আজো জ্বল জ্বল করছে। হাসি মজাদার অনেক খাবার তৈরী করেছেন। গাফফার ভাইর সাথে আছেন বাদশা ভাই (মরহুম আমিনুল হক বাদশা, বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব)। তাঁরা দু'জন এক সাথে হজ্জব্রত পালন করেছেন। হজ্ব ও সৌদির অনেক গল্প তাঁদের কাছে শুনেছি। সে রাতে আরো ছিলেন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ ও ভাবী, সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, নাট্যশিল্পী লুৎফুন্নাহার লতা, মেজর (অবঃ) নাসিরউদ্দিন, হাসির ভাগ্নে জিয়া শাওন ও তার স্ত্রী শামসুন্নাহার মনি প্রমূখ। আড্ডা আর গল্পগুজবে কি ভাবে মধ্যরাত পেরিয়ে যায় টেরই পাইনি।

দু'এক দিন পর গাফফার ভাইকে নিয়ে একই ধরনের আড্ডা জমে উঠে লুৎফুন্নাহার লতার বাসায়। এর সঙ্গে ছিল সুস্বাদু রকমারি খাবার।

গাফফার ভাই হাসিকে নিয়ে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে আমি মোটেও অবাক বা অপ্রস্তুত ছিলাম না। এ প্রশ্নে অভ্যস্ত আমি। আরো মুখোমুখি হয়েছি। বিশেষ করে ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কর্মীর কাছ থেকে। বরঞ্চ হাসি হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন। একবার এক ডাক্তার হাসিকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, আপনার 'মেয়ে'কে সব বুঝিয়ে বলেছি। আরেকবার এক স্বাস্থ্যকর্মী কিছু ওষুধ ও খাবার হাসির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ধরুন, এগুলো আপনার 'পিতা'র।

গাফফার ভাই জিজ্ঞেস করলেন, মাহবুব ভাই, ভাবী কি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী?

মাথা নেড়ে বললাম 'না'।

কি করবো। আমিতো কাঙ্গালিনী সুফিয়ার মতো গাইতে পারি না 'তোর কারণে 'বুড়া' হইলাম রে'। আব্দুল গাফফার চৌধুরী অমরত্ব লাভ করবেন তাঁর একুশের গানের জন্য। আমি তাঁর বেহেশত কামনা করি।

নিউইয়র্ক।



বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতার পরাজয়



মো. জাকির হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিম্নগামী। এ নিয়ে আমরা হা-পিত্যেশ করছি। লেখালেখি হচ্ছে। সেমিনার, টক শো করছি। তর্ক-বিতর্ক চলছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে নীতি-নৈতিকতা লাইফ সাপোর্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে সে বিষয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগী। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এই প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির ভয়ংকর চিত্র বেরিয়ে এসেছে। মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদন মতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০ খাতে বিধিবহির্ভূত আর্থিক সুবিধা নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে সব কটিকে দুর্নীতি মানতে নারাজ।

যেমন–সরকারের বিভিন্ন অফিসে কর্মরতদের টেলিফোন-মোবাইল-ইন্টারনেট ভাতা দেওয়ার নিয়ম আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে টেলিফোন-মোবাইল-ইন্টারনেট ভাতা দেওয়া হলে তা দুর্নীতি হবে কেন? বিচারক ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাকে সরকারি কোষাগার থেকে ল্যাপটপ, ট্যাব, গাড়ি ও গাড়ির জ্বালানিসহ নানা ভাতা ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দেওয়ার বিধান আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে ল্যাপটপ, ট্যাব, গাড়ি বা গাড়ির জ্বালানি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা–এ সব কোনো কিছু দেওয়ার বিধান নেই। তাহলে শুধু বই ভাতা দেওয়া হলে তা দুর্নীতি হবে কোন যুক্তিতে? প্রতিবেদনে সিটি করপোরেশনের বাইরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-জনবলকে সিটি করপোরেশনের হিসাবে বাড়িভাড়া প্রদানকে দুর্নীতির খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের বাইরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাবে শিক্ষক-জনবলকে বাসস্থান দিতে না পারলে তাঁরা যদি সিটি করপোরেশন এলাকার মধ্যে বাড়িভাড়া করে থাকেন, তাহলে সিটি করপোরেশনের হিসাবে বাড়িভাড়া প্রদান দুর্নীতি কেন হবে? বিশ্ববিদ্যালয় মফস্বলে কিন্তু বাসস্থান তো মফস্বলে নয়। সিটি করপোরেশন এলাকার মধ্যে বাড়িভাড়া করার কারণে তাঁদের তো মফস্বল এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে বাড়িভাড়া পরিশোধ করতে হচ্ছে। তবে বেশ কিছু খাতে অর্থ ব্যয় অবশ্যই দুর্নীতি। বেতনের বাইরে নানা নামে উপাচার্য হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইসলামী, খুলনা, শেরেবাংলা কৃষি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি, খুলনা কৃষি, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটের উপাচার্যরা কেউ বিশেষ ভাতা, কেউ বা দায়িত্ব ভাতার নামে বেতনের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ হারে অর্থ নিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপাচার্যদের নিয়োগপত্র দেখেছি। নিয়োগপত্রের শর্ত অনুযায়ী বেতনের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ হারে অর্থ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। বাংলো থাকার পরও কিংবা বাংলোতে বসবাস সত্ত্বেও উপাচার্যকে বাড়িভাড়া দেওয়া হয় চট্টগ্রাম, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রকাশ, ইউজিসির উল্লিখিত অনুসন্ধানে গংখং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি বেরিয়ে এসেছে। এর বাইরে নিয়োগ, নির্মাণ, সংস্কারসহ আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম আছে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আয় বাজেটে দেখানো হয় না। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় এবং টেন্ডার ছাড়া কেনাকাটা এবং পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের বড় একটি খাত হচ্ছে ঢাকায় রেস্টহাউস বা লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন। উপাচার্যরা ঢাকার বাইরে না যাওয়ার লক্ষ্যে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে এগুলো স্থাপন করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক শ্রেণির ভিসি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন বলে প্রতিবেদনে প্রকাশ। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ রয়েছে যে



উপাচার্যরা এতটাই বেপরোয়া যে তাঁদের সরকার স্পর্শ করতে পারবে না এমন কথাও প্রকাশ্যে বলে থাকেন।

শুধু আর্থিক দুর্নীতির কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতা দীনহীন হচ্ছে এমনটি নয়। হামেশাই যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্লাস না নেওয়া এখন আর অন্যায় হিসেবে পরিগণিত হয় না। ক্লাস না নেওয়া কিংবা নামমাত্র ক্লাস নেওয়া শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে এটি ক্রমেই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এটি আর এখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিরিয়াস কোনো বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। বরং ক্লাস না নেওয়া কিংবা সারা বছরে কয়েকবার মাত্র ক্লাসে যাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছেন। আমাদের নৈতিকতার অনুভূতিগুলো যে অকেজো-অচল হয়ে পড়ছে এটি তারই ইঙ্গিত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-নৈতিকতা সাধারণভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। কভিড মহামারির কারণে অন্য অনেক কিছুর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে অনলাইন ক্লাস-পরীক্ষা চালু হলেও আমাদের বিরাজমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন শিক্ষা খুব কার্যকর ছিল তা বলার সুযোগ নেই। যাই হোক, মহামারির অভিশাপ কাটিয়ে সরাসরি ক্লাস-পরীক্ষা চালুর নির্দেশনা জারি হলো, সরাসরি ক্লাস-পরীক্ষা শুরুও হলো। কিন্তু কিছু শিক্ষক কিছুদিন সরাসরি ক্লাস নিয়ে নির্দেশনা অমান্য করে অনলাইন ক্লাস শুরু করলেন। ফলে যেসব শিক্ষক আইন মেনে সরাসরি ক্লাস চালিয়ে যেতে চাইলেন, তাঁদের ক্লাস শিক্ষার্থীশূন্য হয়ে পড়ল। তার মানে, আইন মান্যতার চেয়ে অমান্যতা গ্রহণযোগ্য হলো। এটা অনেকটা অর্থনীতিতে গ্রেশামের 'খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়' নীতির মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখি অন্যায়-অনিয়ম-অনাচারের বিরুদ্ধে যৌবনের দ্রোহ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে হার মানছে। আরেকটি উদাহরণ দিই, কয়েকজন শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্য শিক্ষকের ক্রমাগত সম্মানহানি করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। বিষয়টি শিক্ষকদের সভায় একাধিকবার উত্থাপিতও হয়েছে। এর পরও কিছু শিক্ষক বিদ্বেষের কারণে কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ওই অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের অনুসারী। 'দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য'–এই নীতিকথা এখন নির্বাসিত। তার মানে, শিক্ষায় অন্যায় কাজকে যেমন শিক্ষার্থীরা প্রশ্রয় দিচ্ছে, তেমনি অপরাধী শিক্ষকের সহযোগী হয়ে যাচ্ছেন এক দল শিক্ষক। আইন না মানা কিংবা অপরাধপ্রবণতার প্রতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ঝুঁকে পড়ার এই প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিকতার কতটুকু সর্বনাশ হয়েছে তা জানান দিচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চাশে বাংলাদেশ : অতীত-বর্তমান এবং চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বক্তৃতায় খ্যাতনামা লেখক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিক্ষাব্যবস্থার দীনতা ও দুর্বলতা নিয়ে বেশ কিছু সত্য কথা উচ্চারণ করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজির কথা বলেছেন। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে যে দলাদলি আছে, তা-ও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধু দলাদলি নয়, দলের ভেতরে উপদল আছে। আরো বলেছেন, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ক্ষমতাসীন দলের পাল্লা ভারী। ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষক সমিতির নির্বাচনেও তাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হয়ে আসেন। এর পরও দলাদলি, দলবাজি ও দালালি বন্ধ হয় না বলে উল্লেখ করেছেন। কে কাকে কিভাবে ল্যাং মারবেন, সেই চেষ্টায় থাকেন। অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বর্ণনা হিমশৈলীর চূড়া মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞানার্জনের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সত্যিকার মানুষ গড়ার কারখানাও বটে। মানুষের প্রত্যাশা, বিশ্ববিদ্যালয় এমন মানুষ তৈরি করবে, যাদের জ্ঞান-দক্ষতার পাশাপাশি থাকবে নীতি, আদর্শ, দেশপ্রেম, মানবতা, রুচি, মূল্যবোধসহ অন্য গুণাবলি। আর তা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথা মানুষ গড়ার কারিগরদের হতে হবে নীতি-আদর্শের দিক দিয়ে একেকজন অনুকরণীয় মানুষ। আর বাস্তবে কী দেখছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি-অপরাধের বিস্তর অভিযোগ উঠছে। তাহলে এই শিক্ষকরা আদর্শ মানুষ তৈরি করবেন কিভাবে? বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষ দেখতে চায় নীতি-নৈতিকতার অফুরন্ত উৎস হিসেবে। সমাজ থেকে অন্যায়-দুর্নীতির অন্ধকার দূরীভূত করার বাতিঘর হিসেবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই হয়ে পড়ছে দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচারের আখড়া। আর এভাবেই নীতি-নৈতিকতা ক্রমেই ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? উত্তরণের উপায় কী? বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে রাষ্ট্রের ভেতরে আরেক রাষ্ট্র। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা বোঝাতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নারীকে পুরুষ আর পুরুষকে নারী বানানো ব্যতীত সবই করতে পারে। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বিশেষ করে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যরা এতটাই ক্ষমতাধর যে তাঁদের ক্ষমতাও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো। আইনে যা-ই থাকুক, বাস্তবে স্বায়ত্তশাসনের নামে আসলে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও তাঁদের পারিষদবর্গের শাসন চলে। নিয়োগ পাওয়ার পর উপাচার্য মহোদয় প্রথমেই খুঁজে বের করেন এমন সব শিক্ষক-কর্মকর্তাকে যাঁরা তাঁর সব কাজে শতভাগ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। এরপর তিনি এই অনুগতদের বিভিন্ন পদে বসান। পরিবর্তন আনেন বিভিন্ন নিয়োগ বোর্ডে, তাতেও নিজের পছন্দের লোকদের নিযুক্ত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি সিন্ডিকেট, সিনেটসহ সব পর্ষদে শতভাগ অনুগত লোকদের নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন পর্ষদে রাষ্ট্রপতির কোটায় মনোনয়নের জন্য যাঁদের তালিকা পাঠানো হয় তাঁরাও উপাচার্যের একান্ত পছন্দের ব্যক্তি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও তাঁদের পারিষদবর্গের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অঙ্গুলি হেলনে। আর এভাবেই তৈরি হয় জবাবদিহিহীন ভয়ংকর এক পরিবেশ।

এমন পরিবেশেই তো দুর্নীতির বিষবৃক্ষ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। এমন বৈরী পরিবেশে নীতি-নৈতিকতা শ্রীহীন হয়ে পড়ে। দুর্নীতি, অন্যায়, অনিয়ম, অনাচার, অনৈতিকতা সংক্রামক ব্যাধির মতো। দ্রুত প্রতিরোধ করা না গেলে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। কোনো কোনো উপাচার্য মূল্যবোধের এত নিচে নেমে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম মানদণ্ড এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলছেন যে পরবর্তী উপাচার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়বে। এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কারা উপাচার্য, উপ-উপাচার্য নিয়োগ পাচ্ছেন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জবাবদিহির পর্ষদগুলো যাতে শতভাগ অনুগত তেলবাজদের দ্বারা পূর্ণ না হয় সে ব্যবস্থা করাও জরুরি।

আশার কথা, এখনো বেশির ভাগ শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন। অনেকেই সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করছেন। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সততা ও নৈতিকতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রেখেছেন। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক এখনো সাহস করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন। সংখ্যায় অতি অল্প হলেও কয়েকজন উপাচার্য স্রোতের বিপরীতে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অভিভাবকের সংখ্যা যত বাড়বে নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিও তত শক্ত হবে।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কি পরাশক্তির যুদ্ধের বলি হবে

ঝৌ ইংমেং

যুগোস্লাভিয়ার জনগণের ওপর ন্যাটোর বোমা হামলার ২৩ বছর পূর্তিতে গত ২৩ মার্চ সার্বিয়ার হাজার হাজার মানুষ অশ্রুসজল চোখে মোমবাতি প্রজ্বালন করে। বাস্তবিক অর্থে চীনও এ যুদ্ধের শিকার। ১৯৯৯ সালের ৭ মে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট যুগোস্লাভিয়ার চীনা দূতাবাসে বোমা হামলা করে তিন চীনা সাংবাদিককে হত্যা করে এবং এ হামলায় ২০ জনেরও বেশি চীনা কূটনীতিক আহত হন। তবে এটা বেশ বিভ্রান্তিকর যে ইউরোপ ও আমেরিকার সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও মতামোড়লদের উল্লেখযোগ্য অংশ নির্লজ্জভাবে ১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ায় হামলার পক্ষে যুক্তি দেখায় এবং 'ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপ'-এর কৌশলটির মাধ্যমে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য গর্বের সঙ্গে ন্যাটোর ভূমিকাকে সমর্থন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন 'কনটেইনমেন্ট' কৌশলের জনক জর্জ এফ কেনান ১৯৯৭ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি নিবন্ধে এ মর্মে সতর্ক করেন যে 'ন্যাটোর সম্প্রসারণ পুরো স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী যুগে আমেরিকান নীতির সবচেয়ে প্রকট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' কেননা তিনি আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন ন্যাটোর ভূমিকা কী হতে পারে এবং এ বিষয়টি এখন একটি কঠিন বাস্তবতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ইউরোপের এই নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থাকে একসময় এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বাকি দেশগুলোর জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা হতো; কিন্তু আজ এ বিষয়টি শান্তি ও ঐক্য বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউক্রেন সংকট বিশ্বকে দেখিয়েছে, সংকটের সূত্রপাত হয়েছে অনেক আগেই। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে মোকাবেলা করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ন্যাটোর দিকে ঝুঁকেছেন। অথচ বর্তমানের পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় বলা যায়, অতীতে সংকটের সমাধান না করাটাই বর্তমানের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেনরি কিসিঞ্জার, উইলিয়াম বার্নস, ম্যালকম ফ্রেজার, জ্যাক ম্যাটলক, এডওয়ার্ড লুটওয়াক, ওয়েন হ্যারিস, স্যাম নান, পল নিজে, উইলিয়াম পেরিসহ নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদরা ন্যাটোর সম্প্রসারণ এবং ইউক্রেনের ন্যাটোর সদস্য পদ লাভের বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯৯৯ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে লেখা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন 'কনটেনমেন্ট' কৌশলের জনক জর্জ এফ কেনানের সতর্কবার্তা ছিল, ন্যাটো সম্প্রসারণ করা স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী যুগে আমেরিকান নীতির সবচেয়ে প্রকট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেটি এখন সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্ব শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কেনান ও কিসিঞ্জারের মতো উদারপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বাস্তববাদীরা ইউক্রেনকে ন্যাটোর বাইরে রাখার পক্ষে ছিলেন; একই সঙ্গে একটি যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শক্তিধর দেশগুলো বিভক্ত হতে পারে এমন পরিস্থিতি এড়াতে তাঁরা এ অনুরোধ করেন। কারণ এতে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলো দুটি জোটে ভাগ হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর এর ন্যাটো মিত্রদের রাশিয়া ও চীনের মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করাবে। দায়িত্ব গ্রহণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন 'তাদের জোটকে পুনর্গঠন এবং আবারও বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন', কিন্তু বর্তমানে এই সংকট নিরসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ অবস্থান প্রত্যক্ষ করে এটি বিশ্বের জন্য দিবাস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

ইউক্রেন সংকট এখন বহু হুমকির কারণ। এটি ইউরোপজুড়ে শান্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশলগত লক্ষ্যগুলোকে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পুতিন একটি সতর্কবাণী জারি করে বলেন, যে দেশগুলো রাশিয়ার বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারা এমন পরিণতির মুখোমুখি হবে, 'যা কেউ ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে মুখোমুখি হয়নি।' এটি বাল্টিক অঞ্চলের নতুন ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোসহ ইউরোপের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইডেন এর আগে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, 'ইউক্রেনে যুদ্ধ করার জন্য আমেরিকান সেনা পাঠানোর কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না' এবং তিনি আরো বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের সরকারকে সামরিক সরঞ্জাম, বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাতে তারা যেকোনো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।' এর মাধ্যমে তিনি একটি সুস্পষ্ট বার্তা প্রদান করেন যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সঙ্গে মিলে ন্যাটো অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করবে।' সুতরাং তিনি যদি ন্যাটো অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করতে চান, তাহলে এটি ভিলনিয়াস, রিগা ও তালিনের মতো বাল্টিক রাজ্যগুলোকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি শুরু করবে। যুক্তরাষ্ট্র কি এ ঝুঁকি গ্রহণ করবে?

তাহলে এ পরিস্থিতি এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য কী কী জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে? সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার দিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং এখন তথাকথিত ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের সূচনা করছে? এখন তারা কোয়াড নামে 'এশিয়ান ন্যাটো' প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ পদক্ষেপগুলো বিশ্বকে ক্রমবর্ধমান দুটি শিবিরে বিভক্ত করে তুলছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে থাকা বা না থাকার প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। একটি আফ্রিকান প্রবাদ রয়েছে–'বড়রা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন ছোটরাই এর ভুক্তভোগী হয়।' এখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে যে তাদের অঞ্চলটি কি বড়দের লড়াইয়ের তীর্থস্থান হবে কি না।

লেখক: ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক। ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব বাংলাদেশ স্টাডিজের পরিচালক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

শতফুল ফুটতে দাও

শিক্ষায় বয়স কোনো বাধা হতে পারে না

ড. মাহবুব উল্লাহ

লেখাপড়ার কি বয়স আছে? আমরা জানি, যতদিন চোখের জ্যোতি এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকে ততদিন জ্ঞানসাধকরা বই পড়েন এবং বই লিখেন। এ রকম ঘটনা নিজ চোখে একাধিকবার দেখেছি। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ছিলাম, তখন প্রয়োজন ছিল শতভাগ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করা। এর জন্য উত্তম স্থান ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি।

সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য পড়ার টেবিলটি দুই দিকে দৃষ্টি রেখে পড়া যায় এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল। টেবিলের মাঝখানে ছিল একটি কাঠের দেয়াল। এ টেবিলের দুই দিকে দুজন শিক্ষার্থীর পড়ার ব্যবস্থা ছিল। লাইব্রেরির ভেতরকার পরিবেশটি এমন ছিল যে, কেউ কোনোরকম গল্প করত না। সবাই শতভাগ মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করত। সবাই যখন মনোযোগ দিয়ে পড়ছে তখন আমার মনোযোগ ভিন্ন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার তাড়নাবোধ করত না।

ক্ষুধা পেলে নিচতলায় ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে হালকা কিছু খাওয়ার সুবিধা ছিল। তবে লাইব্রেরিতে পড়তে গিয়ে বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতাম চা কিংবা কফির। ক্যাফেটেরিয়া থেকে ডিসপোজেবল কনটেইনারে চা কিংবা কফি নিয়ে পড়ার টেবিলে বসা যেত। কিছুক্ষণ পরপর পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা ডিসপোজেবল কনটেইনারগুলো ঝুড়িতে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসত।

একদিন লক্ষ করলাম, ৮০ বছরেরও উর্ধ্ববয়সি একজন নারী আমার কাছের টেবিলটিতে পড়াশোনা করছিলেন। বয়সের কারণে তার চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। আমি আমার কৌতূহল দমন করতে পারছিলাম না। ওই মহিলার কাছ থেকে অনধিকার চর্চার জন্য ভর্ৎসনার শিকার হতে পারি বুঝেও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এই বয়সে এ লাইব্রেরিতে কেন পড়তে এলেন?

মহিলা আনন্দচিত্তে আমার আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে বললেন, আমি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছি। আমি এখনো কর্মক্ষম, যদিও আমার বয়স অনেক আগেই ৮০ বছর অতিক্রম করেছে। মহিলা আরও বললেন, বার্ধ্যক্যের একাকিত্ব ঘোচাতে এবং অর্থবহ কিছু কাজ করে আনন্দ লাভের জন্যই এখন আমি পিএইচডির কাজ করছি। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আশির দশকের শেষ দিকে দিল্লিতে গিয়েছিলেন আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার এক সেমিনারে।

তার আগমনের খবর পেয়ে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ছুটে গেলাম তার হোটেলে। সেই সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন একজন ব্রিটিশ প্রফেসর। তিনি ছিলেন নবতিপর একজন মানুষ। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাকে জানালেন, এই প্রফেসর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর তখন পর্যন্ত ২৪ খন্ড রচনা শেষ করেছেন। তিনি আরও ছয় খন্ড রচনার কাজ করছিলেন। নবতিপর এই প্রফেসরের নাম আমি স্মরণ করতে পারছি না। নবতিপর এই প্রফেসর তার কোমর নব্বই ডিগ্রি বাঁকিয়ে হাঁটছিলেন। হাতে অবশ্য একটি লাঠি ছিল। বয়সের কারণে তিনি বাঁকা হয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার মুখমন্ডল ছিল সজীব এবং আলাপ-আলোচনায় তিনি ছিলেন সপ্রতিভ। এমআইটির প্রফেসর নোয়াম চমস্কির অনেক বয়স হয়েছে।

ইদানীংকালে ইউটিউবে প্রফেসর নোয়াম চমস্কির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা শোনা ও দেখা যায়। মন ও মেধা শক্তির দিক থেকে তিনি বেশ সজীব। চমস্কি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষ বয়সে এসে তার চিন্তাভাবনা উঠে আসে আলাপচারিতার মাধ্যমে। তার আলাপ-আলোচনাগুলো রেকর্ড করে রাখেন তার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা। তার রেকর্ড করা কথাগুলো পরবর্তীকালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্মুক্ত সমাজে চমস্কিকে তার লেখাজোখার জন্য বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। নামকরা পাবলিশিং হাউজগুলো তার লেখা ছাপাতে চায় না। কারণ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির একজন কড়া সমালোচক। বিশ্ব পরিসরে তিনি একজন বিশিষ্ট পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল। চমস্কি তার এক লেখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত বনেদি পাবলিশাররা তার বই ছাপাতে চায় না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ যেন বাংলাদেশ, যেখানে একটি বিশেষ দেশের অনুরাগী না হলে কারোর পক্ষে বুদ্ধিজীবী পরিচয় পাওয়া বেশ কঠিন। প্রবল ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে ৫৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছেন বেলায়েত শেখ। খবরের কাগজে পড়লাম, বেলায়েতকে আমেরিকান দূতাবাস শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বেলায়েত শেখের প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আমেরিকান দূতাবাস।

গত রোববার সন্ধ্যায় ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বেলায়েত শেখকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এতে বলা হয়, বেলায়েত শেখের মতো যেসব বয়স্ক শিক্ষার্থী স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত হননি এবং বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে চান, যুক্তরাষ্ট্র তাদের শুভেচ্ছা জানায়।

বেলায়েত তিন সন্তানের জনক। আগামী ১১ জুন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে তিনি উচ্চশিক্ষার পথে হাঁটতে পারেননি। মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে বলা হয়, গাজীপুরের মাওনার বেলায়েত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক রীতিবহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেননি। গত বছর তিনি এইচএসসি পাস করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা চালানোর জন্য অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা নেই বললেই চলে। সেসব দেশে পদার্থবিদ্যা পড়লেও অর্থনীতিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সাধারণভাবে কোনো বাধা নেই।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জে. আর. হিকস পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হন। এরপর তিনি অর্থনীতিতে পড়াশোনা করলেন এবং নোবেল প্রাইজও পেলেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড অর্থনীতি পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি। পরবর্তীকালে তিনি পদার্থবিদ্যায় পড়াশোনা করেন এবং একই বিষয়ে নোবেল প্রাইজও পান।

আমি পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিতের কথা জানি, যারা কোনো একটি বিষয়ের শিক্ষার্থী হলেও অন্য একটি বিষয়ে পড়াশোনা করে সর্বোচ্চ মেধার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এমন সব বাধার বিন্ধ্যাচল রয়েছে যার জন্য একজন মানুষ তার প্রতিভা ও মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে না।

জ্ঞানের রাজ্য তখনই সমৃদ্ধ হয়, যখন প্রতিভা ও মেধার মধ্যে মুক্ত প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে। উচ্চশিক্ষার পথে বিভিন্ন কায়দায় রোড ব্লক স্থাপন করে শিক্ষাটাকেই অর্থহীন করে ফেলা হচ্ছে। জানি না কবে এ দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা প্রতিবন্ধকতামুক্ত হবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মাংকিপক্সে আতঙ্ক নয়, সতর্ক হতে হবে

ডা. কামরুল হাসান খান

করোনাভাইরাসের তান্ডব যেতে না যেতেই বিশ্বজুড়ে মাংকিপক্সের সংক্রমণ শুরু হয়েছে। বিস্তার বাড়ছে। ২৫ মে পর্যন্ত ২১ দেশে রোগী শনাক্ত হওয়ার খবর এসেছে। এর আগেই রোগটি নিয়ে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। সংস্থার আশঙ্কা, বিশ্বজুড়ে রোগটির প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মাংকিপক্সের বিস্তার যাতে কমানো যায় সে বিষয়ে সামনের দিনগুলোতে তারা নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে। ডাব্লিউএইচওর মতে, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য নির্দেশ করছে, এই রোগ মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। লক্ষণ আছে এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে এটি হচ্ছে।

মাংকিপক্স এমন এক সংক্রামক রোগ; যার উপসর্গ সাধারণত মৃদু। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এ রোগের উৎপত্তি। এটি গুটিবসন্তের জন্য দায়ী ভাইরাসের পরিবা-রভুক্ত। তবে গুটিবসন্তের চেয়ে লক্ষণ মৃদু। মাংকিপক্সে আক্রান্ত হলে সাধারণভাবে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না। ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রোগী সেরে ওঠে। কিন্তু সংখ্যাগত দিক থেকে কম হলেও মাংকিপক্স প্রাণঘাতী হতে পারে।

মাংকিপক্স যেহেতু শারীরিক সংস্পর্শে আসার কারণে ছড়ায়, তাই স্বেচ্ছা আইসোলেশন কিংবা স্বাস্থ্যবিধি মানার মাধ্যমে এটির বিস্তার সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

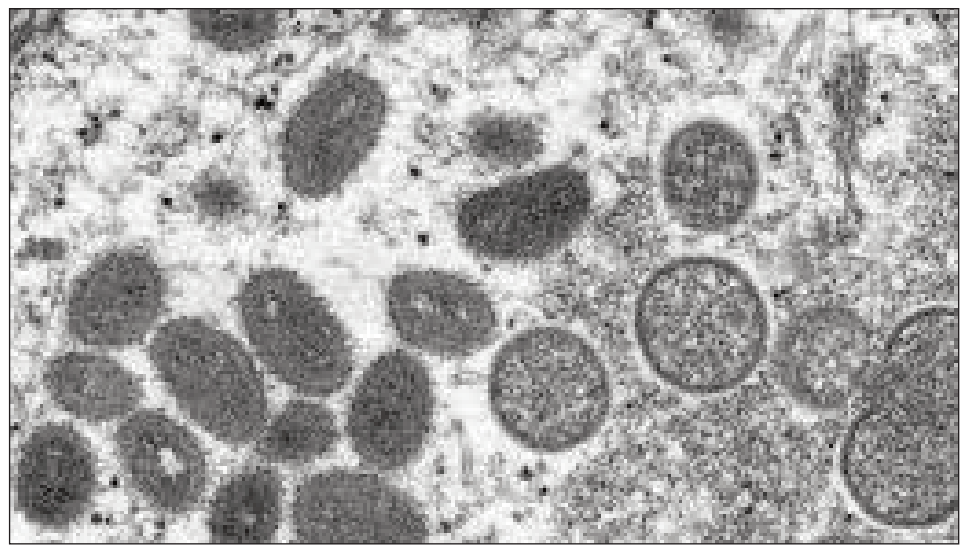
ডাব্লিউএইচওর সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডেভিড হেম্যান বলেন, 'মনে হচ্ছে, এটি যৌন সংক্রমণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে, বিশেষ করে প্রজনন অঙ্গের মাধ্যমে। এটা যৌনবাহিত রোগের মতোই সংক্রমিত হচ্ছে, যা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী।'

মানবদেহে মাংকিপক্স প্রথম শনাক্ত করা হয় ১৯৭০ সালে জায়ারে। দেশটি এখন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো নামে পরিচিত। সেখানে ৯ বছর বয়সী এক শিশুর এই রোগ শনাক্ত হয়। এর দুই বছর আগেই দেশটি থেকে গুটিবসন্ত বিদায় নিয়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭০ সালের পর থেকে আফ্রিকার ১১টি দেশে মাংকিপক্স ছড়িয়ে পড়ে। দেশগুলো হচ্ছে বেনিন, ক্যামেরুন, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, গ্যাবন, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া, রিপাবলিক অব কঙ্গো, সিয়েরা লিওন ও সাউথ সুদান। ২০০৩ সালে আফ্রিকার বাইরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এই রোগ শনাক্ত হয়। মাংকিপক্সের সবচেয়ে বড় প্রকোপ দেখা দেয় নাইজেরিয়ায়, ২০১৭ সালে। সে দেশে মাংকিপক্সের প্রথম কেস ধরা পড়ার ৪০ বছর পর। এতে ১৭২ জন আক্রান্ত হয়।

মাংকিপক্সের বৈশিষ্ট্য

এই রোগ ছড়ায় মাংকিপক্স নামের এক ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি অনেকটা জলবসন্তের ভাইরাসের মতো। তবে এর ক্ষতিকারক প্রভাব কম এবং এর সংক্রমণের হারও কম। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। মাংকিপক্স দুই ধরনের হয়ে থাকে–মধ্য আফ্রিকান ও পশ্চিম আফ্রিকান।



ব্রিটেনে এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন যে দুই ব্যক্তি তাঁরা সম্প্রতি নাইজেরিয়া সফর করেছেন। তাঁরা সম্ভবত পশ্চিম আফ্রিকান ধরনের মাংকিপক্সে আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

মাংকিপক্সের উপসর্গ

তৃতীয় যে ব্যক্তি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। তিনি রোগীদের কাছ থেকে এই ভাইরাস পেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এই রোগের প্রাথমিক উপসর্গ হচ্ছে জ্বর, মাথা ব্যথা, হাড়ের জয়েন্ট ও মাংসপেশিতে ব্যথা এবং দেহে অবসাদ।

জ্বর শুরু হওয়ার পর দেহে গুটি দেখা দেয়। এসব গুটি শুরুতে দেখা দেয় মুখে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে হাত ও পায়ের পাতাসহ দেহের সব জায়গায়।

এই গুটির জন্য রোগীর দেহে খুব চুলকানি হয়। পরে গুটি থেকে ক্ষত দেখা দেয়। গুটিবসন্তের মতোই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও দেহে এসব ক্ষতচিহ্ন রয়ে যায়। রোগ দেখা দেওয়ার ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য হয়।

যেভাবে ছড়ায়

সংক্রমিত রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থেকে এই ভাইরাস ছড়ায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে, ত্বকের ক্ষত থেকে এবং নাক, মুখ ও চোখের ভেতর দিয়ে এই ভাইরাস মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

বানর, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, এমনকি মাংকিপক্সে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত বিছানাপত্র থেকেও এই ভাইরাস অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে।

কতটা বিপজ্জনক এই মাংকিপক্স

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের প্রভাব বেশ মৃদু। এর বৈশিষ্ট্য জলবসন্তের মতোই এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মাংকিপক্সের চিকিৎসা

এই ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে যেকোনো প্রাদুর্ভাবের মতোই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে এর প্রকোপ রোধ করা যায়।

মাংকিপক্স নিয়ে শঙ্কার কিছু নেই

ব্যাপক হারে ছড়িয়ে না পড়লে এই ভাইরাস নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

ইংল্যান্ডের পাবলিক হেলথ বিভাগের কর্মকর্তা ড. নিক ফিন বলেন, এটা বুঝতে হবে যে মাংকিপক্সের ভাইরাস খুব সহজে মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে না। সে কারণেই এখন পর্যন্ত মাংকিপক্স নিয়ে শঙ্কার কিছু নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সতর্কতা

বাংলাদেশে মাংকিপক্সের জীবাণুর প্রবেশ ঠেকাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সব আন্তর্জাতিক বিমান, নৌ ও স্থলবন্দরে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে এটা নিয়ে আপাতত আতঙ্কের কিছু নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

এরই মধ্যে দেশের সব বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরকে এ ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অসুস্থ কোনো ব্যক্তি কিংবা সন্দেহভাজন কেউ নজরে এলে তাকে শনাক্ত করে আইসোলেশনে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। একই সঙ্গে দ্রুত তাকে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। মাংকিপক্স ঠেকাতে ভারতের বিমানবন্দরগুলোতে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে আমাদের সবার সতর্কতাই মাংকিপক্সকে দূরে রাখতে পারে এবং এর বিস্তারে বাধা হয়ে থাকবে। যেকোনো রোগই আমাদের কিছু না কিছু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা যত মৃদুই হোক না, সে সুযোগটা যেন না দিই।

লেখক: অধ্যাপক ও সাবেক উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

ন্যাড়া ক'বার বেলতলা যায়!

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

প্রকাশিত তথ্য মোতাবেক ইভিএমকে অগ্রাধিকারে রেখেই ভোটের কৌশল নির্ণয় করছে আওয়ামী লীগ। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীতিনির্ধারণী বক্তব্য দেয়ার পর যেন একটি রাজনৈতিক কালবৈশাখী বয়ে গেল। আওয়ামী লীগের ছলা-বলা-কলা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না। পুরনো কৌশলগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই নতুন কৌশলের ফন্দিফিকিরে আছে আওয়ামী লীগ- তাবৎ মানুষের এ রকম ধারণা।

একজন পর্যবেক্ষকের মন্তব্য- স্বাভাবিকভাবে মানুষ যা চিন্তা করে বা স্বাভাবিক পন্থায় যা হতে পারে তার হয়তো কূলকিনারা পাওয়া যায়; কিন্তু বিষয়টি যদি অসম্ভব ও অস্বাভাবিকভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহলে স্বাভাবিক চিন্তা ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। ইভিএম স্ট্র্যাটেজির কথা বলে আওয়ামী লীগ খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে- মন্তব্য সুধী মহলের। উস্তাদের মার নাকি বিহান রাতে! নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে ইভিএম স্ট্র্যাটেজির কথা বললে হয়তো বা পার পাওয়া যেত। এখন এত আগে বলে এত না জঞ্জাল আমদানি করেছে আওয়ামী লীগ। আগামী ১৫ মাসে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী হয় বলা মুশ-কিল। আর আওয়ামী লীগের মতো দল অবশেষে কী বুদ্ধি আবিষ্কার করে তাও বোঝা খুব কঠিন। এইচ টি ইমামের মতো নির্বাচন প্রকৌশলের আরো অনেক হর্তা-কর্তা-বিধাতা এখনো আওয়ামী লীগে বেশুমার। তবে যত সহজে অতীতে পার পাওয়া গেছে, এবার তা হয়তো হবে না।

মানুষ এবার আশাবাদী- কিছু একটা হবে। আর রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে ক্রমেই একাট্টা হচ্ছে তাতে আশাবাদ আরো বাড়ছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর বড় ধরনের না এর কথা আমরা জানি। তারা নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রয়েছে। অপর দিকে ডান-বামের ছোট দলগুলো ছোট ছোট জোট করছে। এটি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার শুভ লক্ষণ। ইতোমধ্যে সরকারবিরোধী নতুন মোর্চা গঠনে সাত বাম দলের বৈঠক হয়েছে। ডান দলগুলো প্রতি সপ্তাহে প্রেসক্লাবে ঐক্যের মহড়া দিচ্ছে। আর পর্দার অন্তরালে অঘটন ঘটন পটীয়সী আওয়ামী লীগের সুনাম আছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন চিন্তা করেছিল আওয়ামী লীগ। এখন বিদেশের প্রভাবশালী মহলের চাপে এবং সমাজের অভ্যন্তরের তীব্র ক্ষুব্ধ মানসিকতা লক্ষ করে আওয়ামী লীগ রণকৌশল পাল্টে দিয়েছে। এখন তারা বিএনপিকে নিয়েই নির্বাচন করতে চায়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, বিরোধী দলকে আশ্বস্ত করার মতো কিছু কৌশল আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন- সে দিন ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিরোধী দল তাদের মিটিং মিছিল সমাবেশ স্বাধীনভাবে করুক। আমাদের তরফ থেকে বাধা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য সরকারের এ নীতিগত সিদ্ধান্ত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা হামলা-মামলার পুনরাবৃত্তি দেখছি। হতে পারে এরকম যে, 'রাজা যা বলে পারিষদ বলে তার শতগুণ'। খন্দকার মোশররফ হোসেনের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে হামলা এবং ২০ দলীয় জোট নেতা রেদওয়ান এ ক্ষেত্রে একটি



উদাহরণ। কিছু অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তা হয়তো এসব করে থাকবে।

ইভিএম প্রতিক্রিয়ায় দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এটি আওয়ামী লীগের নতুন ফন্দি। বিএনপি যদি নির্বাচনে না যায় সে ক্ষেত্রে বিএনপিকে ভেঙে একটা অংশকে নির্বাচনে আনার কৌশল করতে পারে আওয়ামী লীগ। আগের মতো কথাবার্তা হাওয়া থেকে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন- সংসদে বিএনপিকে বড় একটি অংশ দিয়ে তুষ্ট করা হবে। কেউ বলছে, বিএনপির লোকদের কেউ কেউ গোপন সমঝোতায় পৌঁছেছে। আসলে এগুলো গুজব। সর্বৈব মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিএনপির পক্ষ থেকে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে আলোচনার কোনো প্রশ্নই উঠে না। বিএনপি মহাসচিব অন্যত্র বলেছেন, আওয়ামী লীগ যে কথা বলে, কোনোদিন কখনো তারা তা রাখে না। এটা হচ্ছে তাদের চরিত্র। জনগণের সাথে তারা শুরু থেকেই প্রতারণা করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তারা প্রতারণা করছে। তারা ভদ্রলোকের মতো কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে। তারা সভা-সমাবেশ তো দূরের কথা, একটি মিলাদ করতেও দেয় না, ঈদ পুনর্মিলনীতে আক্রমণ করে, এদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারেন! আগামী নির্বাচন ইভিএমে করার বিষয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, ইভিএম তো পরে, ইলেকশনেই তো আমরা যাবো না যদি শেখ হাসিনা সরকারে থাকেন।

প্রথমত, নীতিগতভাবে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল। বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ইভিএম প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রধান বিরোধী দলের সুরে সুর মিলিয়ে সবাই এখন বলছে, ক্ষমতাসীন দলের অধীনে কোনো নির্বাচন কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। চরমোনাই পীর সাহেবের রাজনৈতিক দল ইসলামী আন্দোলন ঘোষণা দিয়েছে, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের অধীন ছাড়া কোনো তামাশার নির্বাচনে তারা অংশ নেবে না। ১০ মে ২০২২ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাইয়ের পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তাদের এ নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানান। পীর সাহেব বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনে করে, কোনো দলীয় সরকারের অধীন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। বিগত কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে এটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ইভিএমে ভোট গ্রহণের বিষয়ে তিনি বলেন, ইভিএম আন্তর্জাতিকভাবে প্রত্যাখ্যাত। আর ইভিএমের মাধ্যমে সারা দেশে ভোট অনুষ্ঠিত হবে, এমন কথা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেয়ার এখতিয়ার রাখেন না। নির্বাচন কোন প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে, তা নির্ধারণ করবে নির্বাচন কমিশন। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশন তা ঠিক করবে, এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

পরে বরিশালে এক জনসভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর সাহেব তার নীতিগত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, সব নিবন্ধিত দলের মতামত নিয়ে নির্বাচনকালীন জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) আমরা চাই না এবং ভোটের দিন সশস্ত্রবাহি-নীর হাতে বিচারিক ক্ষমতা দিতে হবে। এ জনসভায় ১৫ দফা দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, দাবিগুলো না মানলে তারা সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করবেন। ১১৬ জন আলেমকে নিয়ে গণকমিশনের 'অবমাননাকর' তালিকা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে চরমোনাই পীর বলেন, অবিলম্বে ওই তালিকা প্রত্যাহার করে জাতির কাছে মাফ চান। অন্যথায় আগামীতে এ দেশের জনগণ 'গণধোলাই' কমিশন গঠন করবে। তখন গণকমিশনের হোতারা পালিয়েও রক্ষা পাবে না। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর কয়েকটি দল আমাদের বোকা বানিয়ে ক্ষমতায় এসে ধোঁকা দিয়েছে। তারা জনগণের স্বপ্নকে গলাটিপে হত্যা করেছে। এই দলগুলো এখন দেশে মাকাল ফলে পরিণত হয়েছে।

এ দিকে এককালে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

















শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত প্রবীণ লেখক সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রবীণ সাংবাদিক মাহবুবুর রহমানের গ্রন্থ 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি'র প্রকাশনা উৎসবে সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন লেখক নিজে। আলোচনা আর কবিতায় অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গত ১৪ মে সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টার মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি'র প্রকাশনা উৎসব।

প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের তিনটি সংবাদমাধ্যমের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রকাশনা উৎসবে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন। সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সাংবাদিক-লেখক মাহবুবুর রহমানের কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের আরেক উদ্যোক্তা সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক এবং টাইম টিভির সিইও আবু তাহের। এছাড়াও আলোচনা করেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান এবং সাপ্তাহিক আজকালের প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, নিউইয়র্ক সফররত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিশফাক আহমেদ মিশু, কবি, লেখক এবং 'কবিতার এক পাতা'র সম্পাদক ফারুক ফয়সল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাহবুবুর রহমানের সম্মানে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি এইচ বি রিতা এবং কবি স্বপ্ন কুমার। প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন বাচিক শিল্পী আনোয়ারুল ইসলাম লাভলু।

অনুষ্ঠানে মনজুর আহমেদ বলেন, মাহবুর রহমান নিবিষ্টমনে সাংবাদিকতাই শুধু করেননি, দক্ষ সম্পাদক হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, একজন সাংবাদিক শেষ পর্যন্ত সম্মানই আশা করেন। মাহবুবুর রহমানকে যারা সম্মানিত করেছেন, ভালোবেসে কাছে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মাহবুবুর রহমানকে অনুকরণীয় সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করে মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল বলেন, তিনি সিলেটের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের গর্ব।

মিশফাক আহমেদ মিশু মাহবুবুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেশ ছাড়া আলোকিতজনরা প্রবাসকে আলোকিত করছেন ঠিকই। মাহবুবুর রহমানের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু পাওয়ার ছিল।

ফারুক ফয়সল বলেন, ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি গ্রন্থে একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের যৌথ সত্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ঝাঁপি থেকে মাহবুর রহমান লিখেছেন। তাঁর এ লেখার বিভিন্ন বাঁকে দেশ ও প্রবাসমানসের নানা কথা উঠে এসেছে। সুপাঠ্য গ্রন্থটি সবাইকে পড়ার আহ্বান জানান তিনি।

এম এম শাহীন তিন দশক আগে মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে তাঁর অভিযাত্রার কথা তুলে ধরে বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি বিনির্মাণে সাপ্তাহিক ঠিকানা ভূমিকা রেখেছে। একারণে নিজে একাধিকবার দেশে সংসদ সদস্য হতে পেরেছেন। এর পেছনে মাহবুবুর রহমানের অবদান তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

মাহবুবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় আয়োজকদের প্রতি, বই নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন, তাঁকে ভালোবাসা জানাতে উপস্থিত সংগঠন ও ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তার বইয়ের প্রকাশনার ব্যাপারে সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী এবং অভ্র প্রকাশনীর কর্ণধার, সাংবাদিক অপূর্ব শর্মার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তার সাংবাদিকতা জীবনে কাছে থেকে দেখা নানা বিষয় নিয়ে আরও লেখার প্রেরণা পেয়েছেন এবং তাকে দেয়া ভালোবাসা জীবনের এক অমূল্য পাওয়া বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের নিয়ে মাহবুবুর রহমানের স্ত্রী সৈয়দা নুরুন্নাহার বেগম বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. ছাদ উজ জামান চৌধুরী এবং ডা. শফিকুন্নেছা চৌধুরী প্রকাশিত গ্রন্থটির ১০০ কপি কিনে করে উপস্থিত সুধীমন্ডলীকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এছাড়াও আয়োজক তিন মিডিয়ার পক্ষ থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে লেখক-সাংবাদিক মাহবুবুর রহমানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, চার দশকের বেশি সময় সাংবাদিকতা করেছেন মাহবুবুর রহমান। নিউইয়র্কে বাংলা পত্রিকার ভিত্তি স্থাপনে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সিলেট তথা বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাপ্তাহিক যুগভেরীতে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। প্রবাস জীবনে সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদনা করেছেন। ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা আর অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিজয় ও সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক-এর সম্পাদক।

অনুষ্ঠানে মাহবুবুর রহমানকে শুভেচ্ছা জানাতে আরো উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক তাসের খান মাহমুদ, মোহাম্মদ সাঈদ, শামসাদ হুসাম চৌধুরী, আহমাদ মাযহার, মনিজা রহমান, শহীদুল ইসলাম, মনোয়ারুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, মোহাম্মদ শামসুল হক, ছাদ উজ জামান চৌধুরী, রওশন আরা নীপা, এমবি তুষার, আবদুস শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত আব্দুল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল বাছিত, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, সৈয়দ ফজলুর রহমান, শেলী জামান খান, মাহবুব রহমান, রওশন হক, জয়নুল চৌধুরী হেলাল, মুনিয়া মাহমুদ, শাহীন আজমল, রওশন হাসান, আসিফ চৌধুরী, অধ্যাপক হুসনে আরা বেগম, এবিএম সালেহউদ্দীন, ফরহাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, নবী হোসেন নবীন, ইশতিয়াক রূপু, শেখ সিরাজ, মাহমুদুল চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সারিকুন্নেছা, আক্তারুন্নেছা হক, মাহবুবা শাহরীন লোপা, আসিফ মুক্তাদির, সৈয়দ মাসুদুল কবির, এমএস মোজাম্মেল হক, হসাম এম চৌধুরী, আকবর সাজেদুল হক, সাংবাদিক মনজুরুল হক, জাকির হোসেন বাচ্চু, উষা রহমান, ডলি, ডেইজি, সাইয়্যিদ মুজীবুর রহমান, মাসুম আহমেদ প্রমুখ।

আন্দোলনের প্রথম দু'টি দফা

জসিম উদ্দিন

সরকারি দল আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের 'রসিকতা'র প্রধান একটি ইস্যু হলো, বিএনপির আন্দোলন 'কোন ঈদের পরে?' দলটির সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মুখে কথাটি যেন অন্য ধরনের এক ব্যঞ্জনা পায়। তিনি একজন কবি, তার ওপর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তার বাক্য ও শব্দ বিন্যাসে মিছরির ছুরির মতো আঘাত করে। সরকারি দলের নেতাকর্মীদের জন্য এটি হয়তো এক মধুর প্রতিশোধ। বিরোধীদের জন্য এ এক মর্মপীড়াদায়ক নিষ্ঠুরতা।

আন্দোলন সংগ্রামে বিরোধীদের দীর্ঘ এক অসহায়ত্বের ইতিহাস তৈরি হয়েছে। ব্যাখ্যা করে এ ব্যাপারে বলার মতো সাংবাদিক সুশীল ব্যক্তিরও বড় অভাব। নানা অনাচার অনিয়মের পরও কেন কোনো আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল না তার জন্য বিএনপিকে উপহাসের পাত্র বানানো হয়েছে কিন্তু এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুলের সাংবাদিকতা নিয়ে হতাশাজনক মন্তব্য আমরা একটু তলিয়ে দেখি। সাংবাদিকতার পরিবেশের অধপতনের নিরাশার সুরের মধ্যে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্তর্নিহিত কারণটিও খুঁজে পাবো আশা রাখি। তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বাংলাদেশের মতো দেশে সাংবাদিকতা হচ্ছে পুকুরের মধ্যে অনেক কুমির ছেড়ে দিয়ে বলা হলো, এপার থেকে ওপার সাঁতার কেটে যাও। কিন্তু কুমিরের লেজের মধ্যেও পড়তে পারবা না, মুখেও পড়তে পারবা না।' তার মতে, এ কুমিররা সরকারি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের লোক। তিনি সাথে বিএনপি ও ছাত্রদলের কথাও জুড়ে দিয়েছেন, যদিও ক্ষমতা চর্চার কোনো সুযোগ বিগত ২০০৬ সালের পর বিএনপি ও ছাত্রদল পায়নি। আর এর পরেই সাংবাদিক নির্যাতনের বর্ধমান চিত্র দেখা গেছে। গুম করে ফেলা, আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে বেধড়ক নির্যাতন, জেল খাটানো এমনকি হেফাজতে মৃত্যুর শিকারও হয়েছেন। এসবের পক্ষে ভূরি ভূরি তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, তাই রেফারেন্স দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি না।

আন্দোলনে ব্যর্থতার জন্য বিএনপিকে নিয়ে নির্মম রসিকতা করা হলেও দেশ গণতন্ত্রহীন হয়ে বিএনপি একাই নয়, পুরো দেশবাসি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্বও একা বিএনপির নয়। তার পরেও বিএনপি কেন পারেনি সেটি আমরা একটু চোখ বুলিয়ে দেখতে পারি। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২০২০ সালের আগস্টের মাঝামাঝিতে আওয়ামী লীগ সরকারের এক দশকে তার দলের ওপর কতটা নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে এক সংবাদ সম্মেলনে তার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, এই সময় সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর হাতে তিন হাজার মানুষ হত্যার শিকার হয়েছেন। দৈনিক যুগান্তরের ১৩ আগস্টের অনলাইন ভার্সনে খবরটি এখনো রয়েছে। বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে এক লাখের বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দেয়া হয়েছে। তাতে আসামি করা হয়েছে ৩৫ লাখের বেশি নেতাকর্মীকে। সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদের হত্যা নিয়েও তিনি মন্তব্য করেছেন ওই সংবাদ সম্মেলনে।

মির্জা ফখরুল বলেন, তাকে পুলিশ হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহস পায় না। কিন্তু সিনহা হত্যার পর অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা, সমগ্র জাতি, যেভাবে প্রতিবাদমুখর হয়েছে, তাতে তার পরিবার বিচার পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি আইএসপিআরের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাতে বলা হয়েছে, পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হবে না। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, 'ক্রসফায়ারের ঘটনা পুলিশ বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত।' এর আগেও বিএনপির পক্ষ থেকে এমন দাবি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ও ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনের আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর চরম দমন পীড়ন নেমে আসে। এর আগেই সাধারণত বিরোধীরা আন্দোলন করে। ঠিক এ সময়ে বাংলাদেশে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। নির্বাচনের ঠিক আগের বছর ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে ৩২৯ হয়। তার আগের বছর এটি ছিল ৭০। নির্বাচনের পরেও দমন পীড়নের উচ্চ হার বজায় ছিল। ২০১৪ সালেও ১৭২ বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটে। গুমের সংখ্যাও আগের বছরের চেয়ে ২০১৩ সালে দ্বিগুণ বেড়ে ৫৪ হয়। পরের বছর অর্থাৎ নির্বাচনের বছরেও সেটা ৩৯ অর্থাৎ অন্যান্য বছরের চেয়ে ঊর্ধ্বমুখী থাকে। আবারো ২০১৮ সালের নির্বাচনকে ঘিরে বিচারবহির্ভূত হত্যা বিপুল বেড়ে ওই বছর দাঁড়ায় ৪৬৬ জন। পরের বছর দমন পীড়নের ধারা ঊর্ধ্বমুখী থাকে। এ বছর ৩৯১ জন এর শিকার হন। গুমের সংখ্যাও এ বছর আগের বছরের চেয়ে তিনগুণ বেড়ে ৯৮ হয়ে যায়। এ পরিসংখ্যান মানবাধিকার সংগঠন অধিকার-এর।

> ***গণতন্ত্র একটি অহিংস অসামরিক প্রক্রিয়া। এখানে রাজনৈতিক দলগুলো একটি অঙ্গীকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সবাইকে মিলে এর পরিবেশ অনুকূল রাখতে হয়। ক্ষমতা গ্রহণ করে যদি সরকারি দল সেই অঙ্গীকার থেকে সরে যায় সেটি প্রকৃতপক্ষে আর গণতন্ত্র থাকে না। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে।***

গণতন্ত্র একটি অহিংস অসামরিক প্রক্রিয়া। এখানে রাজনৈতিক দলগুলো একটি অঙ্গীকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সবাইকে মিলে এর পরিবেশ অনুকূল রাখতে হয়। ক্ষমতা গ্রহণ করে যদি সরকারি দল সেই অঙ্গীকার থেকে সরে যায় সেটি প্রকৃতপক্ষে আর গণতন্ত্র থাকে না। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে। একটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে অপরাধ দমন করবে। অন্য বাহিনী জনগণকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে। ক্ষমতা গ্রহণ করে সরকার তার এ নীতিটি বদলে নিয়ে বন্দুকের নলটি যদি উল্টো জনগণের দিকেই ঘুরিয়ে দেয়, তাকে বাধার দেয়ার কে আছে?

সরকারের অন্যায় ও অনিয়ম নিয়ে বিরোধীরা মিছিল সমাবেশ করবে; সরকার না শুনলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেবে। এটিই ছিল স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। এক যুগের বেশি ধরে রাজনৈতিক কর্মসূচি অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে দমানো হয়েছে। বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করার স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার সরকার নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে। গণতন্ত্রের আরেকটি মৌলিক অনুষঙ্গ গণমাধ্যম। রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পার্ট না হয়ে তারা ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের চরিত্রটি ভিন্ন মাত্রায় উন্মোচিত হয়েছে। জনগণ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, মূল ধারার গণমাধ্যম সরকার ও রাজনৈতিক দল ভেদে ভিন্ন আচরণ করেছে। তারা নিজেদের স্বীকৃত নিয়মকানুন ও আইনকে নিজেরাই মেনে চলেনি। এক সরকারকে তারা পান থেকে চুন খসলেই ছাই দিয়ে ধরেছে। আবার অন্য সরকার পরিষ্কার কোনো অন্যায় করার পর সেটিকে আড়াল করে দিয়েছে। ডাহা অন্যায়ের পক্ষেও তারা সাফাই গেয়েছে। এ জন্য কেউ সামান্য কিছু অন্যায় করেও বড় মাশুল গুনেছে। অন্যরা বড় অপরাধ করে ছাড়া পেয়ে গেছে। এ সুযোগে ক্রিমিনালদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। এ সরকার যখন আইনকানুনের বাইরে গিয়ে বিরোধী দলকে সামরিক কায়দায় দমন করেছে, সাংবাদিকের কালিতে খুব কমই গণতন্ত্রের জন্য মায়া দেখা গেছে। এমনকি যেসব প্রখ্যাত সম্পাদকরা ছাত্র দল নিয়ে, মৌলবাদ জঙ্গিবাদ নিয়ে ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে কলমে রক্ত ঝরিয়েছেন তারা বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম নিয়ে একেবারেই চেপে গেছেন। এর ফল কিন্তু কারো জন্য ভালো হয়নি। সাথে থাকার পরও বর্তমান সরকারের পক্ষে থেকে সাংবাদিক সমাজের জন্য কোনো সুবিধা আদায় করা যায়নি। বরং প্রস্তুত হচ্ছে একের পর এক বৈরী আইন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পরও আরো আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যদিও সাংবাদিকদের দমনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে কোনো আইনের দরকার হয়নি সরকারের। তবে আমাদের অভিজাত সাংবাদিক সমাজ আগের সাংবাদিক দমনের তালিকায় পড়েনি। তখন বিএনপি সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা পরবর্তীতে দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, ওই পত্রিকার সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ও একুশে টিভির ড. কনক সরওয়ারসহ অল্প কয়েকজন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়ে জেলের ঘানি টেনেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন। দৈনিক সংগ্রামের বয়োবৃদ্ধ সম্পাদক আবুল আসাদ জেল খেটেছেন। অভিজাত সাংবাদিকরা তখন নিজেদের সহযোদ্ধাদের পক্ষে একটা বিবৃতি দেয়ার উদারতা দেখাতে পারেননি। ডিজিটাল আইনের ভয়টি এখন তাদেরও কাবু করেছে। কারণ পাড়া মহল্লার রাজনৈতিক নেতারা এ আইনে সাংবাদিকদের জেল খাটাতে পারবেন। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সবুজসঙ্কেত ছাড়াই তারা এ কাজটি করতে পারবেন। আগে সরকারে উপরের পর্যায়ের লোকেরা বাছ বিচার করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন এখন সেটি আমপর্যায়ে চলে যাচ্ছে। হয়তো এই ভয় তাদের বেশি করে কাতর করে ফেলেছে। তাই তারা মাঠে নেমেছেন।

সরকারের নির্মম দমন ও মিডিয়ার বিমাতাসুলভ আচরণের জোড়া আঘাতে বিরোধীরা ময়দান থেকেই ছিটকে পড়ে গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় 'বিএনপির আন্দোলন কোন ঈদের পর?' বলাটা মৃদুমন্দ অনুকূল বাতাসের মধ্যে বসে যতটা সহজ, হামলা মামলা ও বুলেটের মুখে থেকে রাস্তার আন্দোলন করা ততটাই কঠিন। তবে মনজুরুল আহসানের মন্তব্যটি মির্জা ফখরুল আরো বহু আগে করতে পারতেন। সে জন্য তাকে ভাষাটা আরো অনেক বদলে নিতে হতো। তিনি বলতে পারতেন, আন্দোলন নিয়ে এমন রসিকতা করা হচ্ছে, যেখানে আন্দোলনের মাঠটি একটি খরস্রোতা নদী। এতে নরখাদক ভয়ঙ্কর কুমির কিলবিল করছে। তার ওপর আমাদের হাত-পা বেঁধে সেই তীব্র স্রোতের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে।

বিএনপির উদার ও নমনীয় নীতি বাংলাদেশের একটি সুন্দর গণতন্ত্রের আশা জাগায়। গত রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দলটি একটি সময়োপযোগী মতবিনিময় সভা করেছে। দলটির মহাসচিব তাদের আমলে কৃত ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়ার দৃষ্টিতে দেখেন। সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সব আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রেস কাউন্সিলের ক্ষমতা ও পরিসর বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখেন। গণমাধ্যমকে স্বাবলম্বী করা এবং এর কর্মীদের সুরক্ষায় আইন করা হবে বলে জানান। তারা যদি ক্ষমতায় যান এগুলো করবেন আশা করা যায়। চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও আমার দেশসহ অনেক গণমাধ্যম সরকারি নির্বাহী আদেশে বন্ধ করা হয়েছে। এ দিকে বলা হচ্ছে আন্দোলনের ইস্যু নেই। বিএনপি চাইলে বন্ধ গণমাধ্যম খুলে দেয়ার দাবি করতে পারে। এটি তাদের আন্দোলনের প্রথম ইস্যু হতে পারে।

সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের। এসব ব্যাপারে কথা বলাই বিপজ্জনক ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এটি উল্টো এ সরকারের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে গেল। এ-সংক্রান্ত অভিযোগগুলো এত দিন স্বীকার না করলেও এখন এর বাস্তবতা সরকার মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সিলেটে কর্মরত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে সরকার চাকরিচ্যুত করেছে। তার বিরুদ্ধে ১২০ ভরি স্বর্ণ আত্মসাৎ করার অভিযোগ বিভিন্ন পর্যায়ের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। বাহিনীর মনোবল সতেজ রাখার জন্য শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হয়। বাহিনীর কোনো এক সদস্য যদি কোনো একটি অপরাধ করেন তাহলে এর দায়ভার পুরো বাহিনীর ওপর পড়ে, মুহূর্তে তার উচ্চ ভাবমর্যাদায় কালিমা লেগে যায়। যেকোনো বাহিনীতে এমন অপরাধীর সংখ্যা শতাংশের হিসাবের মধ্যেও পড়বে না। বাকি নিরান্নব্বই দশমিক নয় ভাগ সদস্যের পরিশুদ্ধির জন্য কেবল দশমিক এক অংশের শোধনের প্রয়োজন রয়েছে। এতে অপরাধীদেরও শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে। বিএনপিসহ বিরোধীদের আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান ইস্যু হতে পারে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুম নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি পেশ করা। এ দাবিটি জোরালো হওয়ার দরকার হলেও, কোথাও থেকে সেভাবে উত্থাপিত হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি সুবিধা কেন পাচ্ছে না?

সাইফুল ইসলাম তানভীর

> ***যখন বিদেশী বায়ার শিল্পকারখানায় ভিজিট করতে যান তখন তাদের বলা হয়- এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে, এখানে আট ঘণ্টার পর ডিউটি করানো হয় না, এখানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানো হয়, এখানে শিশুশ্রমিক নেই, এখানে প্রেগন্যান্সি নারী কর্মচারীদের বেতন দিয়ে ছুটি দেয়া হয়, এখানে পরিবেশসম্মত চাইল্ড কেয়ার আছে, এখানে সবধরনের কাজ যথেষ্ট নিরাপত্তার সাথে করা হয়, বেতন ৭ তারিখের আগে- ইত্যাদি বহু মিথ্যা কথা।***

আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের বড় একটি অংশ লোভী। তারা খুব দ্রুত অতি ধনী হয়ে যেতে চান। আর এ রকম ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তারা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের ঠকান। স্বাধীনতার ৫১ বছরেরও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশের ব্যবসায়ীদের একটি অংশ তাই বেপরোয়া হয়ে চলতে পারছেন। সরকার ভেদে তাদের জুলুম খুব বেশি হেরফের হয় না। এর প্রভাবে রাষ্ট্র বড় বড় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। গত ১২ মে দেশের এক দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল- যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি তহবিলের সুবিধা পাচ্ছে না বাংলাদেশ।

এই প্রতিবেদন থেকে প্রথম কয়েকটি বাক্য এখানে তুলে ধরছি- শ্রমিকদের নির্বিঘ্নে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তাঘাটতি নিয়ে উদ্বেগের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আর্থিক সংস্থার (ডিএফসি) তহবিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। বুধবার সকালে রাজধানীর আমেরিকান সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (ইউএসএআইডি) উপপ্রশাসক ইসোবেল কোলমান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান। আমি নিজে কয়েকটি পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছি। দেখেছি পোশাক শিল্পমালিকদের নির্দয় আচরণ। তাদের অনেকে মিথ্যা কথা বলেন। মিথ্যা বলার প্রশিক্ষণও দেন। এসব মিথ্যা প্রশিক্ষণের জন্য তারা লোকও রাখেন। যাদের অনেকের পদবির নাম এডমিন অফিসার, এডমিন ম্যানেজার, কমপ্লায়েন্স অফিসার, কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার, এইচআর অফিসার, এইচআর ম্যানেজার ইত্যাদি। পোশাক শিল্পমালিকদের অনেকে আবার চাটুকারিতাও খুব পছন্দ করেন। তারা তাদের নীতিবিবর্জিত কর্ম নির্বিঘ্নে সম্পাদন করার জন্য সেসব চাটুকারদের কাজে লাগান।

যখন বিদেশী বায়ার শিল্পকারখানায় ভিজিট করতে যান তখন তাদের বলা হয়- এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে, এখানে আট ঘণ্টার পর ডিউটি করানো হয় না, এখানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানো হয়, এখানে শিশুশ্রমিক নেই, এখানে প্রেগন্যান্সি নারী কর্মচারীদের বেতন দিয়ে ছুটি দেয়া হয়, এখানে পরিবেশসম্মত চাইল্ড কেয়ার আছে, এখানে সবধরনের কাজ যথেষ্ট নিরাপত্তার সাথে করা হয়, বেতন ৭ তারিখের আগে- ইত্যাদি বহু মিথ্যা কথা।

বাস্তবে কারখানার শ্রমিকরা এসব অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ভুয়া ট্রেড ইউনিয়ন দেখানো হয়। শ্রমিকদের নানা রকম হয়রানি করা হয়। নির্যাতন করা হয়।

শ্রমিকদের হয়রানি এবং নির্যাতন করতে তারা তাদের পালিত চাটুকার কর্মচারীদের কাজে লাগান, পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগান, ভাড়া করা মাস্তানকে কাজে লাগান, দুষ্ট নোংরা চরিত্রের তথাকথিত শ্রমিকনেতা-নেত্রীদেরও কাজে লাগান। আর এসব সম্ভব করেন টাকা দিয়ে। শ্রমিক ঠকানোর জন্য তাদের টাকার অভাব হয় না।

বাংলাদেশে এখন এ ধরনের একটি অপশক্তি বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা টাকার কুমির হয়ে ব্যাংক করছেন, ইউনিভার্সিটি করছেন, মেডিক্যাল করছেন, টিভি চ্যানেল খুলছেন, পত্রিকা বের করছেন। ইত্যাদি শত রকমের ব্যবসার দোকান খুলে বসছেন। তারা চিন্তা করছেন না দেশটি কিভাবে ভালো চলবে। দেশের অর্থনীতি কিভাবে শক্তিশালী হবে, টেকসই হবে। কিভাবে বেকারমুক্ত বাংলাদেশ হবে। এর ফল হচ্ছে উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশকে নেতিবাচকভাবে দেখছে। অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে আমাদের বাদ রাখছে।

নির্বাচন কমিশন ২০২২
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচনী তফসিল (সংশোধনী) তারিখ: ২৬শে মে ২০২২

এতদ্বারা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর ভোটার ও প্রার্থীগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৫ই জুন, ২০২২ রবিবার নিম্নলিখিত এলাকা-ভিত্তিক ৫টি কেন্দ্রে ও সময়ে অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত ১০৬৪৮ জন সাধারণ ভোটার এবং ৪৪৪ জন আজীবন সদস্য অত্র নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

২। আজীবন সদস্যবৃন্দ ও এলাকা ভিত্তিক ভোটারগণ উল্লেখিত নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন। এক এলাকার ভোটার অন্য এলাকার ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন না।

৩। যেহেতু ভোটার তালিকায় আজীবন সদস্যবৃন্দের জন্মবর্ষ উল্লেখ নাই, তাই আজীবন সদস্যবৃন্দ নির্বাচন কর্মকর্তার সামনে আইডি কার্ড প্রদর্শন করে নামের সত্যতা যাচাইয়ের পর ভোট দিতে পারবেন। সাধারণ সদস্যবৃন্দের ক্ষেত্রে আইডি কার্ডে উল্লেখিত জন্মসালের সাথে ভোটার তালিকায় উল্লেখিত জন্মসালের অবশ্যই মিল থাকতে হবে।

৪। নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রের চারদিকের ফুটপাথকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

৫। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রত্যেক প্রার্থী ২জন করে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে, প্রত্যেক প্রার্থীর ১ জনের বেশি এজেন্ট কেন্দ্রের ভিতরে একই সাথে থাকতে পারবেন না। নির্বাচনের ৭ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৯মে ২০২২ ইং তারিখ বিকাল ৫ টার পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী তাঁর এজেন্টগণের দুই কপি করে পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ নিয়োগ পত্রে স্বাক্ষর করে নির্বাচন কমিশনের নিকট দিতে হবে। অবাধ ও সুন্দর নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর এজেন্টগণকে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬। নির্বাচন (১) Queens (২) Ozonepark (৩) Bronx (৪) New Jersey (৫) Philadelphia এই পাঁচটি এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে। Queens, Ozonepark, Bronx এই ৩টি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে রাত্র ৮টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। নিউ জার্সি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৭টা পর্যন্ত এবং ফিলাডেলফিয়া কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৭টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে।

নির্বাচনের এলাকা-ভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান নিম্নে দেয়া হল ঃ

সর্বশেষ সংশোধনী জিপ কোডের পরিবর্তে এলাকা ভিত্তিক ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

❖ **Queens Center** (কেন্দ্র) ঃ **NTV Studio,** 36-01 37th Ave, Long Island City, NY 11101
এলাকা সমূহের নামঃ Hollis, Jamaica, Queens Village, Astoria, East Elmhurst, Elmhurst, Floral Park, Jackson Heights, Jamaica, New Hyde Park, New York, Queens, Ronkonkoma , Saint Albans, Sunnyside, Woodside, Bayside, Bellerose, Binghamton, Brookevilee, Corona, Dixhill, East Meadow, Elmont, Farmingdale, Farmingville, Flushing, Forest Hills, Fresh Meadows, Glen Cove, Hicksville, Hillside, Jericho, Kissimmee, Little Creek, Long Island, Long Island City, Manhattan, Mountsinai, New Hyde Park, Oceanside, Regopark, Ronkonkoma, Saint Albans, Selden, Springfield, Springfield Gardens, Valley Stream, West Hempstead, Westbury, Woodside, Middle Village.

❖ **Ozonepark (Brooklyn) Center** (কেন্দ্র) ঃ **Deshi Senior Center,** 83-10 Rockaway Blvd, Queens, NY 11416.
এলাকা সমূহের নামঃ Ozonepark, Howard Beach, Brooklyn, Woodhaven, Briarwood, Richmond Hill, South Ozone Park, South Richmond Hill, Far Rockway, Ridgewood, Staten Island, Briarwood.

❖ **Bronx Center** (কেন্দ্র) ঃ **Neerob Restaurant,** 2096 Starling Ave. Bronx, NY 10462.
এলাকা সমূহের নামঃ Bronx, South Winder, Manchester, Buffalo, Windsor, Bloomfield, Rockland County, Bristol, Manchester, Sterling, Woodbridge, Bridgeport, Tarrytown, New Rochell, Norwich, Alexandria, Mount Vernon, Yonkers, Milford, Newtown, Fairfield.

❖ **NEW-JERSEY: Center** (কেন্দ্র) ঃ **Fireman Hall,** 226 Walnut Street, Paterson, NJ 07522
এলাকা সমূহের নামঃ All voters from New Jersey.

❖ **PHILADELPHIA: Center** (কেন্দ্র) ঃ **Al-Sham Restaurant,** 6738 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19149.
এলাকা সমূহের নামঃ All voters from Philadelphia & voters from Syracuse, Hamtramck.

৭। ভোট প্রদানকালে ফটো আইডি যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্টেট আইডি, পাসপোর্ট (বাংলাদেশি/আমেরিকান), গ্রিনকার্ড, ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লেখিত আইডিগুলোর যে কোন একটি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কেউ ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

৮। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি করা যাবে না। যে কোন ভোট চ্যালেঞ্জ করতে হলে প্রমাণ সাপেক্ষে ফেরতযোগ্য ৫০ ডলার নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়ে ভোট চ্যালেঞ্জ করা যাবে। নির্বাচন কমিশন যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৯। শুধু নিবন্ধনকৃত ভোটারের নাম, ঠিকানা, কিংবা জন্মসালের অসঙ্গতি দেখা দিলে ভোটারগণ সদস্য হওয়ার মূল রশিদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ভোট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে কমিশন মূল রেকর্ড যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১০। ভোট গ্রহণ **ইভিএম (Electronic Voter Machine)** এর মাধ্যমে হবে। ভোট প্রদানের পরে মেশিনে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, ভোটার ভোট প্রদানে বিরত থেকে নির্বাচন কমিশনকে সাথে সাথে অবহিত করবেন। ভোট প্রদান পরে কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১। ভোট দানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ভোটারদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এই ধরণের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে কাউকে অথবা আমাদের ভোটার মেশিনের সহযোগিতাকারীকে মনোনীত করতে পারবেন।

১২। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারিভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট দুই হাজার (২০০০) ডলার জামানত সহ আবেদন করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশন জরুরি সভায় মিলিত হয়ে মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং ঐ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে জামানতের দুই হাজার (২০০০) ডলার ফেরত প্রদান করা হবে। অন্যথায় তা অফেরতযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১৩। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থকরা কোন প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইনরক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে।

১৪। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। অতএব যে কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
পরিশেষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারাণ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

বিনীত

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ২৯৪-০৯৭০

আহমেদ এ. হাকিম	মোশাররফ আলম	সাব্বির হোসেন	মিনহাজ আহমদ
নির্বাচন কমিশনার (৫১৬) ৮৫১-৩৭১৫	নির্বাচন কমিশনার (৯৭৩) ৬২৯-২৪৩৪	নির্বাচন কমিশনার (৩৪৭) ৯৯৩-৫৭০৬	নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ৫৬৭-৯৪৫০



বেগম জিয়াকে কারাগারে পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে : তথ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

আনার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের যে বক্তব্য, তা দেখে বেগম জিয়াকে পুনরায় কারাগারে পাঠানোর কথা গভীরভাবে ভাবা হচ্ছে। শুক্রবার (২৭ মে) সন্ধ্যার দিকে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আবৃত্তি উৎসবের উদ্বোধনীতে যোগ দেয়ার আগে গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, সারা দেশে বিএনপির বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের নিয়ে গিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে বহিরাগত ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে সমাবেশ ঘটিয়ে সেখানেও তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছে। এগুলোর পেছনে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিশ্চয়ই হাত আছে। তারেক রহমান বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে করে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য তাদের দলের যে সমস্ত সন্ত্রাসী আছে তাদের নির্দেশ দিচ্ছে। আমাদের দলের নেতাকর্মীরা জনগণকে সাথে নিয়ে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিশৃঙ্খলার অপচেষ্টাকে প্রতিহত করবে।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, পদ্মাসেতু শুধু উন্নয়নযজ্ঞ নয় এটি বাংলাদেশের সক্ষমতার

টেক্সাসের স্কুলে গুলিতে নিহত শিক্ষিকার শোকে মারা গেলেন স্বামীও!

(প্রথম পাতার পর)

একটি প্রাইমারি স্কুলে বন্দুক হামলার ঘটনা এখন দেশটির সবথেকে আলোচিত বিষয়। এতে ১৯ শিক্ষার্থী এবং দুই শিক্ষক বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন। ওই দুই শিক্ষকের একজন ইরমা গার্সিয়া। তার মৃত্যুর দুই দিনের মাথায় হার্ড এটাক করে মারা গেছেন তার স্বামী জো গার্সিয়া। ধারণা করা হচ্ছে, স্ত্রীর মৃত্যুর শোক সৈয্য করতে না পেরেই এই পরিণতি তার।

বিবিসি জানিয়েছে, ইরমা গার্সিয়া ২৩ বছর ধরে ওই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। অপর দিকে তিনি ও তার স্বামীর বিয়ের বয়স ২৪ বছর। তাদের ৪ সন্তান রয়েছে। ইরমার এক কাজিন ড্রেব্রা অস্টিন বলেন, আমি আসলেই বিশ্বাস করি স্ত্রীর শোকেই মৃত্যু হয়েছে জো গার্সিয়ার।

তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও বিষয়টি জানিয়ে পোস্ট করেছেন।

হার্ট এটাক থেকে মারা যাওয়া জো'র দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে রয়েছে। তাদের বয়স ১২ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। মঙ্গলবারের ওই হত্যাকা-ের পর পুলিশ জানিয়েছে, ইরমা গার্সিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন হিরো।

রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সবার সহযোগিতা চাই'

(প্রথম পাতার পর)

পাঠাতে এশিয়ার দেশগুলোর নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত ভবিষ্যৎ এশিয়াবিষয়ক ২৭তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের শিরোনাম হচ্ছে 'বিভক্ত বিশ্বে এশিয়ার ভূমিকা পর্যালোচনা করা।'

বার্তায় রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে এশিয়ার দেশগুলোর নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত ১১ লাখ নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটে মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে ফেরত পাঠাতে সবার সহযোগিতা চাই।

এছাড়া শেখ হাসিনা জাপান ও অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) দেশগুলোর প্রতি বাংলাদেশকে সহজে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশে উত্তরণে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অন্তত ২০২৯ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো যদি জাপান এবং অন্যান্য ওসিডি'র দেশগুলো কমপক্ষে ২০২৯ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকার সুবিধাগুলো প্রসারিত করে। যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্ধুদেশ ও অংশীদারদের প্রতি ২০২৬ সালের পরও বর্ধিত সময়ের জন্য বাংলাদেশকে অগ্রাধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কথা বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং জাপানসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে এফটিএ এবং কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) নিয়ে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।'

এশিয়াকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও জনবহুল মহাদেশ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এখানে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ বাস করে। এটি বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষেরও আবাসস্থল। অতএব আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য মিটিয়ে বিরোধপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে শান্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। শুধু শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করেই এশিয়ার দেশগুলো জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হচ্ছে- সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। পন্থা অনুসরণ করে। তিনি বলেন, এটি জাতিসংঘের একটি প্রস্তাব দ্বারা স্বীকৃত, 'শান্তির সংস্কৃতি' যা ১৯৯৯ সালে গৃহীত হয়েছে এবং এর পর থেকে প্রতি বছর এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ এশিয়া গড়ার জন্য সম্মেলনে পাঁচটি ধারণা শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যৎ এশিয়ার প্রতিফলনের জন্য কিছু ধারণা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে শেষ করছি।' শেখ হাসিনা তার প্রথম প্রস্তাবে বলেন, এশিয়ার দেশগুলোকে একে অপরের প্রতি বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং বিভাজন মোকাবিলায় সংহতি প্রচার করতে হবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রস্তাবে, তিনি বলেন, কীভাবে আইসিটির (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) 'সফ্ট পাওয়ার'কে আমাদের দেশ এবং এশীয় দেশগুলো সম্মান, ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার মধ্যকার ব্যবধান পূরণের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে পারে। আমাদের কাজের মধ্যে সমতা আনয়ন করতে পারে এবং তারা তা অন্বেষণ করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী তার চতুর্থ এবং পঞ্চম ধারণার বর্ণনা করার সময় অভিমত ব্যক্ত করেন যে এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার উন্নতি এবং উভয়পক্ষের জন্য সুবিধাজনক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের ওপর এবং এশিয়ার দেশগুলোর অভিন্ন উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং তাদের তা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা উচিত।

তিনি বলেন, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমাদের অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য ভালো অনুশীলন, জ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাগ করে নিতে আমাদের বাহিনীকে একত্রিত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, টেকসই বিশ্ব ও সমৃদ্ধ এশিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সব বন্ধু এবং অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্কুল-শিশুসহ জাপান ও সে দেশের জনগণের অমূল্য সমর্থন ও অবদানের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া দেশগুলোর অন্যতম জাপান। তারা ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী এ স্বীকৃতি দেয়। তারা বাংলাদেশে গত ১৩ বছরে উন্নয়নকে জনমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্ঞানভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও আধুনিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে নেতৃত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্নিধারণ করেছি।

তিনি বলেন, 'যেমন, আমরা ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ এর পরে ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছি।' শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বৃহত্তর অর্থনীতির একটিতে পরিণত হয়েছে। এই যাত্রা জাপান এবং আমাদের বন্ধু এবং অংশীদারদের দ্বারা সমর্থিত।'

বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশও চলমান কোভিড-১৯ দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৯ সালে মহামারির আগে বাংলাদেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ। ২০২০ সালে এটি ৩ দশমিক ৫১ এবং ২০২১ সালে ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। তিনি বলেন, 'আমরা চলতি অর্থবছরে ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের আশা করছি।'

'গণহত্যার নীতি' অবলম্বন করছে রাশিয়া: জেলেন্সকি

(প্রথম পাতার পর)

রাশিয়ার সাথে খেলা না করে যুদ্ধ শেষ করতে আসলেই চাপ প্রয়োগ করত।" জেলেন্সকি বলেন, রাশিয়া "জ্বালানী সরবরাহের জন্য ইউরোপ থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি ইউরো পায়", যখন কিনা "ইউরোপীয় ইউনিয়ন ষষ্ঠ দফায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য একমত হওয়ার চেষ্টা করছে।"

তবে, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "ইউক্রেন সবসময়ই এক স্বাধীন দেশ থাকবে এবং খন্ডিত হবে না।" তিনি আরও বলেন, একমাত্র যে প্রশ্নটি বাকি থাকে তা হল, "আমাদের মানুষজনকে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য কি মূল্য পরিশোধ করতে হবে" এবং রাশিয়া "আমাদের বিরুদ্ধে এই অনর্থক যুদ্ধের জন্য" কি মূল্য পরিশোধ করবে।

এদিকে, ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, সীমান্ত পর্যন্ত পিছিয়ে যাওয়া রুশ বাহিনী, বৃহস্পতিবার নতুন করে এক পাল্টা হামলা আরম্ভ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কোন কোন পশ্চিমা কর্মকর্তার মতে, তিন মাস ধরে চলতে থাকা এই যুদ্ধ এমন এক "মারামারিতে" পরিণত হয়েছে যার কোন শেষ দেখা যাচ্ছে না।

ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভ এর কর্তৃপক্ষ জানায় যে, রাশিয়ার গোলাবর্ষণে অন্তত সাতজন বেসামরিক মানুষ নিহত ও আরও ১৭ জন আহত হয়েছেন। শহরটির উত্তর এবং পূর্ব দিকে প্রবল লড়াই চলছে।

খারকিভে অবস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যে, সেখানে বারবার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। রুশ বাহিনী শহরের উত্তরে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে। সূত্র: ভয়েস অব আমেরিকা।

'অনঙ্গ রায়' এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে

(প্রথম পাতার পর)

অনঙ্গ মোহন রায় পলাতক থাকলেও প্রচন্ড দাপটে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন তার পরিবারের লোকজন। তিনি গ্রেফতার না হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠছে। অনঙ্গ মোহন রায় ছিলেন প্রশান্ত কুমার হালদারের কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের পাট মিল ও ময়মনসিংহের ভালুকার কুমির প্রকল্পের ম্যানেজার। তার বাড়ি নাজিরপুরের সদর ইউনিয়নের দীঘিরজান গ্রামে।

স্থানীয়রা জানান, মাত্র ১৫ বছর আগে এই অনঙ্গ মোহন রায় অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। প্রশান্ত কুমার হালদারের মতো চিরকুমার অনঙ্গ মোহন রায়ের (৭৫) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধওে প্রশান্ত তাকে (অনঙ্গ) দায়িত্ব দেন তার দুটি মিল ও কুমির প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। অল্প সময়ের ব্যবধানে অনঙ্গ মোহন রায় স্থানীয়দের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেন শিল্পপতি অনঙ্গ নামে। অনঙ্গর পিতা জোনার্দন রায় ছিলেন একজন গ্রাম্য চিকিৎসক। ৩ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে অনঙ্গ ছিলেন মেজো। বড়ভাই মৃত বিধান রায় ছিলেন একজন গ্রাম্য চিকিৎসক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক স্কুলশিক্ষক জানান, অনঙ্গ মোহন রায় এক সময় দুই বেলা খেতে পারত না। সেই অনঙ্গ রাতারাতি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। বাড়িতে বিশাল ভবন করে। শুনেছি ঢাকায়ও কয়েকটি ফ্ল্যাট আছে। এলাকায় নামে-বেনামে জমি কিনেছে। আর এসব অর্থের মালিক হয়েছে পিকে হালদারের সহযোগিতায় ও তার অর্থ লুটপাট করে।

সরেজমিন শুক্রবার (২৭ মে) অনঙ্গ মোহন রায়ের গ্রামের বাড়ি উপজেলার দীঘিরজান গিয়ে দেখা গেছে, তার বাড়িতে একটি বিরাট দ্বিতল ভবন। ভবনে তার ছোটভাই বিকাশ রায় পরিবার নিয়ে বাস করেন। প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বর্গফুটের ওই সুসজ্জিত বাড়িটিতে থাকেন তার ছোটভাই বিকাশ রায়ের পরিবার।

ছোটভাই বিকাশের স্ত্রী গৌরী রায় জানান, আলোচিত পিকে হালদার বিপুল পরিমাণের অর্থ কেলেঙ্কারির পর থেকে ভাসুর অনঙ্গ রায় পলাতক রয়েছেন। কেননা পিকে হালদারের কাছ থেকে ভাসুর ৮০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। ওই টাকার জন্য তিনি গ্রেফতার হতে পারেন এমন ভয়ে গত প্রায় দুই বছর ধরে তিনি পলাতক রয়েছেন। তবে তিনি কোথায় আছেন তা জানা নেই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, পিকে হালদার তেমন খারাপ লোক ছিলেন না। যখন থেকে এই অনঙ্গ মোহন রায়ের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠেছে তখন থেকেই অনঙ্গ মোহন রায়ের কুপরামর্শে খারাপ পথে ধাবিত হন।

অনঙ্গ মোহন রায়ের বাড়িতে সংবাদ কর্মীরা গেলে তার পরিবারের লোকজনের কারণে স্থানীয়রা কোনো সংবাদকর্মীদের কাছে মুখ খুলতে পারেন না- এমনটি অভিযোগ স্থানীয়দের।

অনঙ্গ মোহন রায়ের বাড়ির পাশের খোকন মিস্ত্রির সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, অনঙ্গ মোহন রায় মাত্র ১৩-১৪ বছর আগে অন্যের বাড়িতে লজিং থাকত। আজ আলাদীনের চেরাগ পেয়ে বাড়িতে বিরাট বিল্ডিং করেছেন। নামে-বেনামে অনেক জমি কিনেছেন। এলাকায় আমরা তাকে শিল্পপতি অনঙ্গ হিসেবে চিনতাম।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনঙ্গ মোহন রায়ের বাড়ির এক নারী গৃহবধূ জানান, পারিবারিকভাবে শুনেছি অনঙ্গ রায় গ্রেফতার এড়াতে ভারতে গেছেন।

আমেরিকা জুড়ে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

(প্রথম পাতার পর)

গুলিতে ১ শিক্ষক ও ১৪ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। সালভাদর রামোস নামের ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ ওই হামলা চালিয়েছেন। এই হামলার ১০ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাফেলোর একটি সুপারমার্কেটে গুলি চালানো হয়। এতে ১০ জন নিহত হন। ওই সময় যিনি গুলি চালিয়েছিলেন, তার বয়সও ছিল ১৮। পুলিশ ধারণা করছে- সেটি ছিল বিদ্বেষপ্রসূত অপরাধ।

যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে এর আগেও হামলা হয়েছে। তবে গত ১০ বছরে যেসব হামলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম টেক্সাসের এ হামলা। এর আগে ২০১২ সালে কানেকটিকাটে একটি স্কুলে হামলা চালানো হয়। ওই হামলা ২০ শিশুসহ ২৬ জন নিহত হন। নিহত ওই শিশুদের বয়স ছিল ১০ বছরের মধ্যে। এছাড়া ২০১৮ সালে ফ্লোরিডার একটি স্কুলে হামলার ঘটনা ঘটে। ওই হামলায় ১৭ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিহত হন।

এদিকে বিবিসি'র খবরে বলা হয়েছে টেক্সাসের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা স্টিভেন ম্যাকক্র বলেছেন, প্রাথমিক স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে ২১ শিশু নিহতের ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ 'ভুল সিদ্ধান্ত' নিয়েছে। স্টিভেন ম্যাকক্র নামে ওই কর্মকর্তা শুক্রবার এক উত্তপ্ত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেছেন। স্টিভেন ম্যাকক্র বলেন, 'এতে যদি কোনো উপকার হয় তাহলে আমি ক্ষমা চাইবো।' ম্যাকক্র বলেন, পুলিশ সদস্যরা বন্দুকধারীর অবস্থান নেওয়া কক্ষে প্রবেশ করতে দেরি করেছিলেন কারণ তারা মনে করেননি যে তখনও ঘাতক সক্রিয় ছিল। তবে ভেতরে থাকা শিক্ষার্থীরা বারবার ফোন করে পুলিশ আসার জন্য মিনতি করছিল।

ম্যাকক্র নিশ্চিত করেছেন, পুলিশ ইউনিটের ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর ৪০ মিনিট পর শ্রেণিকক্ষে অভিযান চালানো হয়। স্থানীয় পুলিশের বদলে সীমান্ত রক্ষী এজেন্টদের একটি বিশেষ দল ওই অভিযান চালায়। উল্লেখ্য, ঘাতক বন্দুকধারী তরুণ সালভাদর রামোস কক্ষের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ঘটনাস্থলে থাকা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্কুলের দারোয়ান কক্ষের চাবি নিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তারা ভেবেছিলেন, হয় শিশুরা তখন আর কোনো ঝুঁকির মধ্যে ছিল না কিংবা কেউই আর ততক্ষণে বেঁচে নেই। পুলিশ বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া ও স্কুলের বাইরে অপেক্ষমান উদ্বিগ্ন বাবা-মায়ের সঙ্গে পুলিশের আচরণের ভিডিও ফুটেজ জনগণের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে গোলাগুলি বেপড়ছে রেকর্ড সংখ্যায়

রয়টার্সের খবরে বলা হয়: টেক্সাসের একটি প্রাথমিক স্কুলে নির্বিচার গুলির ঘটনায় যেদিন ১৯ শিশুসহ ২১ জন মারা গেল, সেদিনই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির আরেকটি প্রাথমিক স্কুলের সামনে গুলিতে তিন শিক্ষার্থী আহত হয়। আগের দিন সোমবার ফিলাডেলফিয়ায় নিজেদের হাইস্কুল থেকে বের হওয়ার পরপরই তিন কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়। গত সপ্তাহে মিশিগান, লুইজিয়ানা ও টেনেসিতে হাইস্কুলের সনদ দেওয়ার অনুষ্ঠানে তিনটি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এ ধরনের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করা গবেষক ডেভিড রিডম্যান বলেন, যুক্তরাষ্টেথর স্কুলগুলোতে গোলাগুলির ঘটনা রেকর্ড সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে, চলতি বছরের প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্কুলে গোলাগুলি বা বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার টেক্সাসের প্রাথমিক স্কুলে ঘটা ভয়াবহ হত্যাকান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা যখন হতবাক, বিশেষজ্ঞরা তখন সতর্ক করে বলছেন, এ ধরনের ছোট ছোট ঘটনাগুলোর দৈনিক মহামারী অনেকটা অলক্ষ্যেই থেকে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কুলের সেন্টার ফর হোমল্যান্ড ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটির কে-টুয়েলভ স্কুল শুটিং ডেটাবেইজের প্রধান গবেষক রিডম্যানের ভাষ্য, চলতি বছর এ পর্যন্ত দেশটির স্কুলগুলোতে ১৩৭টি গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আর গত বছর ২৪৯টি ঘটনা ঘটেছিল। স্কুলের এলাকার মধ্যে বন্দুক উঁচিয়ে আস্ফালন, গুলিবর্ষণ বা স্কুলের সম্পত্তিতে গুন্ডিএ ধরনের প্রতিটি ঘটনা হিসাবে আনা হচ্ছে এ গবেষণায়।

রিডম্যান বলেন, 'স্কুলগুলোতে পদ্ধতিগত বন্দুক সহিংসতার ঘটনা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ক্রমেই লক্ষণীয় হয়ে উঠছে, বিশেষ করে হাই স্কুলগুলোতে। শিক্ষার্থীদের কাছে অস্ত্র থাকার কারণে দ্বন্দ্বগুলো গোলাগুলি পর্যন্ত গড়াচ্ছে।' তিনি জানান, মঙ্গলবার সাউথ টেক্সাসের ইউভালডে শহরের রব এলিমেন্টারি স্কুলে নির্বিচার গুলিবর্ষণের ঘটনার আগে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অন্যান্য স্কুলে গোলাগুলির ঘটনায় সাত শিক্ষার্থীসহ ২৭ জন নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল ৭৭ জন। স্কুলগুলোতে নির্বিচার গুলিবর্ষণের ঘটনাগুলো ক্রমেই আরও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে।

'যুক্তরাষ্ট্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে'

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক বন্দুক হামলার ঘটনায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 'যুক্তরাষ্ট্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে ১৯ শিক্ষার্থীসহ ২১ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ১০ দিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বন্দুক হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ওবামা বলেন, দেশজুড়ে বাবা-মায়েরা সন্তানদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিভিন্ন গল্প শোনান। ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনান। কিন্তু তাঁদের মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা চলতে থাকে। কাল সন্তানদের স্কুলে দিয়ে আসার পর, মুদিদোকানে নিয়ে যাওয়ার পর কিংবা অন্য যেকোনো জনপরিসরে রেখে আসার পর কী ঘটবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন তারা।

বারাক ওবামা বলেন, তিনি ও তার স্ত্রী নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন। এ বন্দুক হামলার ঘটনা নিয়ে ক্ষোভও জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, স্যান্ডি হুকের ঘটনার প্রায় ১০ বছর এবং বাফেলোর ঘটনার ১০ দিন পর আমাদের দেশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আতঙ্কে নয়, বরং আগ্নেয়াস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক এবং একটি রাজনৈতিক দলের কারণে এমনটা হয়েছে। তারা এসব মর্মান্তিক ঘটনা ঠেকাতে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আগ্রহ দেখায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'অনেক আগেই এ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হতো। যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেত।'

অপরদিকে ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বিবিসিকে ওবামা বলেন, তাঁর প্রশাসন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়েছে। একে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের মেয়াদকালের সবচেয়ে বড় হতাশা বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বিবিসির জন সোপেলকে তিনি বলেছিলেন, এ ইস্যুর সমাধান না করতে পারাটা আমাদের জন্য কষ্টকর।

এবার হজযাত্রীরা ১২০০ ডলার সঙ্গে নিতে পারবেন

(প্রথম পাতার পর)

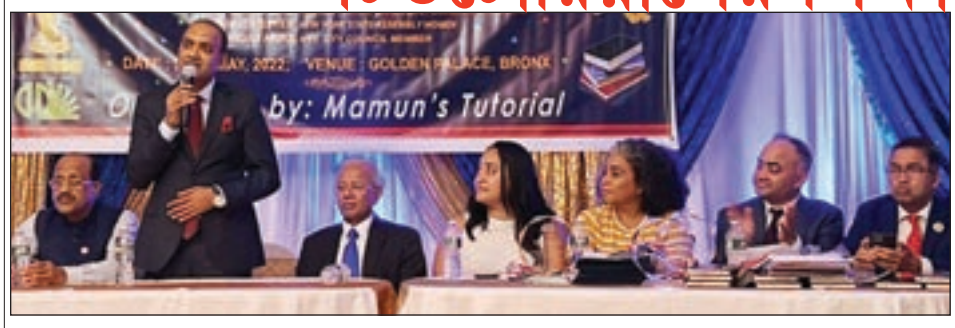
বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে ভ্রমণ কোটা প্রযোজ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে জারি করা এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়। হজযাত্রীদের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সব খরচ ও বৈদেশিক মুদ্রা বহন সংক্রান্ত এ নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, একজন হজযাত্রী নির্ধারিত সব খরচ বাদ দিয়ে ১২০০ ডলার বা এর সমপরিমাণ অর্থ সঙ্গে নিতে পারবেন। এ বছর বাংলাদেশ থেকে ৫৭ হাজার ৫৮৫ জন পবিত্র হজ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন। এরমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫৩ হাজার ৫৮৫ জন হজে যেতে পারবেন। আগামী ৩১ মে থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ অংশে সৌদি আরবের কিছু প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়ায় ৫ জুন থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হচ্ছে।

জট কাটাতে বাইডেন প্রশাসনের নতুন

(প্রথম পাতার পর)

যে এর পরের দিন মঙ্গলবার একটি ছোট পরিসরে শুরু হবে নতুন কর্মসূচী। প্রথম পর্যায়ে ইউএস অ্যাসাইলাম অফিসাররা প্রতি মাসে কয়েকশ মামলা শেষ করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিচার বিভাগ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের সাথে পরিকল্পনাটি নিয়ে আলাপকালেবলেছেন, প্রাথমিকভাবে, শুধুমাত্র আশ্রয় প্রার্থীদের যারা যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত দিয়ে ইন্সপেকশনের মাধ্যমে বোস্টন, লস অ্যাঞ্জেলেস, মায়ামী, নিউ ইয়র্ক, বা সান ফ্রান্সিসকোর কাছাকাছি বসবাস করার পরিকল্পনা করেছে তাদের নতুন প্রোগ্রামে নথিভুক্ত করা হবে। যার লক্ষ্য বর্তমান বছর থেকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অপেক্ষাকে সংকুচিত করা। ২২ মে, ২০২২-এ টেক্সাসের ঈগল পাসে যুক্তরাষ্ট্র বর্ডার পেট্রোল এবং ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যরা অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করে। যদিও এটি প্রাথমিকভাবে সীমিত আকারে প্রয়োগ করা হবে। এটি হচ্ছে বর্তমান ব্যাপকভাবে জটযুক্ত রাজ

নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলে চান্স পাওয়া মামুন'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষার্থীদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান







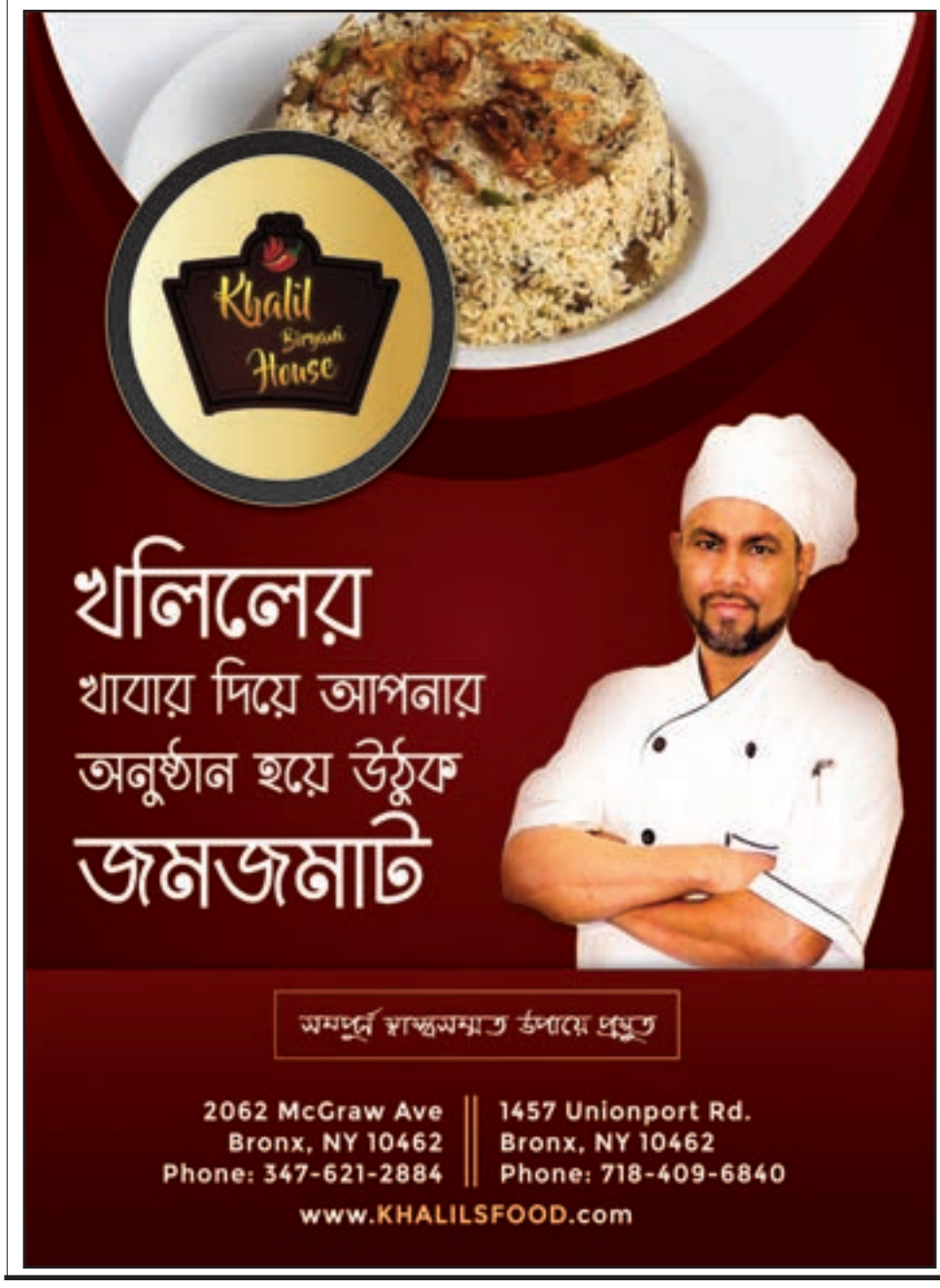
বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলে চান্স পাওয়া মামুন'স টিউটোরিয়ালের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ২২ মে রোববার বিকেলে বাংলাদেশী মেধাবী প্রজন্মের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসের সুবিশাল মিলনায়তন। ২০২২ সালে এসব মেধাবী শিক্ষার্থীরা নিজেদের জায়গা করে নেয় নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড স্কুলগুলোতে। নিউইয়র্কের অন্যতম টিউটোরিং সেন্টার মামুন'স টিউটোলিয়ালের প্রিন্সিপ্যাল শেখ আল মামুন অতিথিদের সাথে নিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট ও মেডেল তুলে দেন। মেধাবীদের কলকাকলীতে মুখর এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউজার্সী প্লেইন্স বরোর কাউন্সিলম্যান ও মুক্তিযোদ্ধা-বিজ্ঞানী ড. নূরন নবী, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীওমেন কারিনাজ রেইস ও কাউন্সিলওমেন আমান্ডা ফারিয়াজ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন টিউটোরিয়ালের ইংরেজী শিক্ষক জনস স্কট, প্রিন্সিপ্যাল শেখ আল মামুনের পিতা মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খলিলুর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, বিএসসি'র সভাপতি মোহাম্মদ এন মজুমদার, আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি আব্দুস শহীদ, খলিল ফুডস'র কর্ণধার মোঃ খলিলুর রহমান, ব্যান্ডস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম মিয়া, বিবিএ'র সাবেক সভাপতি এ ইসলাম মামুন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মুকিত চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও স্পেশালাইজড হাইস্কুল, হার্ভাড, কর্ণেল সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবরাও বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব মাওলানা মো. মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্পেশালাইজড হাইস্কুলে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীরা মেডেল ও সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে সুশিক্ষা ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য তারা প্রিন্সিপ্যাল শেখ আল মামুনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারা বলেন, এ পর্যায়ে আসতে মামুন'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। এ সফলতায় আমাদের পরিবারের পাশাপাশি মামুন টিউটোরিয়ালের অবদান রয়েছে অনেক।

অভিভাবকরাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন মামুন'স টিউটোরিয়াল ও শেখ আল মামুননের অবদানের কথা। তারা মামুন'স টিউটোরিয়ালের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মামুন'স টিউটোরিয়ালের সঠিক শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা পেয়ে তাদের সন্তানরা আজ এ পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

এসময় মামুন'স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপ্যাল শেখ আল মামুন সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমরা শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কাজ করি। তিনি বলেন, হাইস্কুলেই একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে যায়। অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, শুধু ভাল হাইস্কুলে ভর্তি হলেই আপনাদের দায়িত্ব শেষ না। ভবিষ্যতের জন্য আরো সচেতন ও সজাগ থাকাতে হবে। ড. মনিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বাংলাদেশী মেধাবী প্রজন্মের অসামান্য সাফল্যের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন টিউটোরিয়ালের ডাইরেক্টর ডা. নাহিদ খান।







২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:
40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377
Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

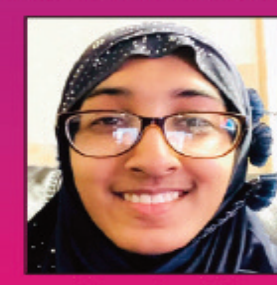


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School

SHAH NAWAZ 2022

A SHAH VOTE IS A SURE VOTE

VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A

TUE
JUNE 28
2022

FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT

Shah Nawaz ShahNawazDistrictLeader@gmail.com 646-591-8396
www.shahnawaz.nyc

Paid for by Friends for Shah Nawaz

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচন ২০২২, রবিবার ৫ জুন

"দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির দেশ
নতুন করে সাজিয়ে দেবো সবাই মিলেমিশে"



সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা

- সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, উপদেষ্টা, নির্বাচন কমিশনার সদস্য গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
  বাংলাদেশ বিচারীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি যুক্তরাষ্ট্র
- কার্যকরী সদস্য
  কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
- প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
  এবি টিভি ও এবি মিডিয়া গ্রুপ

B1

একতা, ভালোবাসা আর কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক কে জালালাবাদ বাসীর কাছে যেন
প্রাণের সংগঠন হিসেবে স্থান করে দিতে পারি এটাই আমার লক্ষ্য এটাই আমার দৃঢ় সংকল্প

মাসুদুল হক ছানু

সভাপতি পদ প্রার্থী

MASHUDUL HAQUE SANU • President Candidate

আপনাদের দোয়া ও ভোট প্রার্থী

Please cast your vote for Mashudul Haque Sanu

প্রচারে: সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী বৃন্দ

২০২২
সালের প্রাথমিক নির্বাচন

এই বছর, নিউ ইয়র্ক শহরে দুইটি
প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে:
জুন এবং অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন ভোট দেয়ার জন্য অপেক্ষা না করে,
অগ্রিম ভোট দিন!

- ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন রয়েছে
- ভোট দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও ভোট দিতে পারবেন
- দ্রুত চেক ইন করার জন্য আপনার ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন

আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা এবং ভোট দেয়ার সময়সূচী জানার জন্য
VOTE.NYC দেখুন অথবা **866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন

জুন মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৮ জুন থেকে ২৬ জুন, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৮ জুন, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:

- গভর্নর
- লেফটেন্যান্ট গভর্নর
- স্টেট অ্যাসেম্বলি
- বিচারক
- দলীয় পদ

অগাস্ট মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:

- কংগ্রেস প্রতিনিধি
- স্টেট সিনেটর

VOTE NYC Board of Elections City of New York





সাহিত্য সাময়িকী

বোধ
বিমল গুহ

মানুষ সহজে দেখে বস্তুবিশ্ব, প্রকৃতির রূপ
তবুও অনেক কিছু দৃশ্যের অতীত থেকে যায়– যেমন বাতাস,
এমন অনেক কিছু প্রকৃতির পৃষ্ঠাজুড়ে আছে
এমন অনেক কিছু মানুষের দৃষ্টির অতীত!
বিপরীতে জলজ প্রাণীর কথা যদি ভাবি–
বুঝি, পানির আকার তার দৃশ্যমান নয়
তাদের দৃষ্টিকে শুধু ঢেকে রাখে বাতাসের রং অক্সিজেন গ্যাসীয় বলয়
এমন অনেক কিছু আছে পৃথিবীর অস্তিত্বে লুকানো!

এই গ্রহ, চাঁদ, তারা, রাতের কুহক, বারিপাত, ঝড়ঝঞ্জা
মানুষের দৃষ্টির সীমায় দুলে ওঠে; এমনকি
আকাশের দীর্ঘ শোভাজুড়ে ফুটে ওঠে মেঘ, তেমনি
মাটির গন্ধে থরে থরে জারুল, বকুল, যুঁই, রজনীগন্ধার রূপ
ফোটে দিবালোকে; মনোহর বোধে যার ঠাঁই
এই বোধ চির জাগ্রত আদিশোভা!
হাসপাতালের বেডে শুয়ে দেখেছি সেদিন
আকাশ নীলিমা জুড়ে প্রস্ফুটিত নতুন বাগান বর্ণময়!
তখন আমার স্নায়ু, নাসারন্ধ্র গন্ধহীন ভোতা– তাই

চোখে যা দেখেছি তার রূপ তুলে আনি বিস্ফারিত চোখে
লিখে রাখি দীর্ঘ সাদাপৃষ্ঠা জুড়ে রাত্রিদিন ।

বাউল জীবন
সোহরাব পাশা

ভোরবেলা শুনি গান ভেঙে গেছে

ভেঙে যাচ্ছে ছন্দ রাত্রি-দিনের কাহিনি,
কুয়াশা বিব্রত করে মৃত রোদ- ছায়া
রাত্রিকে যায় না চেনা অদ্ভুত নিষ্প্রভ
রহস্য জড়িয়ে রেখে যেভাবে নারীরা
তার ভেতর খোলে না
জল ও আগুন রাখে চোখে;

মানুষের গল্প শুকনো পাতার মতো উড়ে যায়
বাতাস তো চিরকাল চর্চা করে শূন্য কোলাহল,
কোথাও পাতা ঝরা শব্দে মনের ভেতর
ছায়া পড়ে

রোদ উঠে হারানো পুরোনো স্তব্ধ পথে
নিঃস্বতার কষ্টগুলো এভাবেই উপহাস করে
নিভৃত দহনে পোড়ে স্বপ্নের কুসুম
প্রতিদিন মৃত্যু বুকে হেঁটে যায় বাউল জীবন ।

সুখ ও সুবিধা
হাফিজ রশিদ খান

সুখ-সুবিধার আশায় তোমার মুখ ভুলে যাচ্ছি, পিতা
তুমি তো অখন্ড মন আর চেতনার কথা বলেছিলে

তোমার পুত্র ও কন্যারা এখন ছোটো-ছোটো ঘর
নিবু-নিবু প্রদীপের সলতেয়
আরও কিছু সুযোগ সন্ধানে
বিভক্তির চোরাপথে হাঁটে

গিরিপথে, নদীর উজানে
ঘামঝরা তুমি যখন চলতে আমাদের সঙ্গে নিয়ে
সেই বিশ্রামের ক্ষণে
অপরূপ প্রান্তিক ছায়ায়
তোমার উজ্জ্বল ভাষণ, সরল
দৃষ্টান্তমূলক জ্ঞানময় হাতের ইশারা
অনুসরণ করবো, শপথ নিয়েছিলাম

আমরা কি আরও ক্ষুদ্র হবো, পিতা?

নিজের গায়ের চামড়ায়
পিস্তলের খাপ হবো

চিহ্নিত শত্রু ও অপদেবতার ...

অন্তরীপ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রপানের লোভে প্রথাগত আমি আমাদের
অনুভবচিত্র লুকিয়ে রাখছি দর্শকের মাঝে
নি:সঙ্গ সম্ভাবনা নিয়ে দগ্ধ পথিকের ন্যায়
ভেবেছিলাম একটি নিরিবিলি ভূমিকা বানাব

নির্বিকার স্নায়ু আবহমান স্রোতের মুখে জমে
সপ্রতিভ হয়ে অনায়াসে বাৎসল্য হতে পারে

পরিপূরণের দাবি মেনে নিসর্গ দেয়াল ভূমি
পিপাসার পূণ্যফল নামে সঞ্চারি মেঘের দিকে
নিজস্ব ছায়ার আয়োজনে আনে অসম্ভব ফুল
অস্তিত্বের কাঙাল আকাঙ্খা, আর আবেগের মুখ

কিন্তু সতর্ক আমাকে বাধা দেয় শ্রীমুখ সম্মুখে
দেখি উচ্ছ্বাস, ফেনিল প্রবাহমান শরীর জল
পাথরের নৈ:শব্দ্য, আস্তরণ, সারি সারি বালি ।

তোমার সুখের দিকে চেয়ে আছে আমার অসুখ
পরাজয় যা কিছু তা স্বীকার করি আত্মজ নাম ।

বাগান আমার স্বর্গ
আবু আফজাল সালেহ

আমার বাগানের গোলাপ
আমার হৃদয়ে কাঁটার গুচ্ছ
মিষ্টি মিষ্টি সাদা পদ্ম
আমার প্রেম শোভাময় শান্তির ।

ওহ, আমার কৃষ্ণচূড়া
রোদ্দুরে উজ্জ্বল নক্ষত্র
আমার মিষ্টি ডেইজিগুলো
তোমার স্নেহময় মাধুর্য ।

এই জারুলগুলো এই পারুলগুলো
আমার বেগুনি হিংস্রতার স্পর্শ
নীল আইরিসের জন্য
আমার ছায়াময় চোখের ভেতরে আটকে আছে ।

কোন এক পড়ন্ত বিকেলে
এস এম রাকিব

যদি কোন নির্জন পড়ন্ত বিকেলে শুকনো পাতার মত এসে
- তোমার হৃদয় ছুঁয়ে যাই?
যদি মাধবী লতার বন থেকে বিপুল গন্ধ এনে
তোমাকে দিই?
যদি বসন্তের প্রতিটা রঙিন ফুল তোমার ফুলশয্যায় ছড়িয়ে দিই?
যদি অস্ফুট গোলাপের কোমল পাপড়ির মসৃণ লাবন্য দিয়ে
তোমার অনুভূতির প্রতিটা কণায় কণায় শিহরণ তুলি?
অবশেষে যদি হৃদয় উজাড় করে বলি
আমি তোমাকে ভালবাসি
আমাকে ফিরিয়ে দেবে নাতো?

আদরের ঐতিহ্যে তোমার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে
কেঁপে কেঁপে আবার থেমে যায় ।
অস্পষ্ট অন্ধকারে তুমি আমার মাঝে
হারিয়ে যাও-
এর পরও কি তুমি পারবে আমার হৃদয় থেকে
মুছে নিতে- বিকেলের সবটুকু রঙ?



ঘরের মাঠে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : আইসিসি নারী ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপের আগের দুই আসরে খেলা হয়েছিল ৮ দল নিয়ে। আগামী মাস থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় আসর। তার ঠিক আগে আইসিসি জানাল, এবারের আসরে খেলবে বাংলাদেশ, সঙ্গে যোগ হয়েছে আয়ারল্যান্ডও।

এবার ওয়ানডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলবে বাংলাদেশ। দেশের মাটিতে তাদের অপর তিন প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।

এ ছাড়া দেশের বাইরে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ নারী দল।

আইসিসি বুধবার ২০২২-২৫ চক্রের ফরম্যাট ও সিরিজের বিস্তারিত প্রকাশ করেছে।

তবে কবে কখন হবে সিরিজগুলো, তা অবশ্য জানায়নি আইসিসি। আগামী ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তান শ্রীলংকার তিন ম্যাচের সিরিজ দিয়ে শুরু হবে এই সিরিজ।

আগামী নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের খেলা নিশ্চিত হয়েছিল আগেই। চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় আসর হবে এটি। বাংলাদেশ খেলবে এই প্রথম। এবার টুর্নামেন্ট হবে দশ দল নিয়ে। প্রতিটি দল আগামী তিন বছরে আটটি তিন ম্যাচের সিরিজ (চারটি হোম ও চারটি অ্যাওয়ে) খেলবে। চক্রের শেষে শীর্ষ পাঁচটি দল ও স্বাগতিকরা ২০২৫ বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা পাবে।

নারী চ্যাম্পিয়নশিপে দলের সংখ্যা বাড়াতে চায় আইসিসি।

সেই পরিকল্পনায় নতুন পাঁচ দেশকে ওয়ানডে স্ট্যাটাস দিয়েছে আইসিসি। তারা হলো– নেদারল্যান্ডস, পাপুয়া নিউগিনি, থাইল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র।

এ বিষয়ে সংস্থাটির প্রধান কার্যনির্বাহী জিওফ অ্যালার্ডাইস বলেছেন, 'আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নশিপে দল বাড়ানো আর পাঁচ দলকে ওয়ানডে স্ট্যাটাস দেওয়াটা নারীদের খেলাটাকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে আমাদের। আরও বেশি দল নিয়মিত খেলার ফলে আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিস্থিতির তৈরি হবে, যেমনটা আমরা দেখেছিলাম নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে।

যে কারণে সুজনকে 'চাচা' ডাকেন ডোনাল্ড

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : বাংলাদেশ ক্রিকেটের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ খালেদ মাহমুদ সুজন। দীর্ঘদিন জাতীয় দলে খেলে বিসিবির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

সুজনকে জাতীয় দলের ক্রিকেটার থেকে শুরু করে কোচিং স্টাফরা চাচা বলে ডাকেন।

ছেলেদের মুখে চাচা ডাক শুনে বিদেশি কোচরাও সুজনকে সে নামেই ডাকা শুরু করেন। বর্তমান হেড রাসেল ডমিঙ্গোও সুজনকে চাচা সম্বোধন করেন।

এর ব্যত্যয় ঘটেনি বাংলাদেশ দলে নতুন যোগ দেওয়া পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডের বেলায়ও।



বুধবার সংবাদ সম্মেলনে সুজনকে চাচা হিসেবে সম্বোধন করেন এ সাবেক প্রোটিয়া পেসার।

মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ডোনাল্ডকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশ দলের পেসারদের শেখানোর ক্ষেত্রে তাকে ভাষাজনিত কোনো সমস্যায় পড়তে হয় কিনা?

এর জবাবে ডোনাল্ড বলেন, 'আমি আগে এটি নিশ্চিত করি, সবসময় চাচা যেন আমার আশপাশে কাছাকাছি থাকে। আমার বার্তাটা যেন পেসাররা ঠিকঠাক পায় এটি আগে নিশ্চিত করি। আমরা বাইরে তেমন কথা বলি না। তবে প্রতিটি বিরতিতে ড্রেসিংরুমে কথা বলি।'

ডোনাল্ডের এমন জবাবের পর পরই সাংবাদিকদের প্রশ্ন– খালেদ মাহমুদ সুজনকে চাচা ডাকলেন কেন?

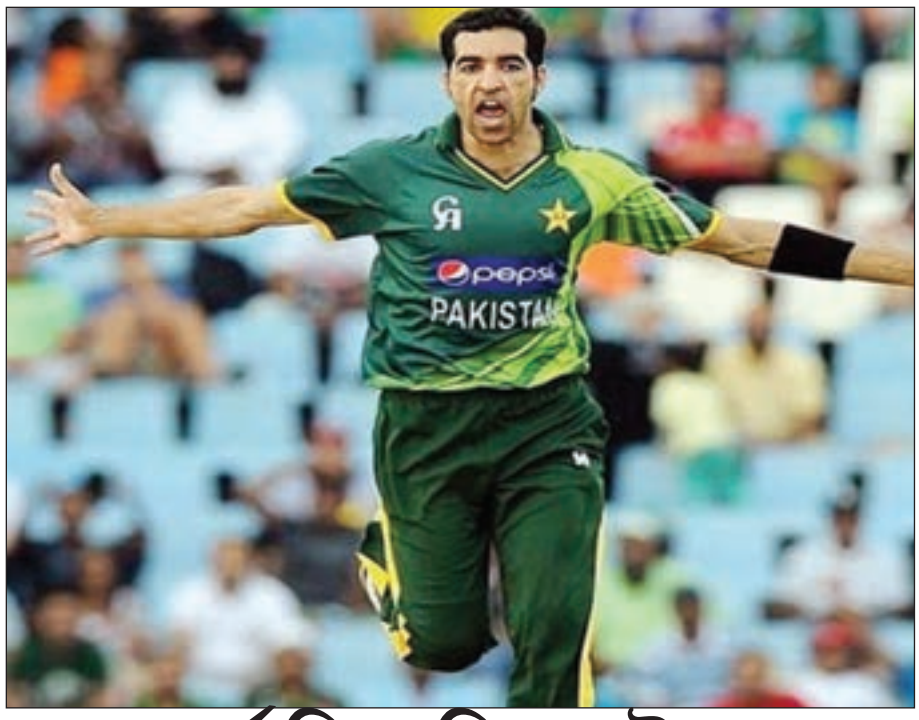
এর উত্তর দিতে গিয়ে সুজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন ডোনাল্ড।

বলেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, তাকে যেন চাচা ডাকি। বাংলাদেশ যখন প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিল, তখন আমি এই ছোটখাটো গড়নের মিডিয়াম পেসারকে দেখেছি। তখন সে বেশ বর্ণিল চরিত্রের ছিল। তাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল।'

প্রোটিয়া কোচ বলেন, 'তার (সুজন) মধ্যে পিতৃত্বসুলভ গুণাবলি রয়েছে। দলের সব খেলোয়াড় তাকে শ্রদ্ধা করে। যে কোনো পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য দারুণ ব্যক্তি সে। আপনার যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, চাচা সেটি সহজেই করে দেন।'

শুরুতে চাচা সুজনের সাহায্য নিতে হলেও এখন তেমনটির প্রয়োজন পড়ছে না। পেসার খালেদ আহমেদ ও এবাদত হোসেনরা ইংরেজি কথাও ঠিকঠাক ধরতে পারছেন বলে জানালেন ডোনাল্ড।

টাইগারদের পেস বোলিং কোচ বলেন, 'এখন তারা বুঝতে শুরু করেছে। ইংরেজি কথার মূলভাবটা ধরতে পারছে খালেদ-এবাদতরা। তাই আমি মনে করি বার্তাটা যথাযথ হওয়া উচিত। তাই কৌশলগত পরিকল্পনার সময় আমরা আলোচনা সহজ রাখতে চেষ্টা করি। যাতে কিছু জটিল না হয়।'



আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন ইনিংস শুরু উমর গুলের

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন ইনিংস শুরু করতে যাচ্ছেন উমর গুল।

এক বছরের চুক্তিতে আফগানিস্তান দলের নতুন বোলিং কোচ হয়েছেন পাকিস্তানের এই সাবেক তারকা পেসার। চুক্তির মেয়াদ এ বছরের শেষ পর্যন্ত।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, জুনে জিম্বাবুয়েতে সাদা বলের সিরিজ দিয়ে শুরু হবে গুলের কোচ জীবন। আফ্রিকার দলটির বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ থেকেই রশিদ খানদের দায়িত্ব নেবেন গুল।

আন্তর্জাতিকে অভিষেক বলা হলেও কোচ হিসেবে অভিজ্ঞতা অনেক আগেই অর্জন করেছেন গুল।

গত বছর পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসের বোলিং কোচ হিসাবে শুরু হয় গুলের কোচিং ক্যারিয়ার।

গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানদের ক্যাম্পে বোলিং পরামর্শক হিসাবে কাজ করেন গুল। ওই ক্যাম্পে আফগান দলের ব্যাটিং উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ইউনুস খানকে।

সেখানেই গুলের কাজ আপ্লুত করে আফগান বোর্ডকে। উমরকে তার পরেই পাকাপাকিভাবে বোলিং কোচের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় এবং তিনি সম্মত হন দায়িত্ব নিতে।

প্রসঙ্গত, ৩৯ বছর বয়সি উমর গুল পাকিস্তানের হয়ে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২৩৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তার সাফল্য ছিল নজরকাড়া। ১৩০টি ওয়ান ডে ম্যাচে গুল ১৭৯টি উইকেট নিয়েছেন। ৬০টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যা ৮৫। এ ছাড়া ৪৭টি টেস্টে উমর ১৬৩টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। গুল ২০০৭ ও ২০০৯ টি-২০ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন।

রিয়ালকে হারিয়ে ফাইনালে বার্সা

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে হারের পর তা সামলে নেওয়ার জন্য খুব বেশি সময় ছিল না বার্সেলোনার নারী দলের সামনে। কোপা দে লা রেইনার সেমিফাইনালে, যেখানে আবার প্রতিপক্ষ ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। তবে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে ফিরতেই দাপুটে সেই রূপে ফিরেছেন অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াসরা। ৪-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের নারী দলকে।

এস্তাদিও মিউনিসিপাল দে সান্তো দমিঙ্গোয় ম্যাচটির আগে দলটি পায় দুঃসংবাদ, চোটের কারণে ছিটকে যান জেনি এরমোসো ও মেরিতেক্স মুনইয়োজ। তবে তাদের ছাড়াও যে দল গড়ে নেমেছে বার্সা, তা ১০ দিনের বিশ্রাম পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ম্যাচটায় শুরু থেকেই বার্সেলোনা ভালো অবস্থানে ছিল। দুবার শট প্রতিহত হয়েছে ক্রসবারে, এর পর রিয়াল গোলরক্ষক মিসাও দারুণ কিছু সেভ দিয়ে বার্সেলোনাকে অপেক্ষায় রেখেছিলেন। তবে ১৯ মিনিটে অবশেষে প্রথম গোলের দেখা পায় রিয়াল মাদ্রিদ। পুতেয়াসের ক্রস থেকে মাদ্রিদের জালে বল জড়ান লেইকে মার্তেনস।

প্রথমার্ধে আরও কিছু সুযোগ পেয়েছিল বার্সা। তবে কাজে লাগাতে পারেনি একটিও। ফলে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় দলটি। বিরতি থেকে ফিরেই অবশ্য গোলের দেখা পেয়ে যায় বার্সা, আসিস্তাত অশোয়ালার দারুণ একটা চেষ্টা ঠেকিয়ে দেন রিয়াল গোলরক্ষক, আইতানা বোনমাতির ফিরতি চেষ্টায় দ্বিতীয় গোল পায় বার্সা। এর মিনিট চারেক পরই তৃতীয় গোল নিয়ে ম্যাচটা রিয়ালের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায় বার্সা। মার্তেনসের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করে বসেন মারিওনা কালদেনতে।

এর পরও থামেনি বার্সার আক্রমণ। ৭৫ মিনিটে অশোয়ালার দারুণ এক গোলে ৪-০ গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। ম্যাচটি শেষ করে সেই ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই। তাতেই দলটি পৌঁছে যায় কোপা দে লা রেইনার ফাইনালে। আগামী রোববারের ফাইনালে অ্যালেক্সিয়াদের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং হুয়েলভা।





সিয়াম-পূজার 'শান' এবার প্যারিসে

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : সিয়াম-পূজার দর্শকদের জন্য সুখবর। ঈদের আগে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় একযোগে মুক্তি পাওয়ার এই জুটির ছবি 'শান' এবার মুক্তি পাচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিসে।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত পুলিশি অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা 'শান' আগামীকাল শুক্রবার থেকে প্যারিসের গোমো সেন্ট ড্যানি ও পাথে লা ভিলেত হলে প্রদর্শন করা হবে।

ফ্রান্সে সিনেমাটি পরিবেশন করছে দেসি এন্টারটেইনমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার রাব্বানী খান বলেন, 'আমরা আপাতত প্যারিস শহরতলীর দুটি থিয়েটারে মুক্তি দিচ্ছি সিনেমাটি। পরের সপ্তাহে তুলুজে রিলিজের সম্ভাবনা আছে। দুটি হলে প্রথম সপ্তাহে ১৮টি শো দেখানো হবে। দর্শকদের সাড়া পেলে পরবর্তীতে শো আরও বাড়ানো হবে।'

'শান' সিনেমা পরিচালনা করেছেন তরুণ নির্মাতা এম রাহিম। জুটি বেঁধেছেন সিয়াম আহমেদ ও পূজা চেরি। সিনেমাটির গল্প লিখেছেন প্রযোজক আজাদ খান। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন যৌথভাবে আজাদ খান ও নাজিম উদ দৌলা।

সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন তাসকিন রহমান, সৈয়দ হাসান ইমাম, চম্পা, অরুণা বিশ্বাস প্রমুখ।

ডলি জহুর ও ফারজানা ছবির আবেগঘন আড্ডা

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : দেশবরেণ্য জনপ্রিয় অভিনেত্রী ডলি জহুর। নাটকে অভিনয় করে যেমন তিনি নাটকপ্রেমী দর্শককে মুগ্ধ করেছেন ঠিক তেমনি সিনেমাতে অভিনয় করেও তিনি সিনেমাপ্রেমী দর্শকের ভালোবাসায় তিনি নিজেকে সিক্ত করেছেন। অনেক দর্শকের কাছে মা চরিত্রে ডলি জহুরই প্রাধান্য পেয়ে



থাকেন। তার আবেগঘন অভিনয় দর্শককে অশ্রুসিক্ত করে।

একজন ডলি জহুর যখন কোনো অভিনয়শিল্পীর অভিনয় ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেন তখন তা সেই শিল্পীর জন্য অনেক বড় প্রাপ্তির হয়ে দাঁড়ায়। ডলি জহুর নন্দিত নাট্যাভিনেত্রী ফারজানা ছবিকে নিয়ে এমনই ভালোলাগার কিছু কথা প্রকাশ করেছেন।

ডলি জহুর বলেন, ফারজানা ছবি খুব ভালো অভিনয় করে। একদম ন্যাচারাল অ্যাক্টিং করে। তার মতো আরো কয়েকজন শিল্পী আছে যেমন ছন্দা। তারা ন্যাচারাল অ্যাক্টিংয়ে আনপ্যারালাল। তো, ছবির অ্যাক্টিং এ কারণেই আমার ভালো লাগে। তার সঙ্গে অভিনয় করতেও আমার ভালোলাগে। আর তার ব্যক্তিত্বও ভালো লাগার মতো। অভিনয় জীবনে যেমন সফল, ব্যক্তি জীবনেও সফল ছবি।

কিছুদিন আগে বিটিভিতে প্রচারের জন্য নির্মিথ হয় নাটক 'মধুবাগের মন্টু ভাই' নামের একটি নাটক। এই নাটকে দীর্ঘদিন পর ডলি জহুরের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ হয় ফারজানা ছবির। সেই নাটকের শুটিংয়ে ডলি জহুরের দেয়া শাড়ি পরেন ছবি। সেই শাড়ি পরে শুটিং করেন এবং তারসঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও তুলেন।

ডলি জহুর প্রসঙ্গে ফারজানা ছবি বলেন, একজন ডলি জহুর আমাদের বাংলাদেশের অভিনয় দুনিয়ার গর্ব। তার মতো ভার্সেটাইল অভিনেত্রীর জন্ম যুগে যুগে হয় না। আমরা হয়তো বা তাকে যথাযথ সম্মান দিতে পারি না, কিন্তু আমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করি তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেবার চেষ্টা করি, ভীষণ শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। আল্লাহ ডলি আপাকে সবসময় ভালো রাখুন।

কঙ্গনার পর এবার দীপিকার জুটি শাশ্বত চ্যাটার্জি

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : টালিউডের পাশাপাশি বলিউডেও একের পর এক ছবিতে অভিনয় করছেন শাশ্বত চ্যাটার্জি। কখনো কঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে, কখনো বিদ্যা বালান, আবার কখনো রণবীর ও ক্যাটরিনার সঙ্গে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। আর এবার এই অভিনেতাকে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে।



জানা গেছে, পরিচালক নাগ অশ্বিনের ছবিতে দীপিকার সঙ্গে দেখা যাবে শাশ্বতকে। সঙ্গে থাকছেন 'বাহুবলী'খ্যাত অভিনেতা প্রভাসও। শোনা যাচ্ছে অমিতাভ বচ্চনও রয়েছেন এ ছবিতে।

সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাশ্বত বলেন, 'হায়দরাবাদে দীপিকার সঙ্গে একদিনের শুট হয়েছে। দীপিকা দারুণ প্রফেশনাল। শটের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেও, এক মুখ হাসি। আমি দীপিকাকে জানাই, আমার মেয়ে তার দারুণ ভক্ত। সঙ্গে সঙ্গে দীপিকা তার নিজের একটি ছবিতে অটোগ্রাফ করে আমার মেয়েকে দিতে বলেন। আমার মেয়ে তো সেই ছবি পেয়ে আপ্লুত।'

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শাশ্বতের অভিনীত ধাকড়। এই ছবিতে কঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়লেও শাশ্বতর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে।

অন্যদিকে শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে শাশ্বতর অভিনীত ছবি 'তীরন্দাজ শবর'। চার বছর পর পর্দায় ফিরছে 'শবর'। ফের শীর্ষেন্দু মুখার্জির রহস্য ঘেরা গল্প জীবন্ত হয়ে উঠবে সিনেমার পর্দায়। ফের দেখা যাবে লাল বাজারের দুঁদে গোয়েন্দা শবর দাশগুপ্তকে।

বরাবরেই মতো শবরের ভূমিকায় রয়েছে শাশ্বত চ্যাটার্জি। সঙ্গে রয়েছেন শবরের সহকারী ওরফে শুভ্রজিৎ দত্ত। এ ছাড়া এই ছবিতে অভিনয় করেছেন চন্দন সেন, দেবলীনা কুমার, পৌলমী দাস। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন নাইজেল আকারা।



টেলিভিশনে নাটকের কদর কমছে

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : স্বাধীনতার পর থেকে দেশের দর্শকের ঘরোয়া বিনোদন মাধ্যম ছিল শুধু টিভি নাটক। একটি মাত্র চ্যানেলের (বিটিভি) মাধ্যমে তখন বিনোদনের চাহিদা পূরণ করা হতো। দীর্ঘ সময় এ চ্যানেলটি দর্শকের বিনোদন চাহিদা পূরণ করে এসেছে। কিন্তু একুশ শতকের শুরুতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার শুরু হলে নাটক নির্মাণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে দর্শকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। আগে বিটিভিতে সাপ্তাহিক নাটক প্রচার হলেও পরে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো প্রতিদিন নাটক প্রচার করতে শুরু করে। নিত্য নতুন গল্প, নির্মাণে বৈচিত্র্য এবং দক্ষ অভিনয়শিল্পীর সমন্বয়ে নাটকগুলো নির্মিত হতে থাকে। এতে করে অল্প সময়ের মধ্যেই টিভি নাটকের প্রসার লাভ করতে থাকে। এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই অভিনয়শিল্পীর পেশায় নাম লেখান। বাড়তে থাকে নাটকের জৌলুশ।

সাম্প্রতিক সময় সেই গৌরব হারাতে বসেছে টিভি নাটক। এর জন্য প্রায় সব পক্ষই দায়ী। বাজেট স্বল্পতা, গল্পের দুর্বলতা, আনকোরা অভিনয়শিল্পী নিয়ে কাজ করা এবং লাগামহীন বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণে দর্শক টিভিতে প্রচারিত নাটক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেন। এসব দর্শক বিকল্প বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে অনলাইনকেই বেছে নিয়েছেন। কারণ, অনলাইনেই সুবিধাজনক সময়ে নাটক দেখে নিতে পারছেন তারা। টিভিতে নির্দিষ্ট সময় প্রচারের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে না তাদের। ফলে একঝাঁক তরুণ নির্মাতার পাশাপাশি কিছু নামি নির্মাতাও অনলাইনের দিকে ঝুঁকেছেন। এতে করে টিভিতে প্রচারিত নাটকের প্রতি মানুষের আগ্রহ একেবারেই কমে গেছে। এ মাধ্যমে প্রচারিত নাটকও হয়ে পড়ছে বৈচিত্র্যহীন। শুধু উৎসবকেন্দ্রিক সময়গুলোতে কিছুটা বৈচিত্র্য কিংবা দর্শকের পছন্দের কথা মাথায় রেখে নাটক প্রচারের চেষ্টা করে টিভি চ্যানেলগুলো।

দর্শক হারালেও এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ কিংবা নির্মাতারা। অন্যদিকে কথিত আছে টিভির নাটকগুলোর নিয়ন্ত্রণ এখন কিছু এজেন্সির কাছে। তারাই গল্প এবং অভিনয়শিল্পী ঠিক করে দিচ্ছেন। এতে করে মানের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অনেকেই বলেন, বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্যই এখন নাটক প্রচার করা হয়। এ নিয়ে দর্শক থেকে শুরু করে প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পীরাও বিব্রত। প্রথম সারির অভিনয়শিল্পীরাও টিভি নাটক নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। নাট্যাভিনেত্রী সুমাইয়া শিমু এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অনলাইনে নাটক প্রচারের কারণে কিছু দর্শক টিভি থেকে হয়তো সরে গেছে। এটা স্বাভাবিক বিষয়ই মনে হয় আমার কাছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। তবে টিভি নাটককে যেন আরও সময়োপযোগী করা যায়, এ জন্য সংশিষ্ট সবার কাজ করা উচিত। তরুণ দর্শকের সঙ্গে এখন বয়স্করাও কিন্তু অনলাইনে ঝুঁকেছেন। টিভিতে নাটক প্রচারকালীন বিজ্ঞাপন প্রচার সীমিত করতে হবে। টিভি নাটকের এ সময়ে এসে আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে এটার গ্রহণযোগ্যতা আরও নিুমুখী হয়ে যেতে পারে।'

জনপ্রিয় অভিনেতা জাহিদ হাসান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ মাধ্যমে কাজ করা লোকদের আন্তরিকতা নাই। টিভি চ্যানেলগুলো দর্শকদের প্রতি আন্তরিক না হয়ে যদি বিরতিহীন বিজ্ঞাপন প্রচার করতে থাকে এবং অভিনয়শিল্পীদেরও যদি কাজের প্রতি দরদ না থাকে, যারা নির্মাতা তাদের যদি দায়বদ্ধতা না থাকে তাহলে এমন অবস্থা তো হবেই। বিষয়টি নিয়ে সবারই সতর্ক হওয়া উচিত।'

'ইদানীং টিভি নাটকের দর্শক কমে যাওয়াটা বেশ নেতিবাচক বিষয়। এর জন্য টিভি চ্যানেলগুলোরও দায় রয়েছে। কারণ টিভিতে নাটক প্রচারের সময় মাত্রাতিরিক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। তবে ইউটিউব কিংবা ওটিটিতে এ রকম কোনো বিড়ম্বনা নেই। দর্শক তার সময়মতো নাটক দেখে নিতে পারছেন। আর নির্মাতারা টিভির চেয়ে ইউটিউব থেকে বেশি আয় করতে পারছেন। তাই অনেক মেধাবী নির্মাতা এখন আর টিভিতে নাটক প্রচারের বিষয়ে আগ্রহী নন।'

- মামুনুর রশিদ, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব

'টিভি নাটকের দর্শক কমছে, এটি খুবই উদ্বেগের একটি বিষয়। এখন অনেক টিভি চ্যানেল সম্প্রচারে এসেছে। প্রচুর নাটকও তৈরি হচ্ছে। তবে কেন জানি টিভি থেকে দর্শক ইউটিউব, ওটিটিসহ অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে ঝুঁকছেন। টিভি নাটকের মূল দর্শক হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাদের টার্গেট করে এখানে নাটক নির্মাণ করতে হবে। তা ছাড়া টিভিতে দর্শক ধরে রাখার জন্য দীর্ঘ ধারাবাহিক নাটকের প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই দর্শক টিভিতে স্থির হবেন।'



‘পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র’

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : যুক্তরাষ্ট্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সস অঙ্গরাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে ১৯ শিক্ষার্থীসহ ২১ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ১০ দিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বন্দুক হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ওবামা বলেন, দেশজুড়ে বাবা-মায়েরা সন্তানদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিভিন্ন গল্প শোনান। ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনান। কিন্তু তাঁদের মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা চলতে থাকে। কাল সন্তানদের স্কুলে দিয়ে আসার পর, মুদিদোকানে নিয়ে যাওয়ার পর কিংবা অন্য যেকোনো জনপরিসরে রেখে আসার পর কী ঘটবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন তারা।

ওবামা বলেন, তিনি ও তার স্ত্রী নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন। এ বন্দুক হামলার ঘটনা নিয়ে ক্ষোভও জানিয়েছেন তিনি। বারাক ওবামা বলেন, স্যান্ডি হুকের ঘটনার প্রায় ১০ বছর এবং বাফেলোর ঘটনার ১০ দিন পর আমাদের দেশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আতঙ্কে নয়, বরং আগ্নেয়াস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক এবং একটি রাজনৈতিক দলের কারণে এমনটা হয়েছে। তারা এসব মর্মান্তিক ঘটনা ঠেকাতে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আগ্রহ দেখায়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক আগেই এ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হতো। যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

২০১৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বিবিসিকে ওবামা বলেন, তাঁর প্রশাসন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়েছে। একে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের মেয়াদকালের সবচেয়ে বড় হতাশা বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বিবিসির জন সোপেলকে তিনি বলেছিলেন, এ ইস্যুর সমাধান না করতে পারাটা আমাদের জন্য কষ্টকর।

গত মঙ্গলবার সাউথ টেক্সসের উভালদে শহরের যে স্কুলে হামলা চালানো হয়েছে, সেটির নাম রব এলিমেন্টারি স্কুল। এর আগে অঙ্গরাজ্যের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট জানিয়েছিলেন, গুলিতে ১ শিক্ষক ও ১৪ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। সালভাদর রামোস নামের ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ ওই হামলা চালিয়েছেন।

এ হামলার ১০ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাফেলোর একটি সুপারমার্কেটে গুলি চালানো হয়। এতে ১০ জন নিহত হন। ওই সময় যিনি গুলি চালিয়েছিলেন, তার বয়সও ছিল ১৮। পুলিশ ধারণা করছে- সেটি ছিল বিদ্বেষপ্রসূত অপরাধ।

যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে এর আগেও হামলা হয়েছে। তবে গত ১০ বছরে যেসব হামলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম টেক্সসের এ হামলা। এর আগে ২০১২ সালে কানেকটিকাটে একটি স্কুলে হামলা চালানো হয়। ওই হামলা ২০ শিশুসহ ২৬ জন নিহত হন। নিহত ওই শিশুদের বয়স ছিল ১০ বছরের মধ্যে। এছাড়া ২০১৮ সালে ফ্লোরিডার একটি স্কুলে হামলার ঘটনা ঘটে। ওই হামলায় ১৭ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিহত হন।



টেক্সসের স্কুলে হামলায় নিহত স্ত্রীর ‘শোকে’ মারা গেলেন স্বামী

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ মে : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সসের উভালদে রব এলিমেন্টারি স্কুলে ঢুকে মঙ্গলবার রাইফেল দিয়ে গুলি করে ১৯ শিশু শিক্ষার্থী ও ২ শিক্ষককে হত্যা করেন ১৮ বছর বয়সি সালভাদর রামোস। এ ঘটনার দুদিন পর নিহত শিক্ষিকা ইরমা গার্সিয়ার স্বামীও মারা গেলেন।

শুক্রবার এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, স্ত্রীর মৃত্যুর শোকে হার্টঅ্যাটাকে জো গার্সিয়ার মৃত্যু হয় বলে দাবি করা হয়েছে। নিহত ইরমা গত ২৩ বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। তিনি জো গার্সিয়া প্রায় ২৪ বছর আগে বিয়ে করেন এবং তাদের সংসারে চার সন্তান রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবারের এই বন্দুক হামলার পর এক সংবাদ সম্মেলনে টেক্সসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট জানিয়েছিলেন, ১৮ বছরের সালভাদর রামোস একাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। সেদিন পুলিশের গুলিতে সে নিজেও নিহত হয়।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

পরের ইস্যুর চাপে টিস্যুর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে আগের ইস্যু

রিন্টু আনোয়ার

মন্ত্রীর আত্মীয়দের টিকিট ছাড়াই ট্রেনে ওঠার পরামর্শ দেন এক কর্মকর্তা! তাদের সম্মান দেখিয়ে আবার এসি কামরায় বসানো হয়। গোল বাঁধান কোথাকার কোন টিটিই! জরিমানা করে বসেন মন্ত্রীর শ্যালকদের! ক্ষুব্ধ হন রেলমন্ত্রীর স্ত্রী। তাৎক্ষণিক বরখাস্ত হন টিকিট পরিদর্শক ওই টিটি!

অথচ রেলমন্ত্রীর আত্মীয়রা বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়েন এটি যেমন অপরাধ, সেসব আত্মীয়কে জরিমানা করায় একজন পরিদর্শকের বরখাস্ত হওয়া তার চেয়ে বড় অপরাধ। আবার ঘটনা অস্বীকার করা আরেক ধরনের অপরাধ। এ ঘটনা যেকোনো সভ্য দেশে ঘটলে রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হতো। আফসোস আমাদের দেশে এটি নজিরবিহীন।

হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করেন, অনিয়ম করেন কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু একবার যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সামান্যতম চেষ্টাও করেন, তা হলে আর রক্ষা নেই। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যদি কেউ কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এনে স্ট্যাটাস দেন তা হলেও তার খবর আছে।

এ দেশের সাধারণ মানুষের যত দুর্ভোগ যন্ত্রণাই হোক না কেন, আমাদের নীতিনির্ধারকদের তেমন কিছু যায়-আসে না? আবার তারা যদি হয় অসাধারণ কেউ, মানে মন্ত্রীর আত্মীয় এমনকি দূরের কোন শ্যালক-শ্যালিকাও, তা হলে তো আর কথাই নেই।

অবশ্য স্ত্রীর কান্ডে দেশজুড়ে সমালোচনার মুখে পড়া রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বিব্রতবোধ করে সম্প্রতি রেলভবনে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমি ১১ থেকে ১২ বছর ধরে এমপি, আমার একটা ক্যারিয়ার আছে। আর ৯ মাস হলো নতুন বিয়ে করেছি, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, এমনকি আমার নতুন স্ত্রী এখনো আমাকে বুঝে উঠতে পারেনি, আমি কী ধরনের মানুষ।' তাকে না জানিয়ে তার বউয়ের কাজটি করা 'ঠিক হয়নি' বলে স্বীকার করেন তিনি।

এ সময় তিনি যারা রেলের দায়িত্ব পালন করেন তাদেরকে যাত্রী সেবার প্রতি আরো মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বরখাস্ত করা সেই টিটিই শফিকুলের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।

একজন মন্ত্রী যে বিব্রত হয়েছেন, এটি যা-তা বিষয় নয়। বাংলাদেশের জন্য 'অনেক কিছু'। সব সম্ভবের দেশ বলা হলেও বাংলাদেশে মন্ত্রী বা ওই পর্যায়ের কারো বিব্রত হওয়ার কথা জানানোর সম্ভাবনা অপ্রচলিত ঘটনা; বরং কেউ তাদের বিব্রত হওয়ার মতো কিছু করলে জনমের শিক্ষা পেতে হয়। কিঞ্চিত ব্যতিক্রম হয়েছিল সাবেক রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বেলায়। নানান ঘটনার প্যাঁচে শিক্ষা দিতে পারেননি তিনি। আর সোজা হয়েই দাঁড়াতে পারেননি। পরে শয্যাশায়ী ও ইহলোক ত্যাগ। তার পরের জন মুজিবুল হককে বার্ধক্যে মহা আয়োজনে বিয়ে করে যমজ সন্তান জন্ম দিয়ে মিডিয়ায় শিরোনাম হলেও নানান ঘটনা বিশেষ করে তরুণী বধূর কিছু ক্রিয়াকর্মের জেরে নেতিয়ে পড়তে হয়। পরে আর মন্ত্রিত্ব পাননি। আছেন সংসদ সদস্য হিসেবে।

সুজনের বিব্রত হওয়া বা টিটিইর বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের ঘটনা শেষ হয়ে যায়নি। তদন্ত বাকি। তত দিন পর্যন্ত সামনে অন্য কোনো ঘটনা আসবে না বা আনা হবে না, বলা যায় না। পরের ইস্যুর চাপে টিস্যুর মতো মিলিয়ে যাবে আগের ইস্যু। অনেক বছর ধরে চলে আসছে এভাবেই। রেলমন্ত্রীর দ্বিতীয় স্ত্রীর স্বজনদের বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণে বাধা দেয়ার অপরাধে টিটিইর বরখাস্ত কাণ্ডের তেজে একই সময়ে ঘটা সেতুর টোল চাওয়ায় এমপি পুত্রের মারধর কাণ্ডের খবরটা মিডিয়ায় নিউজভ্যালু আদায় করতে পারেনি। রেলের মতো টোল মন্ত্রণালয় না থাকলেও কাণ্ডকীর্তি বিচারে ঘটনা ছোট নয়। পটুয়াখালীর সংরক্ষিত আসনের এমপি কাজী কানিজ সুলতানা হেলেনের ছেলে মাহিন তালুকদার জয়ও দেখিয়ে দিয়েছেন ক্ষমতা কী জিনিস! পায়রা সেতুতে বিনা টোলে চলে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। এতে বাধা দেয়ায় টোল আদায়কারীদের উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়েছেন জয় ও সঙ্গীরা। তাও পরপর দুই দফায়। প্রথম দফায় শিক্ষা নিতে না পারায় দ্বিতীয় দফায় শিক্ষা মুখস্থ করে ছাড়া হয়েছে। ট্রেনে মন্ত্রীর শ্বশুরকুলের লোকদের বিনা টিকিট কাণ্ডের তেজে সে সময় অনেকটা ঢাকা পড়ে যায় এমপি পুত্রের 'বিনা টোলকান্ড'।

বর্তমান সরকার দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকার কারণে শহর-বন্দর-জনপদে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই-ভাতিজা মিলিয়ে সরকারি দলের মাননীয়দের স্বজনকান্ডের তালিকা দিনকে দিন কেবল দীর্ঘ হচ্ছে। তারা যে যেখানে যা পারছেন অঘটন ঘটিয়ে দিচ্ছেন। সর্দি-কাশি, হাই-হাঁচির মতো মামুলি উপসর্গের আকারে তা হজম করতে হচ্ছে মানুষকে। আবার অবিরাম এত ঘটনার তোড়ে মানুষ তা ভুলেও যাচ্ছে। কোনটা বা কয়টা মনে রাখা যায়?

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে আরেক মাননীয়া পিনু খানের পুত্র রনির এলোপাতাড়ি গুলিতে নিরীহ দুই ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলেন অনেকেই। সাফাই গাইতে গিয়ে তখন বলা হয়েছিল, দোষ রনির নয়। দোষটি ছিল মদের। মদ খাওয়া অবস্থায় রনির মেজাজ ঠিক ছিল না। রিকশার জটে বিরক্ত হয়ে তিনি কালো রঙের আলিশান প্রাডো গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। তাও মানুষের ওপর নয়, রিকশার জটের ওপর। কিন্তু মরে গেছে মানুষ যদিও তিনি মানুষ মারতে চাননি বলে জানিয়েছেন!

গুলশানের ব্যস্ত সড়কে কার রেসিংয়ে মেতে ডা: ইকবালের ভাতিজা ফারহানের চারজনকে আধমরা করে ফেলার ঘটনাও তামাদি হয়ে গেছে সেই কবেই। কক্সবাজারের টেকনাফে আবদুর রহমান বদির পাঁচ ভাইয়ের সিনেম্যাটিক কান্ডকীর্তিও সেই তামাদি খাতায়।

হাজী সেলিম, ঠাকুরগাঁওয়ে দবিরুল ইসলাম বা কুষ্টিয়ায় আফাজ উদ্দীনের পুত্র বা টাঙ্গাইলে আমানুর রহমান খান রানার ভাইদের উৎপাতও বাসি ঘটনা। নতুন গজিয়েছে আরো অনেক। কোনো কোনোটি ঘটনার প্যাঁচে বা বেশি আনকমন হলে প্রচার পায়। বাঁশের চেয়ে বড় হয়ে যাওয়া কঞ্চিগুলোর কর্মকান্ড বেজায়গায় না হলে বা আইন প্রয়োগ করার অপরাধে সরকারি কর্মচারীর মতো ঘটনা ভাইরাল না হলে সমস্যা হয় না। মন্ত্রী-এমপি, তাদের পত্নী, পুত্র-কন্যা, ভাই-ভাতিজা, শালা-সম্বন্ধী, আক্রান্ত কর্মকর্তা বা ঘটনার শিকার সবার মধ্যে ড্র হয়ে যায়। আলোচনায়ও আসে না। ঘটনা খুঁজে বের করে এগুলোকে ক্ষমতার অপব্যবহারের 'নির্লজ্জ ও নিকৃষ্টতম' উদাহরণ মনে করার দরকারই বা কী? প্রাইভেট কার চাপা দিয়ে পথচারী সেলিম মোল্লার মৃত্যু ঘটিয়ে এমপি পুত্রের গাড়ি নিয়ে ন্যামফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লে কারো কিছু বলার থাকে না। আওয়ামী লীগ নেতা দিদারুল আলম চৌধুরীর সাথে না ঘটলে, জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরীর দাপুটে পুত্র শারুন চৌধুরীর একে-৪৭ দিয়ে গুলিবর্ষণের ভিডিও বা সামনে দামি মদের বোতল ছড়িয়ে রেখে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেয়ার ঘটনা সংবাদ মূল্য পেত? বা জুয়ার ১৮০ কোটি টাকা আয়ের অভিযোগ তোলা পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্তের খবর দাম্ভিকতার সাথে ছড়ানোর সাহস হতো? এসব প্রশ্নের জবাব তোলাই থেকে যাচ্ছে।

গোলমালটা বাঁধছে ভিন্ন জায়গায়। ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপি বা নেতার সন্তান, স্ত্রী বা স্বজনদের ক্ষমতার দাপটের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশন আসছে, এদের খুন-খারাবি থেকে শুরু করে সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, নিয়োগ ও বদলিবাণিজ্যসহ নানা অপরাধের তালিকা প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে, শিগগিরই কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার- এ ধরনের কিছু সংবাদ ফ্যাঁকড়া বাধাচ্ছে। কিছু গণমাধ্যমের এ ধরনের সংবাদে পুলকিত হয়ে মাঠে বোল দেয়া ব্যক্তিরা পড়ছেন বিপদে। তাদের কারো চলে যেতে হয় খরচের খাতায়ও। তারা বুঝে উঠতে পারেন না, দস্যুতার পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি হয়ে যাওয়াদের পক্ষে দুনিয়ার হেন কোনো কাজ নেই, যা করা অসম্ভব!

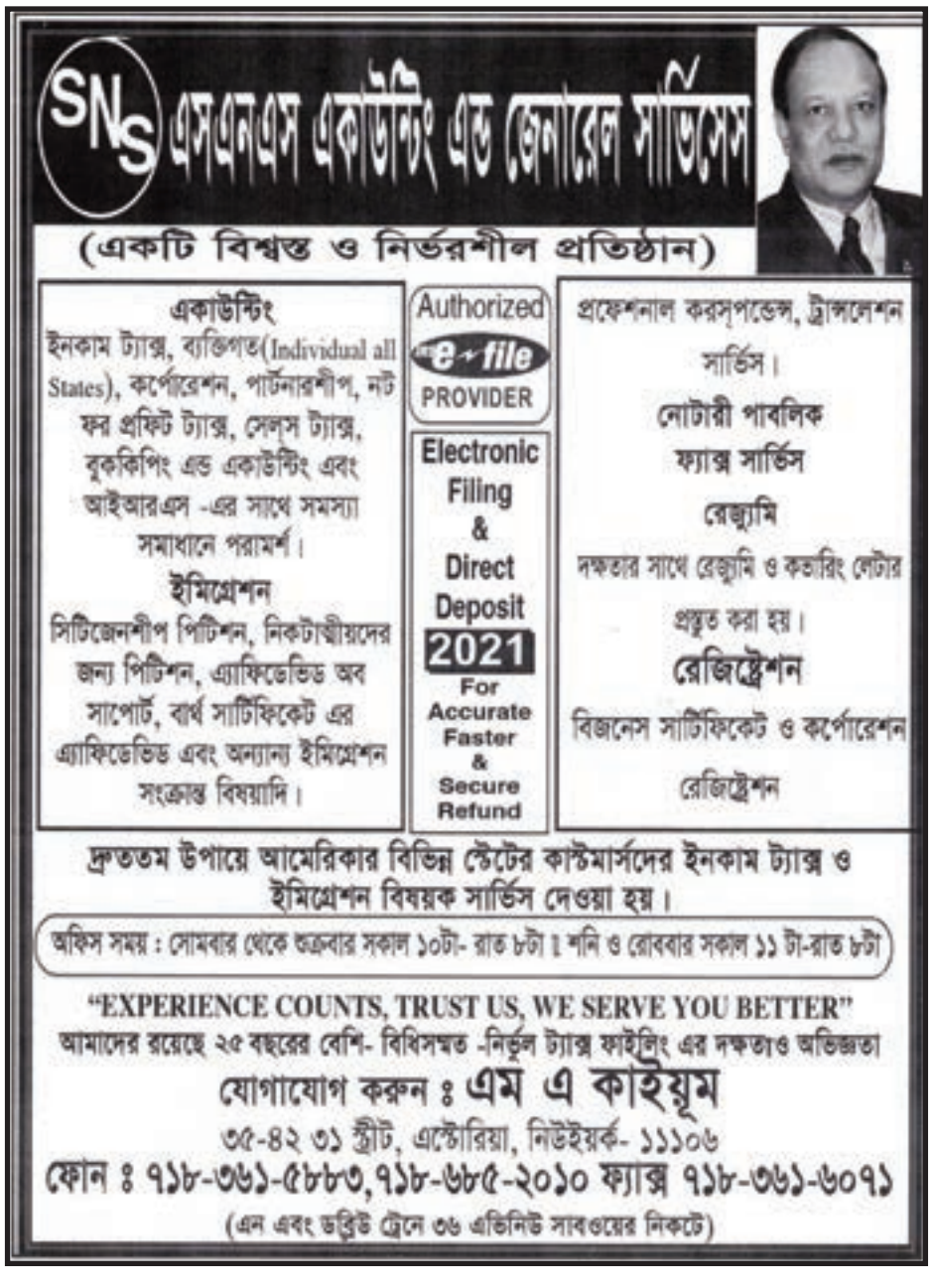
নইলে পুলিশকে সামনে রেখে প্রকাশ্য সভায় কিভাবে একজন জনপ্রতিনিধি বলতে পারেন- 'আমি হুকুম দিয়া দিচ্ছি, এই দুষ্কৃতকারীদের গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেললে কিছু হবে না। আপনারা যদি পারেন, গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলেন। যদি কেউ আসামি করে, আমি মামলার এক নম্বর আসামি হবো যে, আমি হুকুম দিয়ে গেছি।' ট্রেন-টোলকান্ডের সময়ই নোয়াখালীর এমপি এইচ এম ইব্রাহিম দুষ্কৃতকারীদের গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলার এ নির্দেশটি দিয়েছিলেন।

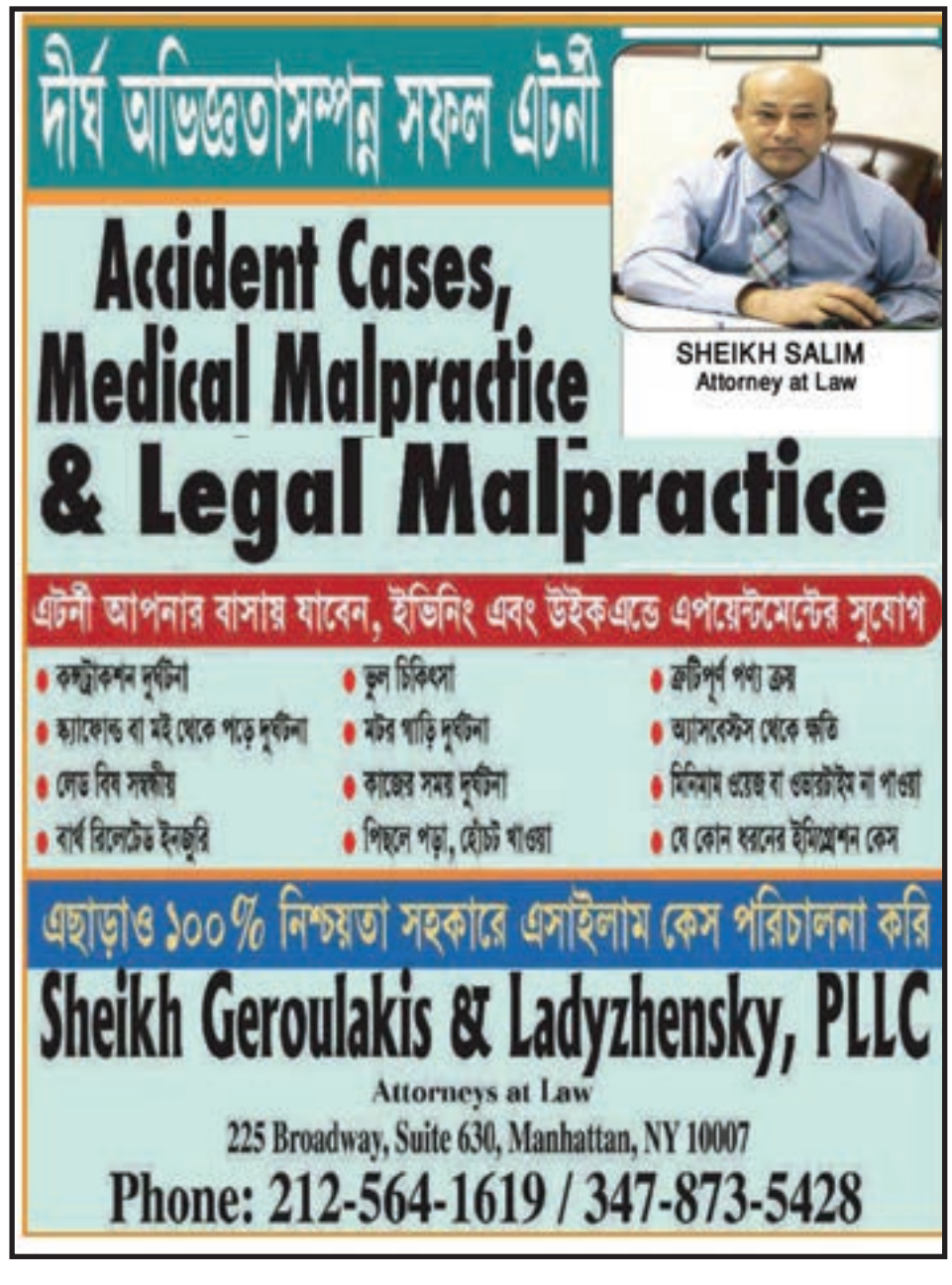
তার দেয়া বক্তব্যের ৫৩ সেকেন্ডের ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বক্তব্যের সময় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সোনাইমুড়ী থানার ওসি হারুন অর রশিদ। ঘটনা পাশ কাটাতে তিনি গণমাধ্যমকে জানান, তিনি সভার শেষ মুহূর্তে সেখানে গেছেন। এ কারণে এমপির বক্তব্য তিনি শোনেননি। ভিডিওটি এখনো তিনি দেখেননি। আর পুলিশ সুপার শহীদুল ইসলাম বলেছেন, 'এমপি মহোদয় কোন প্রেক্ষাপটে ওই বক্তব্য রেখেছেন, তার পুরো বক্তব্যের ভিডিও না দেখে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।'

যত বড় মাননীয় বা মহাশয়ই হন, গণপিটুনি দিয়ে কাউকে মেরে ফেলার নির্দেশের মধ্যে পুলিশের অস্তিত্বও অস্বীকারের মানসিকতা নিহিত। 'এই পুলিশ বা সরকার কর্তৃক দেশ আর চলছে না'- এমন ঔদ্ধত্য লুকানো রয়েছে হুমকিটির মধ্যে। অথচ সেখানেও পুলিশের পাশ কাটানোর চাতুরী। আনুগত্যের এই কদর্যরূপ শিষ্টের দমন আর দুষ্টের পালনকে বেগবান না করে পারে?

অন্য দিকে যে দেশ থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়, যেখানে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে ব্যবস্থা না নিয়ে সুযোগ পেলেই সাধারণ মানুষকে জিম্মি করা হয়, অধিকাংশরা যেখানে স্রোতে গা ভাসান, ক্ষমতাসীনদের সাথে নানাভাবে নিজের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করেন, সেখানে কিছু সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি লড়াই করার সাহস দেখায়, বিনিময়ে তাদের কপালে জোটে কখনো তিরস্কার, কখনো পদোন্নতি বঞ্চিত হওয়া আবার কখনো হতে হয় তাৎক্ষণিক বরখাস্ত। এসবের মধ্য দিয়ে আসলে কী বার্তা যায়?

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ন্যাড়া ক'বার বেলতলা যায়!

(১৬ পাতার পর)

আওয়ামী লীগের বিশ্বস্ত মিত্র জাতীয় পার্টিও সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা জি এম কাদের। তিনি বলেছেন, নিরক্ষরতার কারণে যে দেশের নির্বাচনে প্রার্থীর নামের পাশে প্রতীক ব্যবহার করতে হয়, এমন বাস্তবতায় ইভিএমে ভোট নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। সম্প্রতি জাপার চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয়ে দলের ঢাকা মহানগর উত্তর কমিটির এক মতবিনিময় সভায় জি এম কাদের এ কথা বলেন। জাপার চেয়ারম্যান আরো বলেন, ইভিএমের নির্বাচনে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। কারণ সেখানে ব্যালট পেপার থাকে না। ফলে ভোটিং মেশিন যে রেজাল্ট দেবে, তাই ঘোষণা হবে। দেশে গণতন্ত্র নেই, একদলীয় স্বৈরশাসন চালু হয়েছে উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, সংবিধানকে কাটাকাটি করে স্বৈরতন্ত্রকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে দেশে সাংবিধানিক স্বৈরশাসন চলছে। এভাবে চলতে থাকলে গণতন্ত্রের স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। বহুদলীয় গণতন্ত্র রক্ষা করা যাবে না।

জাপার চেয়ারম্যান আরো বলেন, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে ১৯৯০ সালে পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে। তখন বলা হয়েছিল, স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। কিন্তু এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হয়েছে পুরো উল্টো, গণতন্ত্র নিপাত গেছে, স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, যে মুক্তির স্বপ্নে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল, সেই মুক্তি দেশের মানুষ এখনো পায়নি। দেশের কোনো ক্ষেত্রেই জবাবদিহি নিশ্চিত হয়নি। জি এম কাদের দাবি করেন, দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নিশ্চিহ্ন করতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। দলের মহাসচিব মো: মুজিবুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এক উপদেষ্টা বলেছেন, দেশে কোনো বেকার নেই। অথচ দেশে বেকারের সংখ্যা পাঁচ কোটি। যারা দেশের বেকারত্ব বোঝে না, তারা মানুষের কষ্টও বোঝে না। যারা মানুষের কষ্ট বোঝে না, তাদের দেশ পরিচালনার অধিকার নেই। ভবিষ্যতে জাতীয় পার্টি কাউকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য জোট করবে না বলে জানান জাপার মহাসচিব। ধারণা করা হচ্ছে, প্রবীণ নেতা জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারায় চলে আসতে পারে। উল্লেখ্য যে, জি এম কাদেরের নেতৃত্বকে দুর্বল করার জন্য রওশন এরশাদকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরশাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বিদিশাও নতুন দল করে জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। আর এসব কিছুই উপরের ইঙ্গিতে করা হচ্ছে বলে মনে করে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ সব ডান ও বাম দল তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে পৃথক পৃথকভাবে জাতিকে নিশ্চিত করেছে যে, তারা কেউই ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এ দলগুলো মনে করে, বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত করে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্প্রতি এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাসানী অনুসারী পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোট কারচুপির মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় আসতে চান। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী নির্বাচনে ভোট কারচুপি করতে দেয়া হবে না। প্রয়োজনে সিইসি সাহেব পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকুন।' এতে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, এই সরকারের অধীনে যারা জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে তারা জাতীয় বেঈমান। এখনই সরকারের যা অবস্থা তাতে বোঝা যাচ্ছে 'একে একে নিভেছে দেউটি'। শেষ বেলায় কেউ থাকবে না তাদের সাথে। 'এই সরকারের পরিণতি হবে শ্রীলঙ্কার মতো। তারা পালানোর পথ পাবে না'। এসব মন্তব্য গণমাধ্যমে অসংখ্যবার উচ্চারিত হচ্ছে।

দেশে এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত রয়েছে, তা বহমান থাকলে ২০২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য কোনো রাজনৈতিক দলই স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে অস্বাভাবিক পথেই এগোতে হবে। সেই অস্বাভাবিক পথ হতে পারে- ক. জরুরি অবস্থাসহ সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ফিরে যাওয়া; খ. সংসদের মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়া; গ. ১৪ দলভুক্ত দলগুলোকে দিয়ে বিরোধী দলের অভিনয় করানো; ঘ. জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। তবে কোনো বিকল্পই সহজ হবে না। অভ্যন্তরীণ আন্দোলন যদি ক্রমেই বেগবান হয়ে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে, তাহলে সব হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে যাবে; ঙ. আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করে বিদায় নেবে। বিদেশের চাপ এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর প্রতিবেশীকে যদি দেশের প্রগতিশীল নেতারা আশ্বস্ত করতে পারেন, তাহলে পরিবর্তনটি সহজতর হতে পারে। সবকিছুই নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কুশলতা ও গণ-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার ওপর। আমরা বিশ্বাস করতে পারি, জনগণই যদি ক্ষমতার উৎস হয় তাহলে গণতন্ত্রের বিজয় অনিবার্য। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রবাদটি এ রকম যে, 'ন্যাড়া একবারই বেলতলা যায়'। বাংলাদেশের ন্যাড়ারা ইতোমধ্যে দু'বার বেলতলায় গেছে। জনগণের প্রশ্ন, ২০২৩ সালে ন্যাড়ারা আবার কি বেলতলায় যাবে? ন্যাড়া ক'বার বেলতলা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare

Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
➢ বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
➢ ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
➢ আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package


WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেল বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : পশ্চিমা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা কি আসন্ন

নিরঞ্জন রায়

পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি কথা প্রচলিত আছে–প্রতি ১০ থেকে ১৫ বছর পর অর্থনৈতিক মন্দা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়। আমাদের স্মরণকালে ১৯৯০ ও ২০০১ সালের দিকে স্বল্পমাত্রার অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল পশ্চিমা বিশ্বে। সর্বশেষ ২০০৮ সালে উন্নত বিশ্বের অর্থনীতি মারাত্মক মন্দা প্রত্যক্ষ করেছে। বলা হয়ে থাকে, ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর উন্নত বিশ্বে ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দাই ছিল সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা।

তখন সাবপ্রাইম মর্টগেজ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে আমেরিকায় অর্থনীতির ধস নামিয়ে সেই মন্দা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সরকারি অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে কোনো মতে রক্ষা করা হয়। নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং সরকারের সরাসরি আর্থিক সহযোগিতার (বেইল আউট প্যাকেজের) মাধ্যমে সেই মন্দা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেও পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতি সেভাবে আর কখনোই ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। উন্নত দেশের প্রবৃদ্ধি কখনোই সেই মন্দা-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যায়নি। উন্নত বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ দীর্ঘদিন ব্যাংক সুদের হার বা বেঞ্চমার্ক রেট শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি রেখে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার চেষ্টা করেছে মাত্র।

২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে একমাত্র আমেরিকা হচ্ছে ব্যতিক্রম। কারণ আমেরিকার কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে তা হচ্ছে–১. বিশ্ববাজারে আমেরিকার ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য; ২. আমেরিকার অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে বৃহৎ কয়েকটি প্রযুক্তিনির্ভর কম্পানি, যার সব কটিই আমেরিকায় অবস্থিত এবং ৩. আমেরিকার শক্তিশালী সর্ববৃহৎ ট্রেজারি বা বন্ড মার্কেট। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যত লেনদেন হয়, তার প্রায় ৯৫ শতাংশ হয় আমেরিকান ডলারে এবং বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ তাদের রিজার্ভের বেশির ভাগ এই ডলারেই সংরক্ষণ করে থাকে। ফলে আমেরিকান ডলারের চাহিদা সব সময়ই ঊর্ধ্বমুখী, যার একচেটিয়া সুফল ভোগ করেছে আমেরিকার অর্থনীতি। আমেরিকায় সুদের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখেও এই ডলারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে, যা প্রকারান্তরে আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ভালো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়ত, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকার অর্থনীতির চালিকাশক্তি হচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর কয়েকটি বৃহৎ কম্পানি। আমেরিকায় একটি কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় যে আমেরিকার অর্থনীতি চালায় ফাংগ অর্থাৎ ফেসবুক, অ্যাপল, অ্যামাজন, নেটফ্লিক্স ও গুগল (ঋঅঅঘএ@ঋধপবনড়ড়শ, অঢ়ঢ়ষব, অসধুড়হ, ঘবঃ-ভষরী ধহফ এড়ড়মষব)। এই পাঁচটি কম্পানির শেয়ারমূল্যের ঊর্ধ্বগতিই আমেরিকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে। এ কারণেই ফেসবুকের বিরুদ্ধে আমেরিকার নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধু সিনেট কমিটির কাছে শুনানি ব্যতীত এই কম্পানির বিরুদ্ধে আমেরিকার সরকার তেমন কোনো ব্যবস্থাই কার্যত গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ ফেসবুকের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে যদি শেয়ারমূল্যের উল্লেখযোগ্য দরপতন হয়, তাহলে সমগ্র উন্নত বিশ্বের শেয়ারবাজারে ধস নেমে আসতে পারে। তৃতীয়ত, আমেরিকার আছে খুবই টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বা বন্ড মার্কেট, যেখানে ৩০ বছর থেকে শুরু করে শত বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড কেনাবেচা হয়। বিশ্বের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অনেক দেশ আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করে রেখেছে, যার ইতিবাচক প্রভাব আমেরিকার অর্থনীতি খুব ভালোভাবেই ভোগ করেছে।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে আমেরিকা ঠিকই তাদের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি ওপরে উল্লিখিত কারণে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মনে হয় আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতি পুনরায় মন্দার কবলে পড়ার মতো লক্ষণই শুরু হয়ে গেছে। প্রথমত, পশ্চিমা বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধ শুরুর তিন মাস



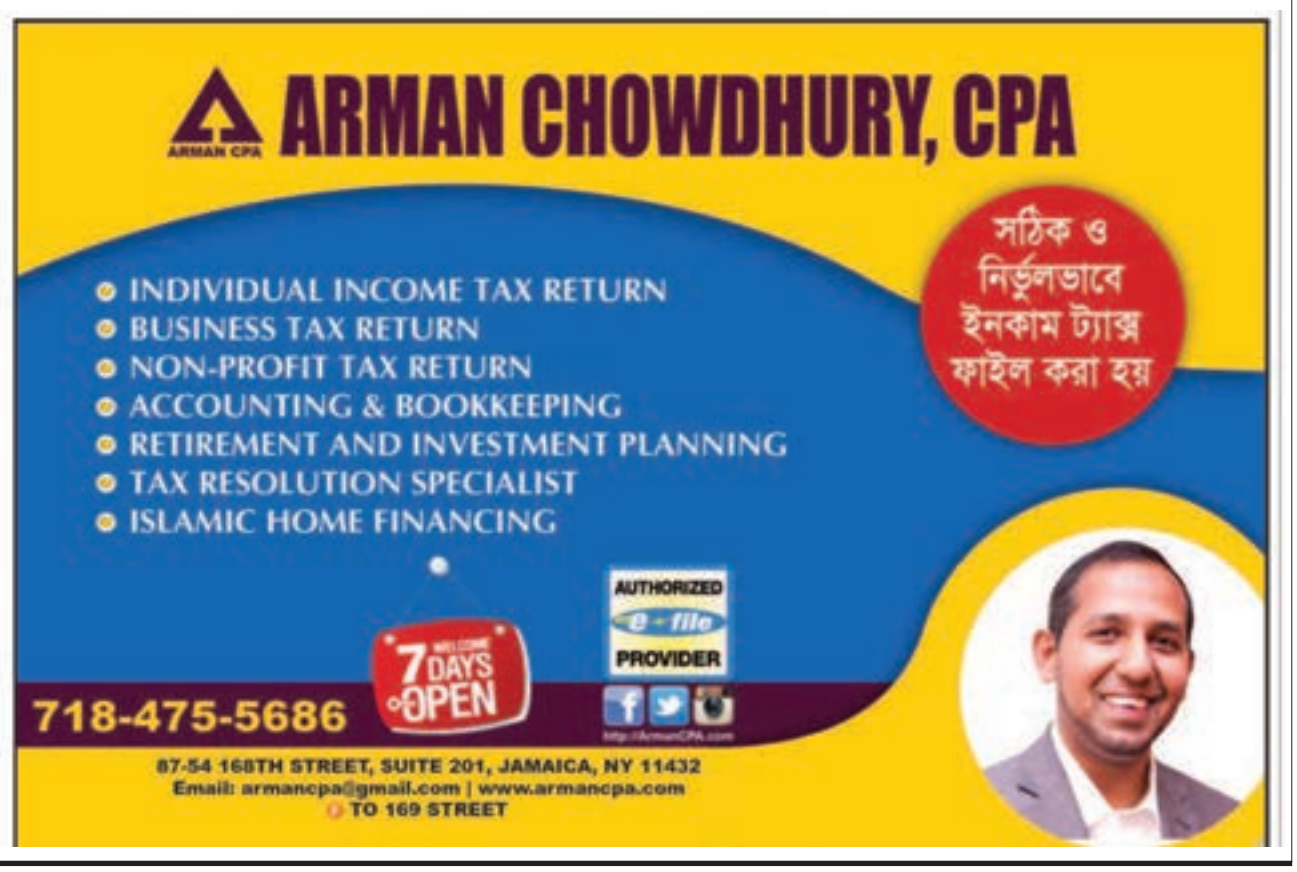
অতিবাহিত হয়নি অথচ জ্বালানি তেলের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাশিয়াকে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাতে বিশ্বের জ্বালানি তেলের বাজারে যে এমন সংকট দেখা দেবে, তা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধ শুরুর পরপরই পশ্চিমা বিশ্বের এ রকম অদূরদর্শী ব্যবস্থা গ্রহণের অবস্থা দেখে ওপেক আগেই সতর্ক করেছিল যে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে বিশ্বে জ্বালানি তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে না।

উন্নত বিশ্বে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি যেভাবে চলছে, তাতে জ্বালানি তেলের মূল্য যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা কেউ আঁচ করতে পারবে না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঢালাও নিষেধাজ্ঞার কারণে পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ মানুষের পকেট কাটা যাচ্ছে আর পরোক্ষভাবে লাভবান হচ্ছে রাশিয়া। তাদের জ্বালানি তেল বিক্রি থেমে আছে বলে মনে হয় না। কারণ রাশিয়ার রেভিনিউ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে তাদের মুদ্রা রুবলের মানও বেড়েছে। অনেক দেশ যদি অপেক্ষাকৃত কম মূল্য নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে স্থানীয় মুদ্রায় রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সুবিধা পেতে শুরু করেছে রাশিয়া আর খেসারত দিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ মানুষ। রাশিয়া যদি ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। পশ্চিমা বিশ্বে শুধু যে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। এর ওপর আছে আর্থিক খরচ অর্থাৎ মর্টগেজ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ওপর প্রদত্ত সুদ। কেননা সম্প্রতি আমেরিকা ও কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের বেঞ্চমার্ক রেট বা ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আরো বৃদ্ধি করবে বলে আগাম জানিয়ে দিয়েছে। এটিও খুবই স্বাভাবিক। কারণ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে হলে তাদের একমাত্র হাতিয়ার ব্যাংক রেট বৃদ্ধি। এর কোনো বিকল্প নেই। আর এই রেট বৃদ্ধির কারণে প্রত্যেকের মর্টগেজ ও ব্যক্তিগত ঋণের ওপর প্রদত্ত সুদের হার বেড়ে গেছে। ফলে জনগণ অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। এসব মাত্রাতিরিক্ত খরচ বৃদ্ধির বিপরীতে এখানকার মানুষের আয় বৃদ্ধির কোনো রকম সুযোগ নেই। ফলে এই অতিরিক্ত খরচের অর্থও সংগ্রহ করতে হবে ব্যক্তিগত ঋণের বা ক্রেডিট কার্ডের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে, যার ওপর গুনতে হবে আরো অতিরিক্ত সুদ। অর্থাৎ জনগণ এরই মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত খরচ বৃদ্ধির দুষ্টচক্রে পড়ে গেছে, যা অর্থনৈতিক মন্দার অশনিসংকেত। কারণ এই অস্বাভাবিক খরচ বৃদ্ধির কারণে যদি কিছু মানুষ মর্টগেজ ও ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় এবং সে কারণে ব্যাংক যদি তাদের মর্টগেজ ঋণ আদায়ে বন্ধকি বাড়ি বিক্রির উদ্যোগ নেয়, তাহলে অর্থনীতিতে যে প্যানিক বা আতঙ্ক সৃষ্টি হবে, তা-ই অর্থনৈতিক মন্দা ত্বরান্বিত করবে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়। সব মিলিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বে এক ধরনের অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে, যার সর্বোচ্চ খেসারত দিতে হচ্ছে এসব দেশের সাধারণ মানুষকে। যদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সত্যি দীর্ঘ হয় এবং পশ্চিমা বিশ্ব যদি তাদের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অপপ্রয়োগের কৌশল না বদলায়, তাহলে পশ্চিমা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

লেখক : সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা





জন্মদিনে পাওয়া বন্দুক কাড়ল ২১ প্রাণ

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : আবার রক্তাক্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাঙ্গন। ঝরে গেল আরো ১৯টি শিশুসহ ২১ প্রাণ। আর হত্যাকারী নিজেও সদ্য শৈশবের গণ্ডি পেরোনো তরুণ। প্রায় নিত্যদিনই গুলির ঘটনা দেখে অভ্যস্ত মার্কিন সমাজ আর রাষ্ট্রকেও বেদনার্ত, স্তম্ভিত করেছে টেক্সাসের প্রাইমারি স্কুলে মঙ্গলবারের গুলিবর্ষণের ঘটনা।

আরো একবার দাবি উঠেছে, আগ্নেয়াস্ত্রের রাশ টেনে ধরার। 'আর কত প্রাণ গেলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে কিছু করা হবে'–সেই প্রশ্ন উঠেছে খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখে। 'পৃথিবীর আর কোথাও এমন ঘটে না'–এ আক্ষেপ ঝরেছে জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকের কণ্ঠে।



যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পরিবারের মতোই সালভাদর রামোসের ১৮তম জন্মদিনে তাঁকে বন্দুক কিনে দিয়েছিলেন মা-বাবা। বয়স আঠারো না পেরোতেই সেই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করে রামোস মারলেন একে একে ১৯ শিশু আর দুই শিক্ষককে। শুরু করেছিলেন নিজের দাদিকে দিয়ে।

টেক্সাসের এ গণগুলির ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালের বন্দুক হামলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস ও রক্তক্ষয়ী।

গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, টেক্সাসের ইউভালডে শহরের রব এলিমেন্টারি স্কুলে হামলা চালান বন্দুকধারী রামোস। স্কুলটিতে সাত থেকে ১০ বছর বয়সীরা পড়াশোনা করে। মেক্সিকো সীমান্ত থেকে ঘণ্টাখানেক দূরত্বের একটি ছোট্ট জনপদ ইউভালডে। গোলাগুলির সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলিতে হামলাকারী রামোসও নিহত হন।

টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট জানান, হামলাকারী সালভাদর রামোস ইউভালডের স্থানীয়। ইউভালডে হাই স্কুলে পড়তেন। তিনি বলেন, 'তিনি ভয়ংকরভাবে এবং অবিবেচকের মতো গুলি করে খুন করেছেন।'

খবরে বলা হয়, ঘটনায় জড়িত সালভাদর রামোস ওয়েনডিস ফাস্টফুড চেইন নামে এক খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী। তাঁর শাখার সন্ধ্যাকালীন ব্যবস্থাপক আদ্রিয়ান মেনদেজ বলেন, দিনের ভাগে কাজ করতেন রামোস।

টেক্সাসের জননিরাপত্তা বিভাগ (ডিপিএস) জানায়, হামলাকারী তরুণ প্রথমে তাঁর দাদিকে গুলি করে রব এলিমেন্টারি স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করেন। তাঁর পরনে ছিল শক্তিশালী সুরক্ষা বর্ম। হ্যান্ডগান (পিস্তল/রিভলভার) ও বেশি গুলির ম্যাগাজিনসহ শক্তিশালী রাইফেল নিয়ে স্কুলে প্রবেশ করেন তিনি।

খবরে আরো বলা হয়, ওই স্কুলের মোট শিক্ষার্থী পাঁচ শর মতো। তাদের বেশির ভাগ হিস্পানিক (স্প্যানিশভাষী) জনগোষ্ঠীর। কর্মকর্তারা রামোসের এমন নৃশংস ঘটনা ঘটানোর কোনো কারণ উদঘাটন করতে পারেননি।

স্কুলে গোলাগুলি শুরুর পর বর্ডার প্যাট্রলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। এরপর তাঁদের ছোড়া গুলিতে হামলাকারী নিহত হন। হামলাকারীর সঙ্গে গুলি বিনিময়ে এই বাহিনীর দুই সদস্য আহত হন।

মঙ্গলবারের এই ঘটনার ঠিক দিন দশেক আগে নিউ ইয়র্কের বাফেলোতে একটি সুপারশপে বন্দুকধারীর হামলা হয়। এ ঘটনায় মারা যায় ১০ জন। এ ক্ষেত্রেও হামলাকারীর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। হামলাকারী ওই তরুণও শরীরে বর্ম পরে হামলা করেছিলেন।

২০১২ সালে কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যের স্যান্ডি হুক এলিমেন্টারি স্কুলে এ রকম একটি বন্দুক হামলায় ২০ শিশু ও আরো ছয়জন নিহত হয়। ওই ঘটনার পর মঙ্গলবার টেক্সাসের এ ঘটনাই শিক্ষাঙ্গনে বন্দুক হামলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্মান্তিক।

শিক্ষা বাণিজ্য বিষয়ক প্রকাশনা এডইউকে বলছে, গত বছর এমন ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে ২৬ বার ঘটেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে স্কুলে বন্দুক হামলা থেকে বাঁচতে পাঠ্যতালিকায় প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল প্রিভেনশন (সিডিসি) গত মাসের একটি প্রতিবেদনে জানায়, ২০২০ সালে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে বন্দুকসংশিষ্ট হামলা সড়ক দুর্ঘটনাকে ছাপিয়ে সবার ওপরে উঠেছে।

ফেসবুকে একের পর এক বার্তায় হামলার পরিকল্পনা জানান বন্দুকধারী

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং০৫)

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে ঢুকে গুলি করে ১৯ শিক্ষার্থী ও তাদের দুই শিক্ষককে হত্যার ঘটনায় জড়িত বন্দুকধারী হামলা করার আগে ফেসবুকে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট যুক্তরাষ্ট্র সময় বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। খবর গার্ডিয়ান অনলাইনের।

গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট বলেন, রব এলিমেন্টারি স্কুলে প্রাণঘাতী এ হামলা করার আগে বন্দুকধারী সালভাদর রামোস তিনবার এ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন।



অ্যাবোট এসবকে পোস্ট বললেও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে বলেছে, বন্দুকধারী একজনের সঙ্গে এমন বার্তা আদান-প্রদান করেন। ফলে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটার আগে বিষয়টি তারা জানতে পারেনি। ফেসবুকের মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন বলেন, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চলমান তদন্তে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছি।'

বন্দুকধারী সালভাদর রামোস স্কুলে ঢোকার ৩০ মিনিট পূর্বে প্রথম বার্তাটি পাঠান। সেখানে তিনি তাঁর দাদিকে গুলি করে হত্যা করার কথা বলেন। দ্বিতীয় বার্তায় বলেন, 'আমি আমার দাদিকে গুলি করেছি।' তৃতীয় বার্তাটি পাঠান হামলার আনুমানিক ১৫ মিনিট পূর্বে। তাতে বন্দুকধারী জানান, 'আমি একটি এলিমেন্টারি স্কুলে গুলি করতে যাচ্ছি।' কর্মকর্তারা বলছেন, হামলার কথা বললেও কোন স্কুলে হামলা চালাতে যাচ্ছেন, তা বলেননি এবং কাকে বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

টেক্সাসের গভর্নর সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন, বন্দুকধারী সালভাদর রামোসের বয়স ১৮ বছর বলে জানা গেছে। ইউভালডে শহরের স্কুলে হামলায় সালভাদর এআর-১৫ বন্দুক ব্যবহার করেন। মেক্সিকো সীমান্ত থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার ও সান আন্তোনিও থেকে ১৩৫ কিলোমিটার দূরের কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ১৬ হাজার বাসিন্দার একটি শহর ইউভালডে। বাসিন্দারা প্রধানত লাতিন। অ্যাবট আরও জানিয়েছেন, বন্দুকধারীর দাদি তাঁকে গুলি করার আগে পুলিশকে ফোন করেছিলেন।

প্রায় এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্কুলে এটাই সবচেয়ে প্রাণঘাতী বন্দুক হামলা। কর্তৃপক্ষ বলছে, চতুর্থ গ্রেডের শ্রেণিকক্ষে ঢুকে বাচ্চাদের আটকে রেখে গুলি করেন বন্দুকধারী। অ্যাবট জানান, উচ্চবিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রামোস ইউভালডেতে থাকতেন। তাঁর নামে কোনো মামলা বা মানসিক সমস্যা ছিল না।

হোয়াইট হাউস থেকে আবেগঘন বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, 'অনেক মা-বাবা আর তাঁদের সন্তানকে দেখতে পাবেন না। নিহত শিশুরাও তাদের মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরবে না। সন্তান হারানো এই মা-বাবারা আর আগের মতো থাকবেন না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরেকটি বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া ফুটফুটে, সুন্দর সব শিশু মারা গেল। এসব ঘটনায় আমি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

'বিশ্বব্যাপী মাঙ্কিপক্স আক্রান্ত ২০০ ছাড়িয়েছে'

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ মে : ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিজ এজেন্সি প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মহামারী আকারে ছড়ানো দেশগুলোর বাইরে বিশ্বব্যাপী মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের সংখ্যা ২১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (ইসিডিসি) বুধবার রাতে মহামারী সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলেছে, এক ডজনেরও বেশি দেশে যেখানে মাঙ্কিপক্স অস্বাভাবিক, বেশীর ভাগ ইউরোপে, কোনো দেশে অন্তত একজনের সংক্রমণ শনাক্ত নিশ্চিত করা হয়েছে।



এতে বলা হয়, 'এই প্রথমবারের মতো ইউরোপে সংক্রমণের চেইনগুলো পশ্চিম বা মধ্য আফ্রিকার সাথে পরিচিত মহামারী সংক্রান্ত সংযোগ ছাড়াই শনাক্ত করা হয়েছে, সেখানে এই রোগটি স্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে।'

আক্রান্তদের বেশীর ভাগই যুবক, পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্কেযুক্ত হিসাবে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে মাঙ্কিপক্স অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে মে মাসের প্রথম দিকে প্রথম মাঙ্কিপক্স শনাক্ত করা হয়, সেখানে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১ জন। আক্রান্তের দিক থেকে এর পরেই রয়েছে স্পেনে ৫১ জন এবং পর্তুগালে ৩৭ জন। ইউরোপের বাইরে কানাডায় ১৫ জন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯ জন।

২০ মে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের রিপোর্ট সংরক্ষণ থেকে বুধবার পর্যন্ত সংক্রমণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইইউ এজেন্সি বলেছে, ২০ মে ইউরোপে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৮ জন।

ইসিডিসি এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিল যে, সংক্রমণের ঝুঁকি 'অত্যন্ত কম।' তবে সতর্ক করে বলেছিল যে, যাদের একাধিক যৌনসঙ্গী রয়েছে, যৌনগমন নির্বিশেষে তারা বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে ক্লিনিক্যাল উপস্থাপনায় এটিকে 'হালকা' হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এতে এখনো কারো মৃত্যু হয়নি।

ইরানের সঙ্গে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকে সই করেছে রাশিয়া

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক সই করেছে ইরান ও রাশিয়া। এসব সমঝোতার আওতায় দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি এবং ব্যাংকিং সম্পর্ক আরও বিস্তার লাভ করবে।



বুধবার ইরানের তেলমন্ত্রী জাওয়াদ ওউজি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, তেহরান সফররত রাশিয়ায় উপপ্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাকের সঙ্গে বৈঠকের সময় এসব সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

ইরানের তেলমন্ত্রী বলেন, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া এবং ইরান তাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারে একমত হয়েছে।

রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জাতীয় মুদ্রা ব্যবহারের বিষয়টি মীমাংসার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেওয়া হবে।

এ ছাড়া তিনি আরও জানান, ইরান ও রাশিয়া ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম এবং ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর ব্যাপারে আলোচনা অব্যাহত রাখবে।



জালালাবাদের সভাপতি হিসেবে বদরুল খান ৪ লক্ষাধিক ডলারের হিসাব দেননি





(শেষের পাতার পর)

এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব জালালাবাদবাসী জানেন না। সংগঠনের নেই কোন নথিপত্র। অথচ সেই বদরুল হোসেন খান আবার সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন, এসোসিয়েশনের ভবন ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। যা প্রতারণার শামিল। সংগঠনের আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী মাসুদুল হক ছানু'র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়। উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর নির্বাচন আগামী ৫ জুন রোববার। খবর ইউএনএ'র।

জ্যাকন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে গত মঙ্গলবার (২৪ মে) বিকেলে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাসুদুল হক ছানু'র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এবং বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে মাসুদুল হক ছানু ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সাবু, প্রধান সমন্বয়কারী মুহিদুল ইসলাম চৌধুরী (লোপা) এবং দরুদ মিয়া রনেল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর বিগত দুইবারের সভাপতি বদরুল খানের বিগত ৬ বৎসরের কার্যকালীন সময়ে এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের ধারা উপধারাকে অনুসরণ না করে যে সকল আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন জালালাবাদ বাসীর সম্মুখে পেশ করে গিয়েছেন, তা সঠিক নয়। আমাদের কাছে তথ্যের মধ্যে রয়েছে:

১. ২০১৩ সালের কার্যকরি পরিষদেও নিকট থেকে সমজিয়া পেয়েছেন৬৭৮,৭৭৩ ডলার।

২. সাবেক সভাপতি জন উদ্দিনের নিকট থেকে পেয়েছেন ৬৩--১৬,৫০০ ডলার।

৩. সাবেক নির্বাচন কমিশন এর সদস্য আওতাদ চৌধুরী'র নিকট থেকে প্রাপ্ত৬-৩,০০০ ডলার।

৪. তিনি ৬ বৎসর সভাপতি থাকাকালীন সময়ে ফিলাডেলফিয়ার বাড়ী থেকে রেন্ট বাবত পেয়েছেন (১৪০০ গুণন ৬৩ মাস)৬ ৮৮,২০০ ডলার।

৫. জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর কবর বিক্রী বাবত আয় (১৩০০ গুণন ৪০)৬-৫২,০০০ ডলার।

৬. ২০০৯ সালের ফিলাডেলফিয়ায় এসোসিয়েশন এর নামে বাড়ি ক্রয় করা হয় ১,৮২,০০০ ডলার। কিন্তু তিনি ৯ বৎসর পর ২০১৮ সালে ঐ বাড়ী বিক্রী করেছেন ১ লাখ ৮০ হাজার ডলারে (বর্তমানে এই বাড়ির মূল্য ৩ লাখ ৭৫ হাজার ডলার)।

৭. ৬ বৎসরের ১১৩ আজীবন সদস্য বাবত প্রাপ্ত (১১৩ গুণন ২০০)৬২২,৬০০ ডলার।

৮. সমিতির ঘর কেনার জন্য ফান্ড রাইজিং ডিনার থেকে প্রাপ্ত অনুদান৬-৬০,০০০ ডলার।

৯. জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর বিগত দুইবারের নির্বাচনের নমিনেশন ফি ও নমিনেশন প্যাকেজ বিক্রী বাবদ আয় ৮৫,৮০০ ডলার।

১০. জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর বিগত দুইবারের নির্বাচনের জন্য সাধারণ সদস্য নবায়ণ বাবদ আয় ৬০ হাজার ডলার।

লিখিত বক্তব্যে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকাইনক এর বিগত ৬ বৎসরের মোট আয় ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৮৭৩ ডলার। কিন্তু নির্বাচনে পুনরায় সভাপতি পদপ্রার্থী বদরুল খান বর্তমান কমিটির নিকট ২টি চেকের মাধ্যমে দিয়েছেন ২ রলাখ ৪৩ হাজার ডলার। অবশিষ্ট মোট অর্থ ৪ লাখ ৩ হাজার ৮৭৩ ডলারের কোন হদিস নেই। তিনি বলেন, এই অর্থ (৪ লাখ ৩ হাজার ৮৭৩ ডলার) কোথায় গেলো জালালাবাদবাসী জানতে চায়?

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়: বদরুল খান বর্তমান কমিটির নিকট বিগত দিনের কোনো নতিপত্র (রেজ্যুলেশন বুক, ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট, ব্যাংক চেক) ৬ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়ে যাননি। জালালাবাদ মহা সম্মেলনের আয় বাবদ প্রাপ্ত আনুদান ১০ হাজার ডলারের সঠিক তথ্যও জালালাবাদ বাসী জানতে চায়?

অনেক জালালাবাদবাসীকে আজীবন সদস্য বানানোর জন্য জনপ্রতি ২০০ করে নিয়েও আজীবন সদস্য করা হয়নি। বদরুল খান এইবার বিনা অর্থে নিজের অপকর্মকে ঢাকার জন্য ৬/৭ জন্য আজীবন সদস্য নবায়ণ করেছেন বর্তমান কমিটির নিকট কাছে, যারা কিনা তার সময়কালীন সদস্য হয়েছিলেন।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আসন্ন নির্বাচনে যদি মাসুদুল হক ছানু সভাপতি নির্বাচিত হন, তবে জালালাবাদবাসী বিগত দিনের সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে উপস্থাপন করে ও গঠনতন্ত্রের ধারা/উপধারাকে সমুন্নত রেখে এসোসিয়েশন-কে জালালাবাদবাসীর মনের আঙ্গিনায় পৌঁছে দেবেন। তিনি মাসুদুল হক ছানু'কে ভোটদিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য ভোটারদের প্রাত আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে মাসুদুল হক ছানু বলেন, এক তরফা নির্বাচন আর অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে আমি সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছি। এবং নির্বাচিত হলে তিন মাসের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে জালালাবাদবাসীদের নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন গঠনতন্ত্র মোতাবেক চলছে না। এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্যানেল ভিত্তিক নির্বাচনেরও কোন সুযোগ নেই।

লিটনের পর সাজঘরে সাকিবও

(শেষের পাতার পর)

২৩ রানে বিদায় নিয়ে সেই আশার প্রদীপের আলোকে প্রায় নিভিয়ে দেন মুশফিক।

৫৩ রানে ৫ উইকেট হাওয়া। না যেন ইনিংস পরাজয় দেখতে হয়! এমন বিপর্যয়ের মুখে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে দলের হাল ধরেন লিটন দাস।

ষষ্ঠ উইকেটে তাদের দারুণ এক জুটিতে ইনিংস পরাজয় এড়িয়ে লিড নেয় বাংলাদেশ।

কিন্তু হাফসেঞ্চুরির পরই যেন ফেরার তাড়ায় ছিলেন এ দুই ব্যাটার।

ফিফটি করেই বিদায় নেন লিটন, এর পর সাজঘরে ফিরলেন সাকিবও।

সকাল থেকেই লংকানদের দুই মূল বোলার রাজিথা ও আসিথার আক্রমণকে দারুণভাবে প্রতিহত করেন সাকিব-লিটন। অফস্টাম্পের বাইরের বল পেলেই বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন দুজনে।

অনেকটা ওয়ানডের গতিতে ফিফটি হাঁকিয়েছেন সাকিব। ৬১ বলে ৭ বাউন্ডারিতে ৫২ রান জমা করেন সাকিব। যদিও ব্যক্তিগত সংগ্রহ সেভাবে বাড়িয়ে নিতে পারেননি। লাঞ্চবিরতির পর যোগ করতে পারেন মাত্র ৬ রান।

আসিথা ফার্নান্দোর শরীর তাক করা বাউন্সার পুল করার চেষ্টায় দেরি করে ফেলেন সাকিব। বল তার গাভসে ছোবল দিয়ে সহজ ক্যাচ উঠে যায় কিপার নিরোশান ডিকভেলার কাছে।

এর আগে ৫২ রান করে ফিরে যান লিটন। নিজের বলে দুর্দান্ত ক্যাচে লিটন দাসকে বিদায় করে দিলেন আসিথা ফার্নান্দো।

অফ স্টাম্পে পিচ করা লেংথ বল হালকা মুভ করে ঢোকে ভেতরে। লিটন সোজা ব্যাটে ড্রাইভ করার চেষ্টায় ব্যাট হাঁকান। কিন্তু ব্যাটে বলে হয়নি। সোজা চলে যায় বোলারের কাছে। ডান দিক ঝাঁপিয় অসাধারণ ক্ষীপ্রতায় এক হাতে বল জমান ফার্নান্দো।

এ প্রতিবেদন লেখার সময় বাংলাদেশের রান ৭ উইকেটে ১৬৮। লিড মোটে ২৭ রানের। ব্যাট হাতে লড়াই করছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও তাইজুল ইসলাম।

টম ক্রুজের অভিনয় দেখেই সিনেমায় আগ্রহী হন রিয়াজ

(শেষের পাতার পর)

সামনে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালীর এসকেএস টাওয়ারের স্টার সিনেপ্লেক্সে টমক্রুজের 'টপ গান : ম্যাভেরিক' সিনেমা দেখার জন্য এসেছিলেন ঢাকাই ছবির একসময়ের জনপ্রিয় এই অভিনেতা। রিয়াজ বলেন, অনেক দিন পর সিনেমা হলে বসে ককপিটের ফিলটা নেওয়া জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। 'টপ গান : ম্যাভেরিক' সিনেমাটা দেখতে খুব উৎসাহী ছিলাম। কারণ আমার ভীষণ একজন প্রিয় অভিনেতা টম ক্রুজ।

ঢাকাই ছবির এই অভিনেতা বলেন, অনেক বছর আগে যখন তার 'টপ গান' সিনেমা দেখলাম, তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা পাইলট হিসেবে যেভাবে হাঁটি, কল দিই। সমস্ত টেকনিক অ্যাডাপ্ট করেছিলেন টম ক্রুজ। তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম এককথায়। মনে হয়েছিল অভিনয় পেশা তো পাইলটের চেয়ে ভালো। সত্যি কথা বলতে, টম ক্রুজের সিনেমা দেখে অভিনয়ে আসার ইচ্ছাও জাগে কিছুটা। আমার নায়ক হওয়ার পেছনে তার অভিনয় একটি কারণ।

একসময় বিমানবাহিনীর পাইলট ছিলেন রিয়াজ। যার ফলে এই পেশার প্রতি একটা অনুরাগ রয়েছেই। আর অভিনয় ও বিমানের সমন্বয় যেখানে, সেখানে তো রিয়াজ ছুটে আসবেনই। বৈমানিক পিট ম্যাভেরিক মিচেলকে নিয়ে নির্মিত টম ক্রুজ অভিনীত হলিউড সিনেমা 'টপ গান : ম্যাভেরিক' দেখবেন না তা তো হতে পারে না।

'টপ গান : ম্যাভেরিক'র মতো বাংলাদেশের বৈমানিকদের নিয়েও তো সিনেমা নির্মাণ হওয়া উচিত? এমন প্রশ্নের জবাবে রিয়াজ বলেন, আমি নিজ উদ্যোগে বিমানবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের বীরত্বগাথা নিয়ে 'অগ্নিবলাকা' নামের একটি নাটকে কাজ করেছিলাম। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের চরিত্রে আমিই অভিনয় করেছিলাম।

তবে আনেক সীমাবদ্ধতা, সংকটের কারণে বিমানবাহিনীদের নিয়ে সিনেমা হয়নি। কারণ আমাদের সেই টেকনোলজি নেই। বাজেট নেই, সে রকম প্রযোজক নেই। সামনে যে পারব না এটা মনে করি না। বর্তমান প্রজন্ম অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভালো সিনেমা নির্মাণ করছে। আশা করছি তারা বৈমানিকদের নিয়ে সামনে সিনেমা বানাতে পারবেন।



টেকসই ও সাশ্রয়ী সড়ক নির্মাণ কৌশল : একটি গবেষণা

মো. ফজলে রব্বে, মো. আবুল হোসেন, মো. শাহ্রিয়ার রুমী, মোহা. ইউনুস আলী, আবু সাদাত সায়েম, ওয়ালিউল ইসলাম



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Bay of Bengal Industrial Growth Belt-এর আওতায় মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকার উন্নয়নে Moheshkhali-Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative (MIDI) গঠন করেন।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই অঞ্চলে বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলমান। MIDI-এর অধীন চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে মাতারবাড়ী কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পে সড়ক ও সেতু নির্মাণে আমরা মাতারবাড়ী দ্বীপে কর্মরত।

মাতারবাড়ী সমুদ্র উপকূলীয় একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। পরিবার-পরিজন ছাড়া এ নির্জন এলাকায় সড়ক সেতু নির্মাণকাজের অবসরে, কখনো খাবার টেবিলে কিংবা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপচারিতায় বর্ষাকালে বাংলাদেশের সড়কগুলো দ্রুত নষ্ট হওয়ার বিষয়টি ওঠে আসত।

বর্ষাকালে বেহাল সড়ক সম্পর্কে জনমনে রোড ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা আছে। সড়ক দ্রুত নষ্ট হওয়া নিয়ে প্রায় সব সময়ই পরিবহণ মালিক ও রোড ইঞ্জিনিয়াররা একে অন্যকে দোষারোপ করেন।

পরিবহণ মালিকরা বলেন, সড়ক নির্মাণে নিুমানের মালামাল ব্যবহার করা হয় এবং সড়ক ডিজাইনে ত্রুটি রয়েছে। অন্যদিকে রোড ইঞ্জিনিয়াররা ওভারলোডকে দায়ী করেন। রোড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বর্ষাকালে সড়ক দ্রুত নষ্ট হওয়ার বিষয়টি নিজেদের সব সময়ই পীড়া দেয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বক্তব্যে সবসময় উদ্ভাবনী গবেষণার তাগিদ দেন। আমরাও আমাদের ভাবনায় গবেষণার তাগিদ অনুভব করি এবং সড়ক দ্রুত নষ্ট হওয়া থেকে বের হয়ে আসার উপায় ও বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করি।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার প্রতিফলন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর কল্যাণে প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল মাতারবাড়ীও ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় এসেছে। বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। এই ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের টেকসই ও সাশ্রয়ী সড়ক নির্মাণের উৎস, পদ্ধতি ও করণীয় সন্ধান করতে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সয়েল স্টাবিলাইজেশনের বিবিধ মেথড দেখতে পাই, যার মধ্যে রয়েছে মেকানিক্যাল মেথড ও বিবিধ কেমিক্যাল, যা সড়ক নির্মাণে ব্যবহার হয়ে থাকে-যেমন সিমেন্ট, লাইম, ফ্লাই অ্যাশ, বিটুমিন ইমালশন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সিলিকেট, বায়ো-এনজাইম প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির আধুনিকায়নে আধুনিক বিবিধ কেমিক্যালগুলো সয়েল স্টাবিলাইজেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যাক্রিলিক পলিমার নামে এমনই একটি আধুনিক কেমিক্যালের সন্ধান পাই, যা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ব্যবহার করে টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী সড়ক নির্মাণ হচ্ছে। আধুনিক এই প্রযুক্তি ও কেমিক্যাল মাটি ও বালির ভার বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পানিরোধী করে।

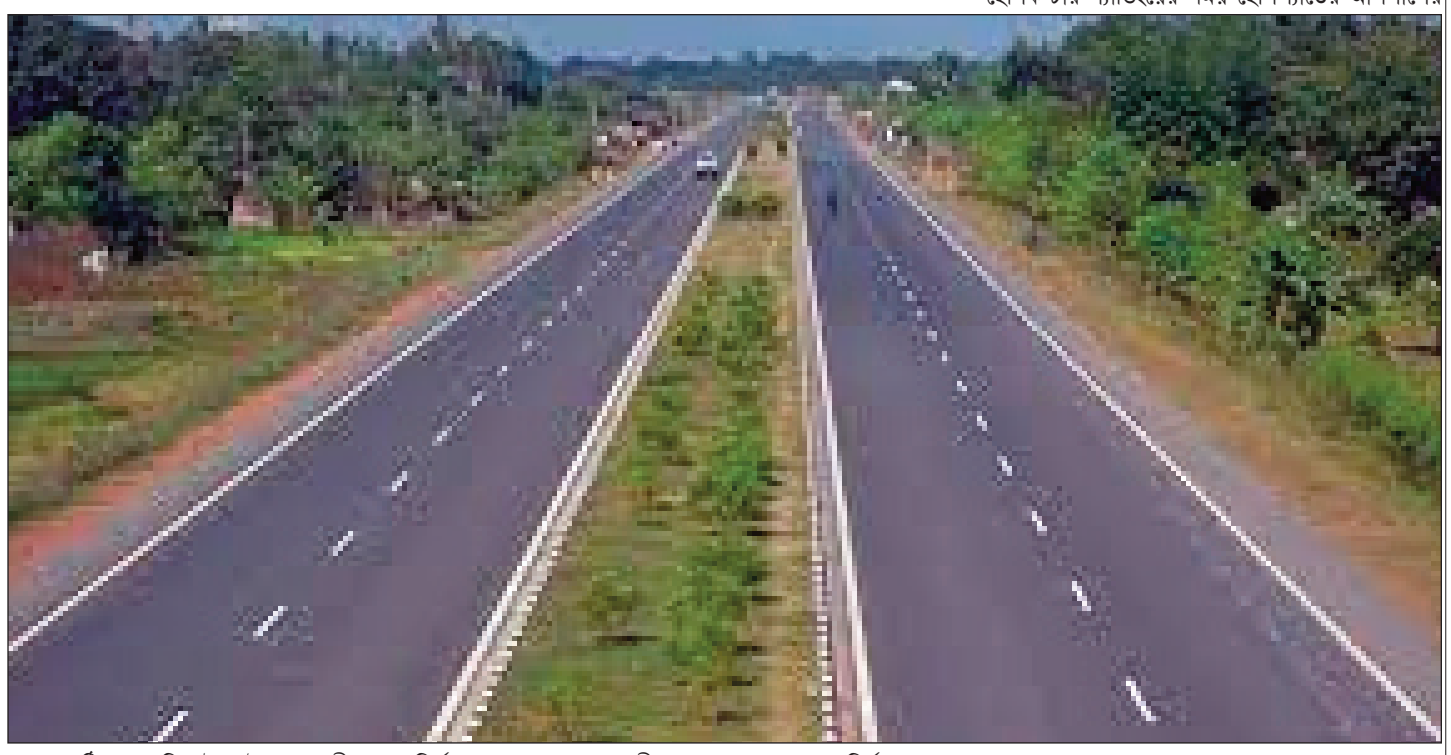
অ্যাক্রিলিক পলিমার ব্যবহার করে কীভাবে দেশে সড়ক নির্মাণ করা যায়, সে বিষয়ে আমরা গবেষণায় নিবিষ্ট হই এবং এর ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০২১ থেকে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ধরে দেশের ২২টি জেলার মাটি সংগ্রহ করি এবং মাতারবাড়ী প্রোজেক্ট সাইট ল্যাবরেটরিতে মাটি ও বালির সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে অ্যাক্রিলিক পলিমারের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে একটি টেকসই ও সাশ্রয়ী সড়ক নির্মাণের সহজ কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হই। এ নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে সড়কের প্রচলিত ডিজাইন ও উপকরণ বদলে দেওয়া সম্ভব। এ পদ্ধতিতে নির্মিত সড়কের কাঠামোগত নকশায় নতুনত্ব আনা সম্ভব। নতুনত্ব হচ্ছে ডিজাইন প্যারামিটার ও নির্মাণ উপকরণ।

সাধারণত প্রচলিত সড়কের ভিত্তি (base I sub-base) নির্মিত হয় ইটের খোয়া ও পাথর (স্টোন চিপস) দিয়ে। কিন্তু অ্যাক্রিলিক পলিমার ব্যবহার করে সড়ক নির্মাণ কৌশলে শুধু স্থানীয় মাটি ও বালির সঙ্গে অ্যাক্রিলিক পলিমারের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সড়কের ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব; যা প্রচলিত sub-base ও base-এর প্রতিস্থাপন হিসাবে কাজ করে। উপাদানটি ন্যানো-টেকনোলজিতে কাজ করে।

অ্যাক্রিলিক পলিমার মাটি ও বালির সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে মাটি ও বালির প্রতিটি কণার সঙ্গে মিশে ন্যানো-পরিমারাইজ্ড গ্রিড তৈরির মাধ্যমে একটি বিশেষ স্তর সৃষ্টি করে। এ স্তরটি ক্ষয়রোধী ও স্থিতিস্থাপক গুণাগুণসম্পন্ন। উল্লেখ্য, এটি খুব দ্রুত বন্ডিং তৈরি করে। বাংলাদেশের মাটি ও বালি অ্যাক্রিলিক পলিমার ব্যবহারে বিশেষ উপযোগী এবং আবহাওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় হওয়ায় দ্রুত শুকিয়ে যায়।

অ্যাক্রিলিক পলিমার দ্বারা নির্মাণকৃত স্ট্যাবিলাইজড লেয়ারের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি পানিরোধী। এ ছাড়াও স্ট্যাবিলাইজড লেয়ারটির প্রচলিত ংঁন-নধংব ও base থেকে Permeability অনেক কম। ফলে অ্যাক্রিলিক পলিমার দিয়ে স্ট্যাবিলাইজড লেয়ারটির প্রচলিত sub-base ও base থেকে Pavement Layer Co-efficient বেশি হয়; যা Flexible Pavement Design-G Structural Number (SN) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করে; বিধায় অ্যাক্রিলিক পলিমার দিয়ে নির্মিত সড়ক বেশিসংখ্যক Equivalent Standard Axle Load (ESAL) বহন করতে সক্ষম। তাই অ্যাক্রিলিক পলিমার ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত স্ট্যাবিলাইজড লেয়ারটি মজবুত, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এ পদ্ধতিটি সড়কের মূল ভিত্তি মজবুত ও টেকসই করার একটি চমৎকার কৌশল, যেখানে সহজলভ্য দেশীয় উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব। আমরা এ পদ্ধতিটির নামকরণ করেছি 'বাংলাদেশ রোড টেকনোলজি' এবং এর স্লোগান ঠিক করেছি 'টেকসই ও সাশ্রয়ী সড়ক নির্মাণ কৌশল'।



সুবিধা ও গুণাগুণ

১. প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণের চেয়ে এ পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণে সময় কম লাগে। ২. এ পদ্ধতিতে সড়ক বা সড়ক বাঁধ নির্মাণ ব্যয় সাশ্রয়ী, টেকসই ও মজবুত। এ পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণ কৌশলে প্রায় ৬০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব এবং তুলনামূলক ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এলজিইডি ও আরএইচডি কর্তৃক উপজেলা বা জেলা সড়ক নির্মাণ ব্যয় থেকে প্রায় ১৫-২০ শতাংশ সাশ্রয়ী। ৩. এ পদ্ধতিতে কোনো ধরনের ইটের ব্যবহার নেই। পদ্ধতিটি পরিবেশবান্ধব হওয়ায় ইট পোড়ানোর ধোঁয়া ও দূষণ অনেকাংশে রোধ হবে এবং অনেক কৃষি জমি সংরক্ষিত থাকবে। সড়কের ভিত্তি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর আমদানির পরিমাণ বিপুলাংশে কমে যাবে। ৪. অ্যাক্রিলিক পলিমার দ্বারা নির্মিত সড়ক একদিকে যেমন টেকসই, মজবুত ও পানি-প্রতিরোধী, অন্যদিকে বন্যা বা অধিক বর্ষণেও এর স্থায়িত্ব অটুট থাকে।

তাছাড়া সড়কগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রচলিত সড়কের তুলনায় অনেক কম। ৫. অ্যাক্রিলিক পলিমারটি পরিবেশবান্ধব; ফলে এর ব্যবহারে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না এবং পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত করে না। ৬. এ পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণের প্রযুক্তিগত দিক সহজ হওয়ায় দেশে প্রচলিত সড়ক নির্মাণ যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করা যাবে।

হিসাব করে দেখা গেছে, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকার অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নারীসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হবে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। ৭. 'বাংলাদেশ রোড টেকনোলজি' সড়ক নির্মাণের একটি নতুন কৌশল। এ পদ্ধতিতে সড়ক, বেড়িবাঁধ, গ্রামীণ কাঁচা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক সহজে ও স্বল্প সময়ে নির্মাণ করা সম্ভব।

এছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টাউনশিপ, বিশ্ববিদ্যালয়, চা-বাগান ও বিভিন্ন পার্কের অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণও সহজে ও স্বল্প সময়ে করা সম্ভব। উল্লিখিত সড়কগুলো অনেক দ্রুত নির্মাণ করা যাবে এবং সড়কগুলো মজবুত, টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী হবে। ৮. অ্যাক্রিলিক পলিমার মাটি ও বালির সঙ্গে ব্যবহারের পর শুকানোর সময় বাতাসে কোনোরূপ দুর্গন্ধ ছড়ায় না। ৯. দেশে অ্যাক্রিলিক পলিমার শিল্পের উন্নয়ন হলে সড়ক নির্মাণ ব্যয় আরও কমবে এবং নতুন ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশে গ্রামীণ মাটির রাস্তাগুলো টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ডকরণ (এইচবিবি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ ধরনের প্রকল্প চলমান রাখার বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তা করা যেতে পারে। কারণ এইচবিবি সড়কের রাইডিং কোয়ালিটি ভালো নয়। ফলে রিকশা, ভ্যান চলাচল কষ্টসাধ্য।

এছাড়া তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই এইচবিবি সড়ক ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, ফলে আবার নির্মাণ করতে হয়। ফলস্বরূপ, অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয় না। কিন্তু 'বাংলাদেশ রোড টেকনোলজি'র পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণ করা হলে তা একদিকে যেমন টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হবে; অন্যদিকে হবে ব্যয়সাশ্রয়ী।

গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা 'আমার গ্রাম আমার শহর'সহ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে দেশের ২ লাখ ২০ হাজার কিলোমিটার কাঁচা সড়ক পাকা করা প্রয়োজন।

যেহেতু এ পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণের সময় কম হয়, তাই গ্রামীণ কাঁচা সড়ক দ্রুত পাকা সড়কে পরিণত করা সম্ভব হবে। এতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে উন্নত সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

'বাংলাদেশ রোড টেকনোলজি' ব্যবহার করে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে প্রতিবছর ৭ থেকে ১০ হাজার কিলোমিটার সড়ক পাকা করা সম্ভব হবে। ফলে তা 'আমার গ্রাম আমার শহর' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে আশা করা যায় ২০৪০ সাল নাগাদ দেশে আর কোনো কাঁচা সড়ক থাকবে না।

সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণায় অ্যাক্রিলিক পলিমার হিসাবে ক৩১ (আমেরিকান ব্র্যান্ড) ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিশ্ববাজারে সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়। অ্যাক্রিলিক পলিমার দেশে সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছি।

বিশেষ বিবেচ্য বিষয়

ইতোমধ্যে আমেরিকার অন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে অ্যাক্রিলিক পলিমার বিষয়ে সার্বিক আলোচনা হয়েছে এবং ওই কোম্পানি তাদের অ্যাক্রিলিক পলিমার ও অ্যাক্রিলিক কো-পলিমারের Manufacturing Technology ছাড়া সড়ক নির্মাণ, Dust Control ও Slope Erosion Control-এর প্রায়োগিক কৌশল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিমাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, Mixing Technology, বিভিন্ন ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট এবং পদ্ধতিগত অন্যান্য বিষয়ের প্রযুক্তি মো. ফজলে রব্বের [অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ও প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ী কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ)] কাছে হস্তান্তর করেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে টেকসই ও সাশ্রয়ী সড়ক নির্মাণকাজ শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের পণ্য, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ওই কাজে কানাডা-প্রবাসী সৈয়দ আলী সামী সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

উল্লেখ্য, আমরা অ্যাক্রিলিক পলিমার ও অ্যাক্রিলিক কো-পলিমার উপাদান ব্যবহার করে বাংলাদেশের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের পেভমেন্ট ডিজাইন করতে সক্ষম।

মতামত

এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরণ অ্যাক্রিলিক পলিমার দ্বারা সড়ক নির্মাণ ছাড়াও ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণ (Dust Control) ও Slope Erosion Control করা সম্ভব। ধুলাবালি বাতাসের সঙ্গে মিশে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। প্রাপ্ত তথ্যমতে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এয়ারপোর্ট-গাজীপুর মহাসড়কসংলগ্ন এলাকার জনসাধারণসহ সড়কে যাতায়াতকারী জনগণ ধুলার কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়ছে। এছাড়াও হিলি স্থলবন্দর এলাকায় ধুলাবালিতে জনজীবন নাকাল হচ্ছে।

কিন্তু এ উপাদান ব্যবহার করে খুব সহজে, স্বল্প সময়ে ও ব্যয় সাশ্রয়ী উপায়ে ধুলা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এমনকি হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়ের সময় হেলিপ্যাডের আশপাশের ধুলাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ উপাদান দিয়ে Slope Erosion Control করা যায়। এতে বেড়িবাঁধ রক্ষাসহ মাটির পাহাড়/টিলার ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট প্রাণহানি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সুপারিশ

প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বাস, আগামী বিশ্বের সড়ক হবে অ্যাক্রিলিক পলিমারনির্ভর। গ্রামীণ কাঁচা সড়ক এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত এইচবিবি সড়কগুলো এ কৌশলের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নির্মাণ শুরু করা যেতে পারে। অ্যাক্রিলিক পলিমার ও অ্যাক্রিলিক কো-পলিমার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পণ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'শিল্পায়নের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব দরজায় কড়া নাড়ছে, সেটা আমাদের ধরা দরকার।' এ উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদনে এই পণ্য আমাদের ব্যবহার শুরু করা দরকার। দেশে এ পদ্ধতিতে সড়ক নির্মাণ করা হলে তা টেকসই, সাশ্রয়ী ও যুগোপযোগী হবে। এতে দেশীয় উপকরণের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে। দেশে মজবুত ও টেকসই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর ফলে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

এ গবেষণা কাজে যারা উৎসাহ ও শ্রম দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

লেখকরা গবেষক এবং মাতারবাড়ী কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের (সওজ অংশ) কর্মকর্তা

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমালে কী রোগ হয়

(শেষের পাতার পর)

আগে ঘর অন্ধকার করে শোয়ার অভ্যাস অনেকেরই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘুমাতে অস্বস্তি লাগলে কেউ আবার মৃদু আলোর বাতি জ্বালিয়ে ঘুমান। তবে রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমালে কিন্তু স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

একেবারে অন্ধকার করে না শুয়ে ঘরে একটি নীল বা সবুজ রঙের মৃদু বাতি জ্বালিয়ে রাখার অভ্যাস আছে কারও কারও। শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, সারা রাত এই রকমের আলোয় ঘুমালে শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে। শরীরে এই ধরনের আলোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাদের মতে, রাতে বিভিন্ন রঙের আলোর নিচে ঘুমালে শরীরের গুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বিপাক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। এমনকি হৃদরোগ, ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। সেই সঙ্গে বাড়তে পারে হৃদস্পন্দনের মাত্রাও। রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমালে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যায়। গবেষকরা প্রায় ২০ জন ব্যক্তির উপর এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন। তার মধ্যে প্রায় ১০ জনের রাতে মৃদু আলো জ্বালিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস রয়েছে। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মতো বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাও আছে। রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমানোর ফলে ঘুমের মধ্যেও স্নায়ু অধিক সক্রিয় হয়ে থাকে। ফলে শান্ত মস্তিষ্কে ঘুম হয় না। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন, সুস্থ থাকতে রাতে অন্ধকার ঘরে ঘুমানোই ভালো। যদি একান্তই অন্ধকার ঘরে ঘুমাতে না ইচ্ছে করে, তা হলে একটি হলুদ রঙের আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারেন।

গাইবান্ধা সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন

(শেষের পাতার পর)

উৎপলকে যুগ্ম আহ্বায়ক, মতলুবর রহমান রেজাকে সদস্য সচিব এবং মাহফুজুল ইসলাম তুহিনকে যুগ্ম সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট্য গাইবান্ধা সোসাই-টির ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটির গঠন করা হয়েছে।



গত ২২ মে বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি নুরন্নবী প্রধান সবুজের সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগে মেয়াদ শেষ হওয়ায় আগের পূণার্ঙ্গ কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়।

আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- নুরন্নবী প্রধান সবুজ, মোঃ শাজাহান সরদার, নাজমা সওকত, সনজীবন কুমার, জিয়াউর রহমান হেনরি, মোঃ শামসুজ্জামান ও মোঃ আমিনুল ইসলাম।

আগামী ১ মাসের মধ্যে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার তালিকা তৈরী, সংগঠনের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রনয়ন ও অনুমোদন এবং নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাজাহান সরদা।

সভায় মোঃ আউয়াল, মনজুরুল ইসলাম, মোঃ জামান, মোঃ মোস্তান ছিরুর রহমান জুয়েল, আনজুম নাহিদ চৌধুরী লাকি, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা, প্রতীমা সরকার, লিনা আহমেদ, মোঃ আব্দুল আউয়াল দুলাল, জাকিউল উদ্দিন উৎপল, শফিউল আজম, মোঃ রেজাউল করিম উৎপল, মতলুবর রহমান রেজা, মাহফুজুল ইসলাম তুহিন, নুরন্নবী প্রধান সবুজ, মোঃ শাজাহান সরদার, নাজমা সওকত, সনজীবন কুমার, জিয়াউর রহমান হেনরি, মোঃ শামসুজ্জামান, মোঃ আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ফিরে যেতে হবে হিসাবও দিতে হবে

(শেষের পাতার পর)

অনন্তকাল অবস্থান করার বা থাকার কোন সুযোগ নেই। পৃথিবীর সকলকেই যেতে হয়েছে। চলে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় দুনিয়াজোড়া প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী, যারা সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গে ঝড় তুলেছেন তারাও ছিলেন। ছিল কারুন, ফেরাউন ও নমরুদও। আমোঘ এ নিয়মের ব্যথ্যয় ঘটাতে পারিনি কেহ-ই। চলে যেতে হয়েছে সকলকেই। সুতরাং আমাদেরও যেতে হবে।

আল কুরআনের অসংখ্য জায়গায় বলা হয়েছে,"অবশেষে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"(তাগাবুন:৩) "হে আমাদের রব! তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।"(মুমতাহিনা:৪) "আর মৃত্যু, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের লাগাল পাবেই, তোমরা কোন মজবুত প্রাসাদে অবস্থান করলেও।"(নিসা: ৭৮) "এ ভূপৃষ্টের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াময় রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।"(আর রাহমান:২৬-২৭)

এ কথা স্পষ্ট যে, একটি যুক্তিসঙ্গত ও উদ্দেশ্যমূলক বিশ্ব-ব্যবস্থায় এমন স্বাধীন একটি সৃষ্টিকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন যুক্তি কখনো এটা হতে পারে না যে, তাকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়ে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হবে। বরং এর অনিবার্য দাবী হবে যিনি তাকে ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি জগতে এই মর্যাদা ও অবস্থান দিয়েছেন তাঁর সামনে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আয়াতে উল্লেখিত "ফিরে যাওয়া" এর অর্থ নিছক ফিরে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ জবাবদিহির জন্য ফিরে যাওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অস্বীকারকারীরা দাবী করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করা হবে না। তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে। তারপর তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"(তাগাবুন:৭) "তারা জিজ্ঞেস করে, তা কিন্তু সত্যি সত্যিই হবে। বলো, আমার রবের শপথ তা অবশ্যই সত্য। তোমরা এত ক্ষমতাশালী নও যে, তা বাধা দিয়ে ঠেকাতে পার। (ইউনুস:৫৩)

গোটা মানব জাতিকে পুনরায় জীবিত করে হিসেব-নিকেশ গ্রহনের জন্য যখন এক সাথে একই সময়ে জড়ো করা হবে, সেটি হবে এর প্রকৃত সময়ে। আর সেই হিসেব নিকেশের ফলাফল স্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তির ভিত্তি হবে মানুষ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগিয়েছে, না ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়েছে তার ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, জবাবদিহির এই কাজটি দুনিয়ার বর্তমানের এই জীবনে হওয়া সম্ভব নয় কিনা আর এর প্রকৃত সময় মৃত্যুর পরের জীবনই বা কিনা তাছাড়া এ পৃথিবীর গোটা মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আগের ও পরের সব মানুষকে যে সময় পুনরায় জীবিত করে জড়ো করা হবে সে সময়টিই বা এর প্রকৃত সময় হবে কিনা মানুষ যদি বিবেক-বুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগায় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এ সবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। সে এ কথাও বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির দাবী হলো, মানুষের হিসেব-নিকেশ ও জবাবদিহির কাজটি মৃত্যুর পরের জীবনেই হওয়া দরকার এবং সমস্ত মানুষ এক সাথে হওয়া দরকার।

এর প্রথম কারণ হচ্ছে, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার গোটা জীবনের কাজকর্মের জন্য। তাই তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্যের জন্য জবাবদিহির সঠিক ও অ-নবার্য সময় সেটিই হওয়া উচিত যখন তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের কাজকর্মের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ফেলে এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সৃষ্টি করে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সব ফলাফল, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার জন্য সে-ই দায়ী। তাই সঠিক জবাবদিহি ও হিসেব-নিকেশ কেবল তখনই হতে পারে যখন গোটা মানব জাতির জীবন কর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে। এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। নি:সন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন, যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পুর্ণ ইনসাফ সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা পান করে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির প্রতিফল হিসেবে।"(সুরা ইউনুস:৪)

নবী সা: এর শিক্ষার প্রথম মূলনীতি হলো.একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব কাজেই তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, আমাদেরকে এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে।

যুগে যুগে ন্যায় ও সত্যের অস্বীকারকারীরা মৌলিক একটি গোমরাহীর মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোমরাহীটি হলো, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই, আখিরাত অস্বীকারকারীদের কাছে এ কথা জানার কোন উপায় ছিল না, না এখন আছে, না কখনো থাকতে পারে। কিন্তু এসব মূর্খতা চিরদিনই জোর গলায় সে দাবী করেছে। অথচ চুড়ান্তভাবে আখিরাতকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে আমরা অবিনশ্বর নই, সেই সব সাজ-সরঞ্জামও চিরস্থায়ী নয়, যা আমরা এ পৃথিবীতে ভোগ করছি। অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহর সত্তা, এ বিশাল বিশ্ব-জাহান এই সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় আমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে। এখন যদি আমাদের কেউ "আমার চেয়ে বড় কেউ নেই: এই গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধিও সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গ-ির মধ্যে নিজের শ্রেষ্টত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতি কতদিন চলতে পারে। মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয় তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্টত্ব যা জন্য সে গর্ব করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে যে গুরুত্বপূর্ণ মহাসত্য সম্পর্কে জিন ও মানুষ এ দুটি সৃষ্টিকে সাবধান করা হয়েছে তা হচ্ছে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব সত্তাকে উপাস্য, বিপদে রক্ষাকারী ও অভাব মোচরকারী হিসেবে গ্রহণ করে থাকো তারা ফেরেশতা, নবী-রাসুল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সুর্য বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন তাদের কেউই তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ওরা নিজেরাই তো মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের নিজেদের হাতই তার সামনে প্রসারিত। তারা নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের বিপদই যেখানে দূর করতে পারে না সেখানে সে তোমাদের বিপদ মোচন কি করে করবে। পৃথিবী থেকে আকাশ ম-ল পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত এই মহাবিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, শুধু এক আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। আখিরাত হওয়া অনিবার্য ও অবধারিত। জ্ঞান বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী হলো, তা হতেই হবে। বরং না হওয়াটাই জ্ঞান বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী। কোন যুক্তিবাদী মানুষ কি কখনো এ কথা সঠিক বলে মেনে নিতে পারে যে, যারা পৃথিবীতে অন্ধদের মত জীবন যাপন করে এবং নিজেদের দুশ্চরিত্র ও দুস্কর্ম দ্বারা আল্লাহর পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তোলে তারা তাদের ভুল আচার আচরণ ও কর্মকা-ের কোন খারাপ পরিণাম দেখবে না এবং অনুরূপ যারা দুনিয়াতে ভাল মন্দ বিচার করে চলে এবং ঈমান গ্রহণ করে নেক কাজ করে, তারা নিজেদের এ উত্তম কর্মকা-ের কোন ভাল ফলাফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এ বিষয়টি যদি জ্ঞান বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হয় তাহলে আখিরাত অস্বীকৃতি আকীদাও অবশ্যবই জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইসাফের পরিপন্থী হতে হবে। কারণ আখিরাত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেনীর মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাওয়া এবং উভয়কে একই পনিণতি লাভ করা। এমন হলে শুধু জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইনসাফকেই হত্যা করা হয় না, বরং নৈতিকতার মুলোৎপাটন হয়। কারণ ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেনীর মানুষের যদি একই পরিণাম হয় তাহলে মন্দ লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এ কারণে যে, তারা মৃত্যুর পূর্বে হৃদয় মনের সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করেছে। আর সৎলোকেরা অত্যন্ত নির্বোধ এ কারণে যে, তারা অযথা নিজেদের ওপরে নানা রকমের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রেখেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক রকম হতে পারে না এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীল সমান হতে পারে না। কিন্তু তোমরা কমই বুঝতে পারো।" (সুরা মু'মিন:৫৮) সুতরাং ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, অবশ্যই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। সেখানে আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। যারা আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব মেনে নিয়ে সঠিক বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্বীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবনযাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভ্রান্ত কার্যধারার কুফল প্রত্যক্ষ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এ কথা সত্য, যারা আসার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্তে থাকে আর আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল তাদের শেষ আবাস হবে জাহ-ান্নামএমন সব অসৎকাজের কর্মফল হিসেবে যেগুলো তারা ক্রমাগতভাবে আহরণ করতো। আবার এ কথাও সত্য, যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে সোজা পথে টালাবেন। নিয়ামতে ভরা জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।"(সুরা ইউনুস:৭-৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক কার্যধারার ওপর কায়েম রাখুন। আমীন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

টুকু সভাপতি মুন্না সাধারণ সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

সহ সভাপতি মোনায়েম মুন্না সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। শুক্রবার (২৭ মে) এই কমিটি অনুমোদিত হয় বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত 'টুকু-মুন্না' নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল-এর আংশিক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হলেন- সিনিয়র সহ সভাপতি মামুন হাসান, সহ সভাপতি নূরুল ইসলাম নয়ন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মিল্টন, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম মওলা শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার এবং দপ্তর সম্পাদক (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক) কামরুজ্জামান দুলাল।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি আংশিক অনুমোদন হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ ও নাসিম খান এবং নিউইয়র্ক স্টেট যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভূইয়া পৃথক বিবৃতিতে যুবদলের নতুন নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, যুবদলের নতুন কমিটি গঠন করায় বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি যুবসমাজের অহংকার সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্নার প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। নেতৃবৃন্দ আশা করেন টুকু-মুন্না'র নেতৃত্বে যুবদল বাংলাদেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা রাখবেন।

জ্যামাইকার হিলসাইডে আসছে খলিল

(শেষের পাতার পর)

রেষ্টুরেন্টটির নতুন শাখা হচ্ছে ১৬৭-২০ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক ১১৪৩২ ঠিকানায়। জ্যামাইকায় প্রিমিয়াম সুইটসের বিপরীতে চৌরাস্তার কর্ণারে বর্তমান 'ইয়ামি চিকেন পিজা এন্ড বার্গার'-এর স্থানে খলিলের এই নতুন শাখা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমান জানান, ব্রুকসের বাইরেও আমাদের শাখা চালুর জন্য অনেকের দাবী ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় জ্যামাইকায় আমাদের এই শাখা হচ্ছে। আশা করছি এ বছরেই অন্যান্য বরোতেও খলিল বিরিয়ানীর শাখা চালু করতে পারবো।

খলিল বলেন, আপাতত এখানে নিয়মিত খাবারগুলোই থাকবে। পরে আরো বড় জায়গা পাওয়া গেলে আলাদা করে চাইনিজ শাখা চালুর আশা রাখছি। আসন্ন সামারে পিকনিক সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের খাবারের অর্ডার জ্যামাইকা শাখায় দেয়া যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে। হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

নিরাপত্তা পরিষদকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানালো বাংলাদেশ

(৪৬ পাতার পর)

কর্মীদের প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান এবং তাদের উপর হামলার প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা পরিষদ যে সকল সম্ভাব্য বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয় উন্মুক্ত বিতর্কটিতে।

বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, চলমান সংঘাত, দীর্ঘায়িত মানবিক সংকট এবং ক্রমবর্ধমান জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির পেক্ষাপটে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন ক্রমাগত মানবিক চাহিদা বাড়ছে তখন প্রবেশাধিকার একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

মিয়ানমারের অনিশ্চিত নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে বিলম্ব হচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা উদ্বিগ্ন যে মিয়ানমারের পরিস্থিতি বেসামরিক নাগরিকদের জন্য, বিশেষ করে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য অত্যন্ত অনিরাপদ যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী' মিয়ানমারে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থার প্রবেশাধিকারের অনুমতি না দেওয়ার বিষয়টিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছেন তা তুলে ধরেণ রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের প্রায় সাত হাজার শান্তিরক্ষী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং মিশনে কাজ করছে। তারা বেসামরিক এলাকার নিরাপত্তা প্রদান করছে, নিরবিচ্ছিন্ন মানবিক সেবা নিশ্চিত করছে। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

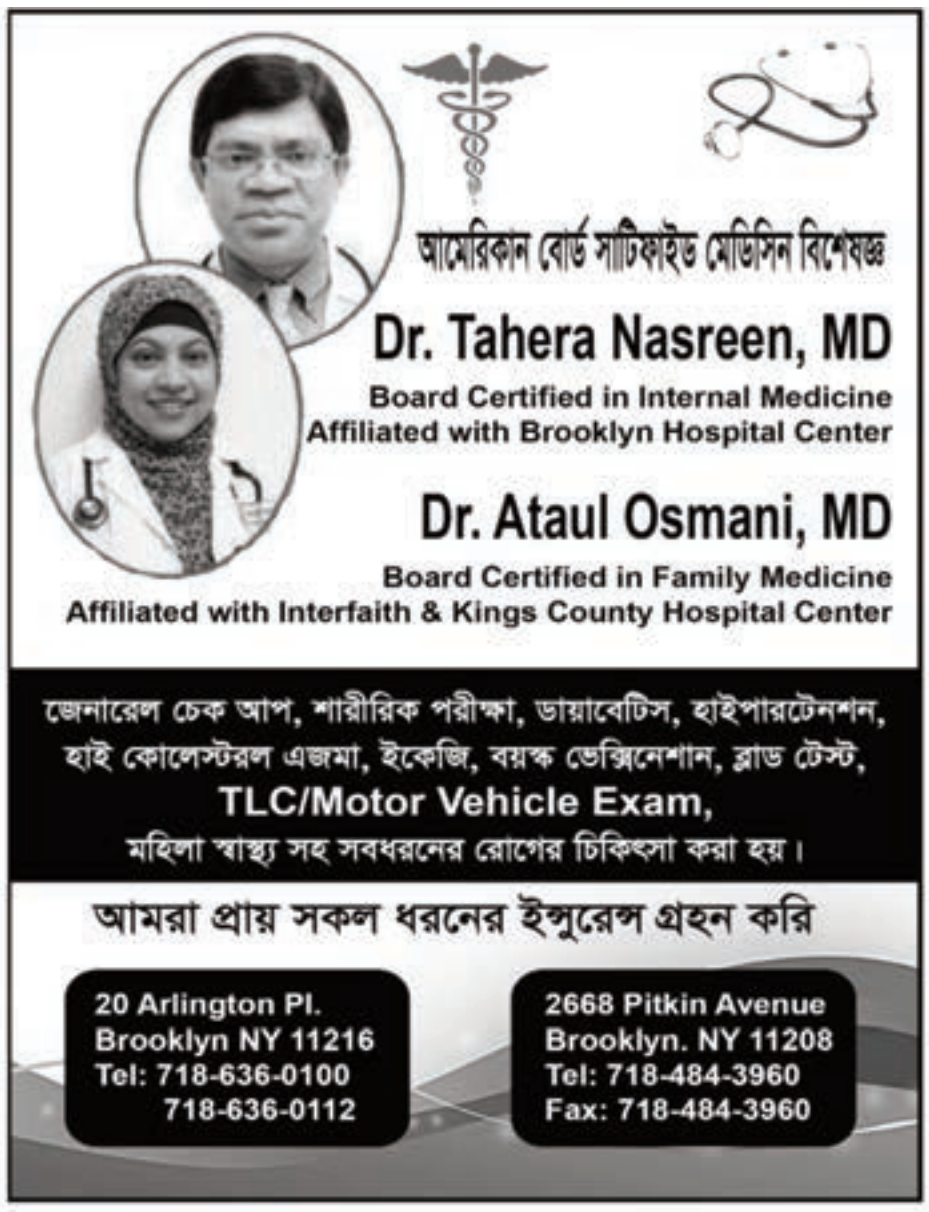


প্রদানে সহায়তা করছে, কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছে এবং নারী ও যুব সমাজকে ক্ষমতায়িত করছে।

দুর্ভাগ্যবশত শান্তিরক্ষী এবং মানবিক কর্মীরা ক্রমবর্ধমানভাবে আক্রমণের লক্ষ্যবস্থতে পরিণত হচ্ছে এবং প্রায়শই ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এ সকল আক্রমণকে উসকে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে এ ধরণের ঘটনা মোকাবিলায় আরও কার্যকর যোগাযোগ কৌশল তৈরি করতে হবে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে 'বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা'র ক্ষেত্রে যে ম্যান্ডেট রয়েছে সে অনুযায়ী পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান নিশ্চিত করার উপর জোর দেন তিনি।

সংঘাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যাতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনসমূহ মেনে চলে সে বিষয়ে আরও সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অপরাধীরা যাতে জবাবদিহিতার আওতায় আসে তা নিশ্চিত করার গুরুত্বের উপরও জোর দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, "বেসামরিক নাগরিক, স্কুল, হাসপাতাল এবং মানবিক কাজে নিয়োজিত কর্মীগণকে টার্গেট করে যারা হামলা চালায়, কোনো অযুহাতেই তাদের ক্ষমা করা যাবে না। এ সকল হামলার তদন্ত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে"।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় বিচারিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতসহ আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতা ব্যবস্থাকে সমর্থন জোগানোর জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ২১৮ স্ট্রীট এবং ৮৮ এভিনিউতে ২ বেড, ২ বাথ ও লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-২৪২৮ অথবা ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০।

হেলপ ওয়ান্টেড

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউতে (বিএক্স ৩৬ বাস লেন) একটি কেনেডী ফ্রাইড চিকেন-এর জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১ অথবা ৩৪৭-৮৬২-৪৭১৩

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডে ৪৮ স্ট্রীট এবং স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেইজমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেভেন ট্রেন সাবওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

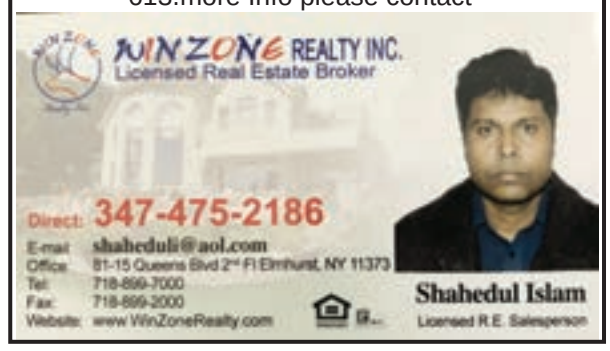
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি



আদালাতের সিদ্ধান্তে আমরা জয়ী : মনির-সেলিম

(শেষের পাতার পর)

প্রেক্ষিতে আদালাতের সিদ্ধান্তে আমরা জয় হলেও উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মেলা আয়োজনের প্রস্তুতির সময় না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে মেলা আপাতত: স্থগিত করতে হয়েছে। শুক্রবার (২০ মে) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেলার আয়োজকগণ এই তথ্য জানান। খবর ইউএনএ'র।

জরুরী এই সংবাদ সম্মেলনে উদ্ভুত পরিস্থিতি সহ বিস্তারিত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মনির আহমেদ, সাবেক সি-নিয়র সহ সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, মেলা কমিটির আহ্বায়ক আবু তাহের, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাসান চৌধুরী। এসময় নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে সৃষ্ট জটি-লতার প্রেক্ষিতে ইতিপূর্বে দায়ের করা মামলা আদালতে বিচারাধীন এবং মোহাম্মদ আহসান হাবিব ও মোহাম্মদ বিল্লাহ গংরা ক্ষমতা ও পেশীশক্তির মাধ্যমে নিজেদের সংগঠন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দাবী করে এসোসিয়েশনের ভবন দখল করে রেখেছেন। আর আমরা সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে ১১জন কর্মকর্তা পদত্যাগ করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী করে আসছি। সংগঠনের স্বার্থে আমরা প্রয়োজনে আমরা সমঝতা করতেও রাজী। কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন পথেই না এসে বরং সংগঠন ভবন ও সংগঠনকে কুক্ষিগত করে এবং অর্থ তছরুপ করার পাশাপাশি এবার আয়োজিত 'চট্টলা বৈশাখী পথমেলা' বন্ধ করতে গোপনে আদালতের আশ্রয় নেয়। তারা নিউইয়র্কের সুপ্রীম কোর্ট অব দ্য ষ্টেট অব নিউইয়র্ক কাউন্টি অব কুইন্স কোর্টে ১০জনকে বিবাদী করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার ইনডেক্স নং ৫১৪৫৮১/২০২২, তারিখ ০৫/১৮/২০২২. অথচ এই মামলার কোন কপি বা নোটিশ আমাদের জানানো হয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা আমাদের আইজীবির মাধ্যমে জানান পর পরই আদালতের স্মরণনাপন্ন হই এবং আইনগতভাবে বাদীদ্বয়ের মামলা মোকাবেলা করি। এই প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত শুক্রবার (২০ মে) মেলা আয়োজনের পক্ষে রায় দেন। ফলে 'চট্টলা বৈশাখী পথমেলা' আয়োজন ও সংগঠনের লগো ব্যবহার নিয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও মামলা মোকাবেলা করতে গিয়ে আমাদের সময় চলে যাওয়ায় এবং প্রস্তুতি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আমরা প্রবাসীদের মতো চাওয়া-পাওয়ার মেলা আয়োজন করতে না পারার জন্য আপাতত: মেলাটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে অচিরেই মেলার নতুন দিন তারিখ ঠিক করে জানানো হবে এবং ব্যাপক ও বিশাল আকারে 'চট্টলা বৈশাখী পথমেলা' অনুঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, 'হ-াবিব-বিল্লাহ' গংরা আমাদের সংগঠনের অনেকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অক্রমণ করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং চরিত্র হনন করছেন। যা কাম্য নয়। আমরা সংগঠনকে ভালবাসি। সবাইকে নিয়ে চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করতে চাই। কিন্তু কোন মামলা-মোকদ্দমায় জড়াতে চাইনা। কিন্তু আমাদের কোন মানহানি ঘটলে আমরা প্রয়োজনে আইগত ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবো না। উল্লেখ্য, মোহাম্মদ আহসান হাবিব ও মোহাম্মদ বিল্লাহ দায়েরকৃত মামলার বাদীরা হলেন- মনির আহমেদ, মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, মীরকাদেও রাসেল, মাকসুদুল হক চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, মোর্শেদ আর চৌধুরী, হাসান চৌধুরী এবং আবু তালেব চৌধুরী চান্দু।

২৫ বছর পর কানাডা থেকে

(শেষের পাতার পর)

১৯৯৬ সালে দেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি পালিয়ে যান কানাডায়। সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চান। দেশে রেখে যান স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। আশা ছিল একদিন তারাও তার সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু পরে তার আশ্রয়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। তারপর থেকে গত ২৫টি বছর তিনি কানাডায়ই কাটিয়ে দেন। দেশে ছেলে ও মেয়ে যাতে সুশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন কানাডায়। এমনকি সেখানে একটি ভাল বাড়িও ক্রয় করেন। আশা ছিল একদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেখানে বসবাস করবেন।

জানা যায়, মাহফুজ আলমের ছেলে শাহেদ ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর দক্ষ অভিবাসী হিসেবে ২০১৫ সালে কানাডায় পাড়ি জমান। পিতার সঙ্গে মিলিত হন তিনি। সেখানেই সংসার পাতেন শাহেদ। তারও সন্তান সন্ততি হয়। দাদা হন মাহফুজ আলম। কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য আর হচ্ছে না তার। শুক্রবারই তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এ খবর দিয়েছে কানাডার অনলাইন দ্য স্টার।

এর আগে বছরের পর বছর কানাডার বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির কাছে প্রতি মাসের তৃতীয় বুধবার রিপোর্ট করেছেন মাহফুজ আলম। কখনো সেটা ফোনে, আবার কখনো ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে কর্মকর্তাদের নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি অদৃশ্য হয়ে যাননি বা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাননি। যদিও কারো আশ্রয়ের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব তাকে তার দেশে ফেরত পাঠানো হয়, কিন্তু দীর্ঘায়িত আপিল প্রক্রিয়ার কারণে এবং ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমণ সংক্রান্ত ডকুমেন্টের অভাব থাকার কারণে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে কয়েক বছর লেগে যায়। এই সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেখানে কাজ করতে পারেন। ট্যাক্স দিতে পারেন। স্থানীয় নাগরিকরা যেমনভাবে বসবাস করেন, তিনি সেভাবে বসবাসও করতে পারেন।

গত নভেম্বরে মাহফুজ আলম ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতকার দিতে ব্যর্থ হন। ফলে বর্ডার গার্ড কর্মকর্তারা তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গত ৭ মে তাকে গ্রেপ্তারে করেন তারা। তারপর যা হবার তাই হচ্ছে। শুক্রবারই তাকে দেশে ফিরে যেতে হলো। পিছনে ফেলে যেতে হলো ছেলে, পুত্রবধু ও তাদের সন্তানদের।

মাহফুজ আলমের ছেলে শাহেদ স্থানীয়ভাবে একটি ওয়া-রহাউজের সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ বাবাকে কানাডায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে অনুমোদন দিয়েছিলো। এ সময়ে কানাডায় তিনি সব কিছু ত্যাগ করে অবস্থান করেছেন। অবদান রেখেছেন। তার কাছ থেকে ট্যাক্স নেয়া হয়েছে। তার শ্রমকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখন দ্রুততার সঙ্গে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আমাদের কাছে এর কোনো অর্থ নেই।

আরো জানা যায়, বর্ডার এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭ সালেই মাহফুজ আলমের আশ্রয়ের আবেদন খারিজ করে দেয়া হয়। তারপর আপিল শুনানি শেষ হয় ২০০০ সালে। কিন্তু ২০০৯ সাল পর্যন্ত নয় বছরে আর তেমন কিছু হয়নি। তাকে কানাডা থেকে বের করে দেয়ার জন্য নির্ধারিত এক সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়। বলা হয়, বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের আবেদন করতে। ২০১২ সালে মাহফুজ আলমের মনে হয় বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া তার জন্য এখন অনেকটাই নিরাপদ। কিন্তু এ জন্য তার প্রয়োজন একটি জন্ম সনদ। আবার ২০১৬ সালে তাকে সাক্ষাতকারে ডাকা হয়। ২০১৮ সালে তার ভ্রমণ সংক্রান্ত ডকুমেন্টের ফলোআপের জন্য ডাকা হয়।

গত আগস্টে তিনি আবার সাক্ষাৎকার দিতে উপস্থিত হন। তাকে বলা হয় ভ্রমণ সংক্রান্ত ডকুমেন্টেরজন্য আবেদন করতে। এরপর ৭ মে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। নভেম্বরের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত না হওয়ার কারণে চারদিন আটকে রাখা হয়। শাহেদের অভিযোগ, তার পিতা বা তাদের পক্ষের আইনজীবী কেউই ২৮ নভেম্বরের সাক্ষাৎকারের নোটিফিকেশন পাননি। তবে বর্ডার এজেন্সির নোটিশে বলা হয়েছে, ওই চিঠি পাঠানো হয়েছিল একটি ভুল ঠিকানায়। তা সত্ত্বেও মাহফুজ আলমের ব্যক্তিগত ইমেইল ঠিকানায় এর একটি কপি পাঠানো হয়েছিল। মাহফুজ আলমের ইমেইলে সেই চিঠির একটি কপি উদ্ধার করেছেন ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তারা।

শাহেদ বলেন, যখন আমার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি কর্মকর্তাদের অনুরোধ করে তার ফোনে সার্স করে ওই ইমেইল বের করে দিতে। তিনি প্রশ্ন রাখেন- যদি তারা ইমেইল করেই থাকতো, তাহলে কেন বাবা তাদেরকে ফোন দিয়ে তা সার্স করে বের করে দিতে বলবেন? বাবা তো প্রযুক্তির বিষয়ে অতোটা জানেন না। ফলে তিনি ইমেইল নিয়ে অতো ঘাটাঘাটি করেন না।

বাংলাদেশে অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত সাপ্লাই বিষয়ক স্টোরের মালিক মাহফুজ আলম। বলেছেন, কানাডায় অবস্থানকালে তিনি হোটেলে থালাবাসন মাজার কাজ করেছেন। প্রথমে টরোন্টোতে যাওয়ার পর তিনি কাজ নেন 'লাইন কুক'-এর। গত ২০ বছর ধরে তিনি একজন মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করছিলেন। বলেছেন, আমি সপ্তাহের প্রতিটি ঘন্টা দেশে পরিবারের জন্য কাজ করেছি। টরোন্টোতে তার কেনা বাড়ির প্রসঙ্গে বলেন, ২০০৪ সালে তিন লাখ ডলার দিয়ে এই বাড়িটি কিনেছি, যাতে একদিন আমার পরিবারের সবাই এখানে এসে বসবাস করতে পারে। আশা করেছিলাম হয়তো সামনের বছর তারা আসতে পারবে। আবার পরের বছর একই ভাবনা। কিন্তু তারা আর আসতে পারেনি।

প্রতি মাসে মাহফুজ আলম যে অর্থ উপার্জন করেছেন তার অর্ধেকটাই বাংলাদেশে পরিবারের সদস্যদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাকি অর্ধেক দিয়ে বাড়ির মর্টগেজ দিয়েছেন।

শাহেদ বলেছেন, বাবার সংস্পর্শ ছাড়া তিনি বড় হয়েছেন। তবে তার জন্য সবই করেছেন তার পিতা। 'তিনি আমার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তিনি যখনই এখানে বাসায় থাকতেন তখনই রান্না করতেন। মজা করে খেতেন। আবার ঘুমাতেন। তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হলে আমি খুব মিস করবো। আমি যখন কান-াডায় এসেছি, তখন বুঝতে পেরেছি এখানে একটি কাজ খুঁজে পাওয়া কত কঠিন, যদি আপনার কানাডিয়ান 'ক্রেডেনশিয়াল' বা নেটওয়ার্ক না থাকে। প্রথমে সাসকাতুনে এসে আমিও প্রথমে থালাবাসন ধোয়ার কাজ করেছি।

নির্বাচনের সম্ভাব্য নতুন তারিখ ২৬ জুলাই

(শেষের পাতার পর)

সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের ১৪ নভেম্বরের নির্বাচন আদালতের নির্দেশে স্থগিত, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলার উদ্ভূত পরিস্থিতি, পরবর্তী করণীয় এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় । এ সময় বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এর মধ্যে সোসাইটির স্থগিত নির্বাচন আগামী ২৬ জুলাই, মঙ্গলবার পুন: তফসিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে যদি বিশেষ কোনো কারণে ঐদিন নির্বাচন না করার যায় তবে পরবর্তী মঙ্গলবার ২ আগস্ট নির্বাচন করার ব্যাপারে ট্রাস্ট বোর্ড এবং কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

নির্বাচন কমিশন ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কার্যকরী পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করতে সহযোগিতা কামনা করেন।

ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ উপস্থিত সবাই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এদিকে কার্যকরী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড ছাড়াও পূর্বে গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটিও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

সভায় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন জনি, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল হাসিম হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, শরাফ সরকার ও মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হাকিম মিয়া, আনোয়ার হোসেন, কাওসারুজ্জমান ও রুহুল আমীন সরকার।

সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক এম কে জামান, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনিকা রায়, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাদির এ আইয়ুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক আহসান হাবিব, কার্যকরী সদস্য ফারহানা চৌধুরী, মঈনুল উদ্দিন মাহবুব, সাদী মিন্টু ও আবুল কাশেম চৌধুরী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জিয়াউর রহমানের শাহাদৎবার্ষিকী সোমবার

(শেষের পাতার পর)

রহমানের (বীর উত্তম) ৪১তম শাহাদৎবার্ষিকী ৩০ মে, সোমবার। ১৯৮১ সালের এই দিনে চট্টগ্রামে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তাদের হাতে হত্যাকান্ডের শিকার হন তিনি। খবর ইউএনএ'র।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করছেন এবং তিন তিনবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারী বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। মাত্র ৪৫ বছর বয়সেই তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালে সেনাবাহিনীর বিপথগামী সদস্যদের গুলিতে প্রাণ হারান। তিনি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। জিয়াউর রহমানের দুই ছেলের একজন তারেক রহমান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আরেক সন্তান আরাফাত রহমান কোকো, যিনি ২০১৫ সালে মালয়েশিয়ায় মারা যান। বড় ছেলে তারেক রহমানের পরিবারের মতো লন্ডনেই বসবাস করছেন কোকোর পরিবার।

নিউইয়র্কে সর্বজনীন অনুষ্ঠান আয়োজন

এদিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী বিগত কয়েক বছরের মতো এবছরর নিউইয়র্কে সর্বজনীন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী নামক একটি সংগঠন ঐদিন (৩০ মে) স্থানীয় ৭৩ স্ট্রীটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বেলা ২টা থেকে চলবে এই কর্মসূচী। এই কর্মসুচী সফল করতে দেওয়ান মনিরকে আহ্বায়ক, সারওয়ার খান বাবুকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং আমানত হোসেন আমানকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সার্বিক তত্বাবধায়ক হচ্ছেন ইশতিয়াক রুমি।

জিয়াউর রহমানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকীর কর্মসুচী সফল করতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক-এর সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমী সকল প্রবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কর্মসূচী

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যানারে ২৯ মে রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ ডাইভারসিটি প্লাজায় আলোচনা সভা, দোয়া ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচীটি সফল করতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল দলীয় নেতা-কর্মী সহ বিএনপির সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আকতার হোসেন বাদল-এর নেতৃত্বে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) শাহাদৎবার্ষিকী ৩০ মে, সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের কর্সসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরদিকে সভাপতি কাজী আজম ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদর নেতৃত্বে ইন্টার ষ্টেট বিএনপি ইউএ-সএ'র উদ্যোগে সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে দোয়া, তবারক বিতরণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসন্ন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচন, ৫ই জুন, রবিবার, ২০২২ ইং

পরিবর্তন ও জবাবদিহিতার অঙ্গীকার নিয়ে

কোষাধ্যক্ষ পদে

(নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ এসোসিয়েশন এর জয়েন্ট সেক্রেটারি)

মিসবাহ উদ্দিন আহমদ

সম্মানিত ভোটারদের কাছে

ভোট ও দোয়া প্রার্থী

প্রচারেঃ

জালালাবাদবাসী, যুক্তরাষ্ট্র

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত

আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:

718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



Free Consultation



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এপিকেটের একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali

718-482-7766

917-562-1368

alimd@surdezlaw.com

alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401

Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com



BARI HOME CARE

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.

Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস

$22

5 BOROUGH প্রতি ঘন্টার

$২১ লং আইল্যান্ড

$১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ ট্রাম্প/স্মার্ট স্টাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন উষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না

আজই ফোন করুন

718-898-7100

631-428-1901



Asif Bari (Tutul)

C.E.O

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-898-7100

JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY11432, Tel: 718-291-4163

BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave, Suite 201, Bronx, NY 104621, Tel: 718-319-1000

BUFFALO OFFICE: 927 Sycamore St 2nd, Buffalo, NY 14212, Tel: 347-272-3973

LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741, Tel: 631-428-1901

OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208, Tel: 718-942-5554

BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218, Tel: 347-240-6566, Cell: 347-777-7200

BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211, Tel: 716-891-9000, 716-400-8711

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

MW

জ্যামাইকায় Grand Opening

বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

MY SECOND WIFE

Steaks & Kabab palace

100% zabiha Halal

169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com

-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-

- Afghan Kabab
- Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
- Chicken Kadai
- Chicken Tikka Masala
- Butter Chicken
- Chapli Kabab
- Iranian Beef Kabab
- Steaks
- We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.

Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99

বিশেষ আয়োজনে:.....

বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed

For Catering Call- 917-497-0774

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 30// 2022

নিরাপত্তা পরিষদকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানালো বাংলাদেশ



নিউইয়র্ক: "বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অগ্রাধিকার। আমরা এই অগ্রাধিকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সবধরণের প্রচেষ্টা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। গত ২৫ মে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে 'সশস্ত্র সংঘাতে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা' শীর্ষক বিতর্কে প্রদত্ত বক্তব্যে এসকল কথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। উন্মুক্ত বিতর্কটির আয়োজন করে নিরাপত্তা পরিষদের চলতি মে মাসের সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র। মানবিক কাজে নিয়োজিত (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)





মরনোত্তর দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল পেলেন কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মোৎসর্গকারী দুইজন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী

নিউইয়র্ক: "শান্তিরক্ষীদের আত্মত্যাগ শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যেতে আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করে"। গত ২৬ মে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবসে কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মোৎসর্গকারী শান্তিরক্ষীদের মরনোত্তর দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মোৎসর্গকারী দুইজন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী মেজর এ কে এম মাহমুদুল হাসান ও ল্যান্সকর্পোরাল মোঃ রবিউল মোল্লা এ মেডেল পান। মেজর এ কে এম মাহমুদুল হাসান সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ নিয়োজিত মিনুসকা মিশনে এবং ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ রবিউল মোল্লা দক্ষিন সুদানে নিয়োজিত আনমিস মিশনে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজের কাজ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে এ মেডেল গ্রহণ করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এসকল মেডেল কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবারের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মোৎসর্গকারী ৪২টি দেশের ১১৭ জন শান্তিরক্ষীকে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য 'দ্যাগহ্যামারশোল্ড' মেডেল প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরেজ বাংলাদেশসহ ৪২টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিদের হাতে স্ব স্ব দেশের মেডেল তুলে দেন।

দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে রক্ষিত শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। শোকবার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্ব শান্তির জন্য পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ তার অনেক সাহসী সন্তানকে হারিয়েছে। তিনি শান্তিরক্ষায় জীবনদানকারী সকল বীর শান্তিরক্ষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং অপূরণীয় এই ক্ষতির জন্য তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানের পর কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মোৎসর্গকারী সকল শান্তিরক্ষীদের সম্মানে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের উত্তর লনে অবস্থিত 'শান্তিরক্ষী মেমোরিয়াল সাইট' এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এসময় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তাগণ ও জাতিসংঘ সদরদপ্তরে কর্মরত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক জাতিসংঘ সদর দপ্তরের উত্তর লনে 'শান্তিরক্ষী মেমোরিয়াল সাইট"-এ পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'জনগণ শান্তি' অগ্রগতি: অংশীদারিত্বের শক্তি'। দিবসটিতে প্রতিবছর শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার স্বীকৃতি এবং যাঁরা শান্তির জন্য জীবন হারিয়েছেন তাঁদের মরনোত্তর দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল প্রদান করে পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানো হয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশের ৬ হাজার ৮০২ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের ৯টি মিশনে কর্তব্যরত রয়েছেন। দায়িত্বরত অবস্থায় এ পর্যন্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন ১৬১ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী।

করোনা অতিমারি জনিত কারণে দুই বছর পর আবার জাতিসংঘ সদরদপ্তরে স্বশরীরে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস পালন করা হলো। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



রুবী হকের মৃত্যুতে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্কের শোক প্রকাশ

নিউইয়র্কঃ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক, মানবাধিকার নেত্রী রুবী হকএর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার।' উল্লেখ্য, গত ২৫ মে লন্ডনের সেন্ট ফ্রান্সিস হসপিসে দুরারোগ্য রোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন রুবী হক।

সংগঠনের পক্ষে এক শোক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রগতিশীল নেত্রী রুবী হকের নেতৃত্বে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। তার অকাল মৃত্যু প্রগতিশীল ও ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনের জন্য বিশাল ক্ষতি। আমরা তার আত্মার পরম শান্তি কামনা করছি এবং তার দুই মেয়ে ও স্বামী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এডভোকেট মুজিবুল হক মনিসহ পরিবারের সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শোক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরদাতারা হলেন: সভাপতি ফাহিম রেজা নূর, সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, বীর মুক্তি যোদ্ধা ড. নুরুন নবী, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেলাল বেগ, চলচ্চিত্রকার কবির আনোয়ার, ডেমোক্র্যাটিক দলীয় মূলধারার রাজনীতিক মোরশেদ আলম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, বাঙলী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, বর্ণমালা সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, অর্থনীতিবিদ ড. শফিক ইসলাম, ডা. টমাস দুলু রায়, সাংবাদিক শীতাংশু গুহ, সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ, সাংবাদিক ফজলুর রহমান, লেখিকা নাজনিন সিমন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, রওশন আরা নিপা, শুভ রায়, আহনাফ আলম, গোপাল স্যানাল, আবুল কালাম সোয়েব, রূপা খানম, ইসমাইল হোসেন স্বপন, সেমন্তী ওয়াহেদ, ওবায়াদুল্লাহ মামুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক খসরু, ডানা ইসলাম, তোফাজ্জল লিটন, সাইদুর রহমান লিংকন, সাইমুম সোহেল, তাহেরা তারা, প্রমুখ।





এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

حلال
HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS

আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা

আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!

GRUBHUB UBER eats DOORDASH

PayPal MasterCard VISA AMEX DISCOVER

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



নিউইয়র্কে সর্বজনীন অনুষ্ঠান আয়োজন

জিয়াউর রহমানের শাহাদৎবার্ষিকী সোমবার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)





যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের অভিনন্দ

কেন্দ্রীয় যুবদলের নতুন কমিটি

টুকু সভাপতি মুন্না সাধারণ সম্পাদক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল-এর আংশিক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু সভাপতি এবং বিদায়ী কমিটির অন্যতম (বাকি অংশ ৪১পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

২৫ বছর পর কানাডা থেকে ফেরত পাঠানো হলো মাহফুজকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘ ২৫ বছর পর কানাডা থেকে শুক্রবার দেশে ফেরত পাঠানো হলো মোহাম্মদ মাহফুজ আলম (৬১) নামের এক বাংলাদেশীকে। তাকে ফেলে যেতে হচ্ছে নিজের পুত্র, পুত্রবধু আর নাতিদের। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



নাতিদের সাথে সাথে মাহফুজ আলম

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি প্রার্থী ছানু'র অভিযোগ

জালালাবাদের সভাপতি হিসেবে বদরুল খান ৪ লক্ষাধিক ডলারের হিসাব দেননি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসী তথা জালালাবাদবাসীদের সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান তার সময়ের ৪ লাখ ৩ হাজার ৮৭৩ ডলারের কোন হিসেব দেননি। শুধু তাই নয় বিগত কয়েক বছর ধরে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের বৈশাখী পথমেলা স্থগিত

আদালতের সিদ্ধান্তে আমরা জয়ী : মনির-সেলিম

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা আয়োজিত 'চট্টলা বৈশাখী পথমেলা' আপাতত: স্থগিত করা হয়েছে। ২২ মে রোববার ব্রুকলীনে এই মেলা হওয়ার কথা ছিলো। সমিতির বিভক্ত কর্মকর্তাদের একাংশের মামলার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশে সোসাইটির নির্বাচনী জটিলতা নিরসনের যৌথসভা

নির্বাচনের সম্ভাব্য নতুন তারিখ ২৬ জুলাই



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি,ট্রাস্টি বোর্ড এবং নির্বাচন কমিশনের যৌথ সভা গত ২৫ মে বুধবার বিকেলে সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. আজিজ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার এবং সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী। সভায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাণের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ব্রঙ্কসে 'আলাউদ্দিন-জাবেদ' প্যানেলের নির্বাচনী সভা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সমৃদ্ধ কুলাউড়া গঠনের প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হলো কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'আলাউদ্দিন-জাবেদ' প্যানেলের নির্বাচনী সভা। গত সোমবার সন্ধ্যা ব্রঙ্কসের খলিল (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

জ্যামাইকার হিলসাইডে আসছে খলিল বিরিয়ানীর শাখা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে আসছে ব্রঙ্কসের বিখ্যাত খলিল বিরিয়ানী। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

আহ্বায়ক আজম সদস্য সচিব রেজা

গাইবান্ধা সোসাইটির নতুন কমিটি





নিউইয়র্ক: শফিউল আজম মকে আহ্বায়ক, মোঃ রেজাউল করিম (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়



ফিরে যেতে হবে হিসাবও দিতে হবে

জাফর আহমাদ

মজবুত দালান-কোঠা, লৌহ কপাট ও নিশ্চিদ্র অজেয় দুর্গ যা-ই গড়ে তুলুন না কেন, আপনাকে আমাকে ফিরে যেতে হবেই। এখানে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

লিটনের পর সাজঘরে সাকিবও

ঢাকা, ২৯ মে : চতুর্থ দিন বিকালে ২৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে পরাজয়ের ডঙ্কা বাজছিল বাংলাদেশ শিবিরে। যদিও মুশ-ফিকুর রহিম আর লিটন দাস ছিলেন আশার প্রদীপ হয়ে। কিন্তু পঞ্চম ও শেষ দিনে শুরুতেই (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমালে কী রোগ হয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাতে ঘুমানোর আগে কেউ বই পড়েন, কেউ মোবাইলে চোখ রেখে অনলাইনে অলিগলি চষে তারপর ঘুমান। ঘুমানোর (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

টম ক্রুজের অভিনয় দেখেই সিনেমায় আগ্রহী হন রিয়াজ

বিনোদন ডেস্ক: টম ক্রুজের সিনেমা দেখেই নায়ক হওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল রিয়াজের। তাই পাইলট পেশা থেকে ছুটে এসেছিলেন ক্যামেরার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com